উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

যুদ্ধের খরচে টান ট্রাম্পের পকেটে ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩০° / ২০°	৩১° / ২০°	৩০° / ২১°	২৬° / ১৮°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

ঘাসফুল ছেড়ে পদ্ম বাগানে লিয়েন্ডার ৭

ঘুমের টানেই চিরঘুমে রাহুল অরুণোদয় ৮

অভিনেতার স্মৃতিকথা

শিলিগুড়ি ১৭ চৈত্র ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 1 April 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 311

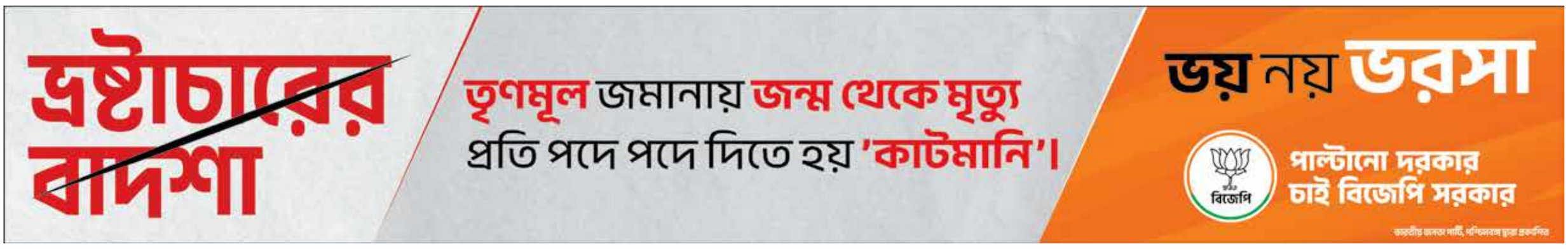

দেশের ভোটার নন নবাবের বংশধররাও

পরাগ মজুমদার

মুর্শিদাবাদ, ৩১ মার্চ : পলাশির সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধের কথা সবারই জানা। প্রাণপণ লড়েও নবাব সিরাজ-উদদৌলা হেরে গিয়েছিলেন। তাঁরই সেনাপতি মিরজাফর এরপর ব্রিটিশদের সহায়তায় বাংলার মসনদে বসেন। পরবর্তীতে এই পরিবার বাংলার বুকে দাপটে নবাবি শাসন চালিয়ে। 'ছোটে নবাব' সৈয়দ মহম্মদ রেজা আলি মির্জা এই বংশেরই ১৫তম পুরুষ। সমস্যা কী তা নবাবি রক্ত কোনওদিন টের পায়নি। বয়সভাবে ন্যুব্জ শরীর অবশ্য এখন তা ভালোভাবেই টের পাচ্ছে। এই সমস্যা অবশ্য শরীরের নয়, অস্তিত্বের। এসআইআরের চক্করে ছোটে নবাবের নিজের পরিবার তো বটেই আত্মীয়স্বজন মিলে অনেকেরই নাম বাদ। সব মিলিয়ে সংখ্যাটি ১০০-রও বেশি। ভবিষ্যৎ কী? যে পরিবার একটা সময় অন্যদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করত, নিজেদের ভবিষ্যতের বিষয়ে আজ তাঁরাই পুরোপুরি অন্ধকারে।

লালবাগ শহরের কিলা নিজামত এলাকায় মহম্মদ রেজা আলি মির্জার বসবাস। ছেলে সৈয়দ মহম্মদ ফাহিম মির্জাও একই বাড়ির বাসিন্দা। মিরজাফরের বংশধরদের আরও অনেকে এই এলাকাতেই বসবাস করেন। অনেকের নামই নিবিড় সংশোধনী তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। মাহিম মুর্শিদাবাদ পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার। একে তো নবাব পরিবারভুক্ত তার ওপর রাজ্যের শাসক শিবিরের সদস্য। এহেন একজনের নামও এসআইআর তালিকা থেকে বাদ পড়ায় অনেকেই আশ্চর্য হয়েছেন। ফাহিম নিজেও প্রচণ্ড আশ্চর্য, '২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা ও আমার নাম ছিল। ভোটও দিয়েছিলাম। লালবাগের ১২১ নম্বর বুথে নবাবের বংশধররা ভোট দেন। এই বুথে সব মিলিয়ে ৪৫০ জন ভোটার রয়েছেন। এসআইআর-এ তাঁদের মধ্যে ২৮৬ জনের নাম বাদ পড়েছে। যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের বেশিরভাগই নবাব পরিবারের।' এই তালিকায় মহম্মদ রেজা আলি মির্জার পাশাপাশি ফাহিম ও তাঁর স্ত্রী, ফাহিমের জেঠু মহম্মদ আব্বাস আলি মির্জার এক ছেলে ও দুই মেয়ের নামও রয়েছে।

তবে, এই ঘটনায় তাঁদের মধ্যে যতটা না অস্তিত্বের সংকট দেখা দিয়েছে তাকে ছাপিয়ে অভিমানের বিষয়টিই অনেক বড় হয়ে উঠছে। এই পরিবারেরই একজনের কথায়,

এরপর দশের পাতায়

ছোটে নবাবের মহল।

বঙ্গের ভোটরঙ্গ

ফর্ম-৬ নিয়ে ধুন্ধুমার

কমিশন নিযুক্ত সিপি-র প্রতি ক্ষুব্ধ শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩১ মার্চ : ফর্ম ৬ নিয়ে ধুন্ধুমার। ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদন করার জন্য ব্যাগভর্তি ওই ফর্ম জমা দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে মঙ্গলবার খণ্ডযুদ্ধের পরিস্থিতি হয় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে। তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে হুলুস্থুল পরিস্থিতি তৈরি হয়। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আবার নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত কলকাতার পুলিশ কমিশনারের ওপরই অনাস্থা প্রকাশ করেন।

এই ঘটনার আগে নতুন করে ভোটার তালিকায় নাম তোলা নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে মঙ্গলবার চিঠি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ৬০ লক্ষ ভোটারের বিচারাধীন জট না কাটিয়ে বহিরাগতদের নাম ভোটার তালিকায় ঢোকানো হচ্ছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবারই বালুরঘাটে এক জনসভায় অভিযোগ করেন, 'আজ মেদিনীপুর হয়ে বিহারের ৮০০ জন লোককে বাংলায় ঢোকানো হয়েছে।'

দুপুরের পর ব্যাগভর্তি ৬ নম্বর ফর্ম হাতে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে এক তরুণকে নিয়ে তৃণমূল-বিজেপির সংঘাত চরমে ওঠে। ওই তরুণকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করেন একদল তৃণমূল কর্মী। রাস্তায় বসে অবরোধ শুরু করে দেন তাঁরা। কিছুক্ষণের মধ্যে সদ্য বিজেপিতে যোগদানকারী চৌরঙ্গির প্রার্থী সন্তোষ পাঠকের নেতৃত্বে দলীয় কর্মীরা সেখানে উপস্থিত হন। দলবল নিয়ে যান দলের উত্তর কলকাতা জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ।

যুযুধান দুই পক্ষের তর্জায় উত্তেজনা আরও বাড়ে বাঁশ, লাঠি নিয়ে পরস্পরের প্রতি আস্ফালনে। পুলিশের গার্ডরেল টপকে একে অপরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জও করে। বিজেপি কর্মীদের ঘিরে রাখে কেন্দ্রীয় বাহিনী। অন্যদিকে, তৃণমূলের লোকদের আগলায় পুলিশ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি থাকা সত্ত্বেও মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরের সামনে এমন পরিস্থিতিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিজেপি।

দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও অন্যতম প্রবীণ নেতা শিশির বাজোরিয়াকে নিয়ে সন্ধ্যায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে ছুটে যান শুভেন্দু অধিকারী। কমিশনে নালিশ জানানোর পর শুভেন্দু বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী কাশ্মীর সোজা করেছে। এখানে সোজা করতে দিতে হবে তো। কেন্দ্রীয় বাহিনী পেটাবে, গ্যাস ফাটাবে। লাঠি আছে তো হাতে। বন্দুক ব্যবহারের দরকার নেই।

এরপর দশের পাতায়

- এসআইআর প্রক্রিয়ায় কয়েক লক্ষ ভোটার এখনও বিচারাধীন
- তৃণমূলের অভিযোগ, ফর্ম-৬ নিয়ে বিজেপির লোকেরা কমিশনে যাচ্ছে
- মঙ্গলবার দুপুরে ব্যাগভর্তি ফর্ম নিয়ে এক তরুণ ধরা পড়লে তৃণমূল-বিজেপি সংঘাত চরমে

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে লড়াই যেন একপেশে

রঞ্জনকে 'ছাড়', প্রশ্নে শিখা

ভোট উৎসব

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : রাজনৈতিক লড়াই কি গুরুত্ব হারাচ্ছে মা-ছেলের সম্পর্কের কাছে। অন্তত এমনই গুঞ্জন উঠতে শুরু করেছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে। নির্বাচনি হাওয়া বইতে শুরু করলেও প্রচারের ময়দানে অনেকটাই 'ফিকে' লাগছে বিদায়ি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে। বিধানসভার অলিগলি থেকে শুরু করে রাজপথ প্রায় সর্বত্রই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মার পোস্টার ও ব্যানারে ছড়াছড়ি। তুলনায় পদ্ম শিবিরের প্রচারের ছবি সেভাবে চোখেই পড়ছে না। আর দলীয় প্রার্থীর এই নিষ্প্রভ প্রচার ঘিরেই এখন বিজেপির অন্দরে জলঘোলা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি শিখা চট্টোপাধ্যায় 'ছেলে' রঞ্জনকে জেতাতে স্বেচ্ছায় যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে দিচ্ছেন? মা-ছেলের রসায়ন কি তবে এই আসনে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে? শিখা অবশ্য সমস্তটাই বিরোধীদের অপপ্রচার বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'সেয়ানে সেয়ানে লড়াই হবে। ২০২১ সালের চেয়ে এবার ব্যবধান আরও বাড়িয়ে জয়ী হব।'

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সদ্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া শিখা চট্টোপাধ্যায় প্রায় ২৮ হাজার ভোটে তৎকালীন রাজ্যের দাপুটে মন্ত্রী তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী গৌতম দেবকে পরাজিত করেছিলেন। মাঝে পাঁচটা বছর কেটে গিয়েছে। বিজেপি এবারও এই আসনে শিখাকেই প্রার্থী করেছে। অন্যদিকে তৃণমূলের বাজি হিসাবে ময়দানে নেমেছেন রঞ্জন শীলশর্মা।

রঞ্জন-শিখার দীর্ঘদিনের পারিবারিক সম্পর্ক এই আসনে জোরদার আলোচনার বিষয়। শিখাকে রঞ্জন মা বলে ডাকেন। মা-ছেলের সম্পর্কের আবেগই রাজনীতির লড়াইয়ে ছায়া ফেলছে বলে বিধানসভায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে। সমস্ত গুঞ্জন উড়িয়ে শিখা দাবি করেছেন, 'বিরোধীদের এখন কিছু বলার নেই, আমার দিকে আঙুল তো তুলতে হবে। তাই এসব বলছে। লড়াইটা সেয়ানে সেয়ানেই হচ্ছে। আমাদের দলের লোকেরা এমন কোনও মন্তব্য করতে পারে না, এটা বিরোধীদেরই বক্তব্য। আমাদের দলের সদস্যদের মানসিকতা আমরা জানি।'

ডাবগ্রাম ১ ও ২ এবং ফুলবাড়ি ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত সহ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১-৪৪ এই ১৪টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা। প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই শহর থেকে গ্রামে ঘুরে ঘুরে দিনরাত জনসংযোগ চালাচ্ছেন রঞ্জন। সেখানে শিখার নিষ্ক্রিয়তা বিজেপি কর্মীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। তৃণমূলের অনেকেও আড়ালে আবডালে বলতে শুরু করেছেন,

এরপর দশের পাতায়

৩৯ নম্বর ওয়ার্ড ছেয়েছে তৃণমূলের পতাকায়। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

মেরুকরণ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জটিল অঙ্ক

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে চাঁচল

ভোটের অঙ্ক

রণবীর দেব অধিকারী

চাঁচল, ৩১ মার্চ : রাজবাড়িটা এখনও দাঁড়িয়ে। রাজাই শুধু নেই। তবে আজকের 'গণতন্ত্রে', আরও স্পষ্ট করে বললে তৃণমূল শাসনে বিধানসভা এলাকায় বিধায়কই রাজা। বিরোধীরা যেমন বলে থাকেন, সর্বত্র স্থানীয় প্রশাসন চলে তৃণমূল বিধায়কের অঙ্গুলিহেলনে। চাঁচলে এতদিন সেরকম রাজা ছিলেন নীহাররঞ্জন ঘোষ।

গ্রামের মানুষ বলেন, গত পাঁচ বছরে সে রাজার দেখা মেলেনি। রক্তকরবী নাটকের যক্ষপুরীর রাজার মতো আর কী! ২০১৬-তে ইংরেজবাজারে নির্দল হয়ে লড়াই করে বিধায়ক হয়েছিলেন নীহার। এরপর তৃণমূলে যোগ দেন। একুশে নীহারকে উড়িয়ে এনে তৃণমূল বসিয়ে দেয় চাঁচলে। এবার আর তাঁকে টিকিট দেয়নি।

গত পাঁচ বছরে চাঁচলের জন্য কী করলেন 'পরিযায়ী' বিধায়ক? প্রশ্ন শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন পৌড়িয়া বাসস্টপে রাস্তার ধারে ছোট্ট টেবিল পেতে পান-বিড়ির বিক্রেতা মমতাজ। তাঁর বক্তব্য, 'আমি তো চিনলামই না

বিধায়ককে। নামটা শুধু শুনেছি। গত পাঁচ বছরে একবারও আমাদের এদিকে দেখিনি।'

নীহার দীর্ঘদিন ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলার ছিলেন। পুরসভার কাজের অভিজ্ঞতা থাকায় অনেকে ভেবেছিলেন, তিনি বিধায়ক হলে চাঁচলে পুরসভা করেই ছাড়বেন।

এরপর দশের পাতায়

'ডিলিটেড' ভোটারদের ক্ষোভ উসকে দিচ্ছে তৃণমূল

শমিদীপ দত্ত ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : এসআইআর-এর সাপ্লিমেন্টারি তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ায় কয়েক লক্ষ ভোটারের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। নাম তোলার আইনি প্রক্রিয়া বা ট্রাইবিউনালে আবেদনের পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায়

উত্তরের ভোট-আয়না

নাম বাদ পড়া ভোটারদের মধ্যে ক্ষোভ ও বিভ্রান্তি দানা বেঁধেছে। এই পরিস্থিতিকে হাতিয়ার করে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির হাসমি চকে আন্দোলনে নামে ঘাসফুল শিবির। সেখানে সহায়তা শিবির খুলে নাম বাদ পড়া ভোটারদের ফর্ম ফিলআপ করিয়ে ও আনুষঙ্গিক তথ্য নিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের কাছে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলে। শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ভেনাস মোড়ে দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান নাম বাদ পড়া ভোটাররা।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার পর স্থানীয়রা যখন মহকুমা শাসকের দপ্তরে ভিড় করছেন,

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

গ্যাসের আকালে হালখাতার স্বাদ বদল

এবার বোধহয় বাঙালির চিরায়ত রসনাবিলাসে বড়সড়ো কোপ পড়তে চলেছে। সৌজন্যে, দেশজুড়ে চলা রান্নার গ্যাসের তীব্র আকাল। নববর্ষের মিষ্টিমুখে কেক, পেস্ট্রি, প্যাটিসই ভরসা হয়ে উঠছে অধিকাংশ দোকানদারের।

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : চৈত্রের শেষে পয়লা বৈশাখ মানেই আপামর বাঙালির কাছে এক অদ্ভুত নস্টালজিয়া আর নতুন করে পথ চলার আনন্দ। নতুন জামা, নতুন হালখাতা আর সেইসঙ্গে কবজি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া- এই তো বাঙালির উৎসব। তবে, এই দিনটার সবচেয়ে চেনা ছবি বোধহয়, বগলদাবা করে নতুন বাংলা বছরের ঝকঝকে ক্যালেন্ডার আর হাতে মিষ্টির প্যাকেট ঝুলিয়ে হাসিমুখে বাড়ি ফেরা।

বাড়িতে পা রাখতেই সেই প্যাকেট খুললে চোখের সামনে ভেসে ওঠে জিভে জল আনা সব আয়োজন। উঁকি মারে শুকনো রসগোল্লা, কালাকাঁদ, রসকদম্ব কিংবা চমচম। ভাগ্যে থাকলে জুটে যেতে পারে কানসাট বা ল্যাংচাও!

এবার বোধহয় বাঙালির এই চিরায়ত রসনাবিলাসে বড়সড়ো কোপ পড়তে চলেছে। সৌজন্যে, দেশজুড়ে চলা রান্নার গ্যাসের তীব্র আকাল। নববর্ষের মিষ্টিমুখের জায়গা গত কয়েক বছরে একটু একটু করে দখল করে নিচ্ছে কেক, পেস্ট্রি, প্যাটিস অ্যান্ড মোর। এবছর সিলিন্ডার আকালের জেরে সেগুলোই ভরসা হয়ে উঠছে একটি বড় অংশের কাছে।

কালীবাড়ি রোডের স্বর্ণ ব্যবসায়ী কমল কর্মকারের গলায় স্পষ্ট হতাশার সুর। দিনকয়েক আগে তিনি তাঁর দোকানের পাশের একটি বড় মিষ্টির দোকানে নববর্ষের জন্য মিষ্টির অর্ডার দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে কার্যত খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমলের কথায়, 'মিষ্টির দোকানদাররা এবার বেশি সংখ্যায় অর্ডার নিতেই চাইছেন না। কিন্তু আমরা তো আর পয়লা বৈশাখের মতো একটা শুভ দিনে খালি হাতে গ্রাহকদের বাড়ি পাঠাতে পারি না! তাই বাধ্য হয়ে দেশবন্ধুপাড়ার একটি বেকারিতে অর্ডার দিয়েছি। প্যাকেটে নিরামিষ প্যাটিস, কেক থাকবে। ভাবছি সঙ্গে একটু শনপাপড়ি দিয়ে দেব।'

চিলড্রেন পার্ক সংলগ্ন মিষ্টির দোকান। শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

গ্যাসের সংকট বর্তমানে দেশজুড়েই এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ডোমেস্টিক গ্যাস বা রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার বুকিংয়ের ওয়েটিং পিরিয়ড এক লাফে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ দিন। অন্যদিকে বাণিজ্যিক সিলিন্ডার তো রীতিমতো ডুমুরের ফুল, সাধারণের একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে। পরিস্থিতি এমন এক জটিল জায়গায় পৌঁছেছে যে, সিলিন্ডারের অভাবে শহরের মিষ্টি ব্যবসায়ীরা আর নতুন করে বরাত নিতে সাহসই পাচ্ছেন না। এই ডামাডোলে বিপাকে পড়েছেন হালখাতার আয়োজনে ব্যস্ত দোকানি থেকে শুরু করে সাধারণ ক্রেতা, সকলেই।

বিধান মার্কেটের মুদি ব্যবসায়ী বাদল দে সরকারেরও একই বক্তব্য, 'বেশ কয়েকটি দোকানে ঘুরে জিজ্ঞেস করলাম। কেউ বলছে অতগুলো মিষ্টি বানিয়ে দিতে পারবেন না, কেউ আবার বাড়তি দাম চাইছেন। তাই ঠিক করেছি, এবার শুকনো খাবারই দেব। আজকাল তো সব বয়সিরাই প্যাটিস, কেক বেশ পছন্দ করেন।'

এরপর দশের পাতায়

ঋণে আগ্রহী নয় হিমঘর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : উত্তরবঙ্গে মুখ থুবড়ে রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের মাধ্যমে সহায়কমূল্যে আলু কেনার প্রক্রিয়া। হিমঘরগুলির মাধ্যমে আলু কেনে কৃষি বিপণন দপ্তর। তার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণের ব্যবস্থা করে দেয় রাজ্যের সরকার। অভিযোগ, এ বছর হিমঘরগুলি সেই ঋণে আগ্রহী নয়। কারণ, এবার জমি থেকে তোলার আগে ভারী বৃষ্টিতে ফলন নষ্ট হয়েছে। অনেক চাষি আবার জমি থেকে ফসল তুলতে পারেননি। জমিতেই আলু নষ্ট হয়েছে অনেকটা। বাকি ভিজে যাওয়া আলু হিমঘরে কতদিন টিকে থাকবে তা নিয়ে হিমঘর মালিকরাও দোটানায়। অল্পদিনে হিমঘরে আলু পচে নষ্ট হলে ক্ষতির মুখে পড়তে পারে মালিকপক্ষ। ফলে উত্তরবঙ্গের অনেক জেলায় সহায়কমূল্যে আলু কেনা প্রায় হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এই অবস্থার জেরে ক্ষতির মুখে চাষিরা।

এছাড়া, রয়েছে রাজনৈতিক কারণও। চলতিবছর বিধানসভা নির্বাচন। হিমঘর মালিকদের অধিকাংশই ভাবছেন, নয়া সরকার গঠনে যদি কোনও কারণে দেরি হয় কিংবা অন্য দল ক্ষমতায় আসে সেক্ষেত্রে ঋণ মেটাতে দেরি হলে তবে প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাঁদের সিভিল স্কোরে প্রভাব পড়বে। তাই আর ঝুঁকি নিতে চাইছেন না ব্যবসায়ীরা। উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী উন্নয়ন সমিতির বাবলু চৌধুরী বলেন, 'ভোটের মুখে রাজনৈতিক কারণে

সংকটে চাষিরা

হিমঘরগুলিও হয়তো সাহস পাচ্ছে না। ফলে ক্ষতি হচ্ছে চাষিদেরই। ভিনরাজ্যে গেলে দাম বাড়তে পারে।'

খোলাবাজারে চাষিদের কাছ থেকে ৪ থেকে ৪.৫০ টাকায় আলু বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু কৃষি বিপণন দপ্তর সহায়কমূল্যে ৯.৫ টাকা কেজি দরে নেবে বলে জানিয়েছে। এই দামের ফারাকের কারণেও হিমঘর মালিকরা আলু কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। কারণ, পরে দাম বৃদ্ধি হলে সরকার কতটা সহায়তা করবে সেই প্রশ্নও রয়েছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় উত্তরবঙ্গে রাজ্য সরকারের সহায়কমূল্যে আলু কেনা অনেকটাই পিছিয়ে। তাতে সমস্যায় উত্তরের কয়েক হাজার কৃষক।

কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গে একশোটির উপরে হিমঘর রয়েছে। তার মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার ছয়টি, কোচবিহারে তিনটি, আলিপুরদুয়ারের দুটি মিলিয়ে মোট ১১টি হিমঘর সহায়কমূল্যে আলু কিনতে আগ্রহী হয়েছে। ফলে হিমঘর যে এলাকায় রয়েছে শুধু সেই ব্লকগুলিতেই সহায়কমূল্যে আলু কেনা হচ্ছে। এই হিমঘরগুলিকে ১২ শতাংশ সুদে ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণের ব্যবস্থা করে দেবে সরকার। সেই টাকায় ৯.৫ টাকা কেজিতে কৃষক প্রতি ৭০ কুইন্টাল আলু কিনতে পারবে। তবে এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে মাত্র ৪০ হাজার কুইন্টালের বেশি আলু কিনতে পেরেছে সরকার। ৩১ মার্চ মরশুম শেষ। ফলে সরকারের সহায়কমূল্যে আলু কেনার প্রকল্পের সফলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কৃষি বিপণন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'বাজারের দামের তুলনায় সহায়কমূল্যে দাম অনেকটাই বেশি। কিন্তু অনেক ব্লকের হিমঘরগুলি সেই চুক্তিতে রাজি হয়নি। ফলে সেখানকার চাষিরাও সুবিধা পাননি।'

তবে কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছে উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী উন্নয়ন সমিতি। আসামে বেশ কিছু আলু যাচ্ছে বলে দাবি করেছে তারা। তাতে দাম বৃদ্ধির আশা দেখছেন চাষিরা। ধূপগুড়ির এক কৃষি আধিকারিক বলেন, 'বৃষ্টিতে অনেক আলু নষ্ট হয়েছে। ফলে চাষিদের ক্ষতি স্বাভাবিক। ভিনরাজ্যে গেলে দাম বাড়তে পারে।'

পাশাপাশি, বেশিদিন আলু ধরে না রেখে ক্ষতি হলেও কম দামে বিক্রি করে দিচ্ছেন তাঁরা। দার্জিলিংয়ের কৃষি আধিকারিক পার্থ রায়ের বক্তব্য, 'বৃষ্টিতে ভেজার পরে রোদ পেলেও আলু নষ্টের আশঙ্কা থাকে। কিছুদিন পরে আলুর দাম বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু সেই সময় আলু ধরে রাখা নিয়েই সংশয় তৈরি হয়েছে চাষিদের মধ্যে।'

ন্যাশনাল হেকাথন

নিউজ ব্যুরো

৩১ মার্চ : অ্যাকাডেমি অফ টেকনলজি (এওটি) সুষ্ঠুভাবে ফ্রস্টহ্যাক্সের দ্বিতীয় সংস্করণের আয়োজন করল। ফ্রস্টহ্যাক্স এই প্রতিষ্ঠানের ৩৬ ঘণ্টাব্যাপী একটি ফ্ল্যাগশিপ ন্যাশনাল হেকাথন। এই উদ্যোগ গোটা দেশের সমস্ত তরুণ উদ্ভাবককে এক জায়গায় এনেছিল।

২৬-২৮ মার্চ এই হেকাথন চলে। ওই সময় প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস বিভিন্ন আইডিয়াকে বাস্তবে রূপায়িত করার হাবে পরিণত হয়েছিল। পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য সমস্ত দল অবিরাম পরিশ্রম করে। এই হেকাথনে মূলত পাঁচটি ক্ষেত্রের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়, যথা- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রিন অ্যান্ড সাস্টেনেবল আর্থ, সুরক্ষা এবং ওপেন ইনোভেশন। এই হেকাথনে দেখানো হয় কীভাবে প্রযুক্তি এই ক্ষেত্রগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

পিএফের বকেয়া আদায়

নাগরাকাটা, ৩১ মার্চ : মঙ্গলবার শেষ হওয়া ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া ৫৪ কোটি টাকা আদায় করেছে জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পিএফ দপ্তর। যা গোটা রাজ্যের সমস্ত পিএফ কার্যালয়ের আদায়কৃত বকেয়ার প্রায় অর্ধেক। মার্চ মাসে এজন্য বিশেষ অভিযানও চালানো হয়। এরই অঙ্গ হিসেবে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের গ্যারগান্ডা চা বাগানের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন থেকে কেটে নেওয়ার পরও তাঁদের পিএফ অ্যাকাউন্টে টাকা জমা না হওয়ায় পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছে আঞ্চলিক পিএফ দপ্তর। আঞ্চলিক পিএফ কমিশনার পবন বনসল বলেন, 'এই ধরনের পদক্ষেপ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। পিএফের টাকা জমা না দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

বিক্রয়

শিলিগুড়ি শিবমন্দির বাজারে 10'x15'= 150 sq.ft পাকা ছাদের দোকান কমে সত্বর বিক্রি। ফোন : 9064391988.

অ্যাফিডেভিট

আমি Md Asgar, S/o Insan Sekh, গ্রাম + পোস্ট : পানডুয়া, কুতুবশহর, থানা- গাজোল, জেলা : মালদা। আমার এলআইসি পলিসিতে (যার পলিসি নাম্বার 454386027) আমার নাম ও বাবার পদবী ভুল থাকায় গত 11/03/26 তারিখে মালদা EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Md Sukru Sk থেকে Md Asgar ও বাবা Insan Sk থেকে Insan Sekh করা হইলো। যা যথাক্রমে উভয়ই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/121273)

●

আধার কার্ড নং 6260 97987223 আমার নাম Jesmina Khatun-এর পরিবর্তে Shekh Jesmina Khatun নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 30.3. 26, নোটারী পাবলিক, আলিপুরদুয়ার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Jesmina Khatun এবং Shekh Jesmina Khatun (W/O SK. Gulzar Ali) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আজ থেকে সর্বত্র আমি Jesmina Khatun হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম ঃ নারারথলি, পোঃ খোয়ারডাঙ্গা, থানা ঃ কুমার গ্রাম, জেলা ঃ আলিপুরদুয়ার, পিন : 736202. (C/120645)

●

আমি Md Nazmul Hasan, S/o Faijul Hoque আমার ছেলের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No- B/2024/1168221 old Reg. No- 3179 Dt- 10/02/2016 আমার ছেলের নাম Md Arman Hasan থাকায় গত 30/3/2026 এ E.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে, আমার ছেলের নাম Md Arman Hasan থেকে Md. Arman Hasan করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/115481)

অ্যাফিডেভিট

গ্রাম পঞ্চায়েত জন্ম নিবন্ধীকরণ বই ও শংসাপত্রে (নং 1964 Dt. 23.08.1996) নিজ নাম Mithu Miah এবং পিতা ও মাতার নাম ভিন্ন থাকায় দিনহাটা JM (1st. Cl.) কোর্টে 24.03.2026 অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mithu Miya, পিতা Chhattar Ali ও মাতা Hasna Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইল। সাং- খাটামারি, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

●

মাধ্যমিক মার্কশিট ও সার্টিফিকেটে আমার নাম Fatema Khatun (Before Marriage) নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 27.03.26 C.J. (Jr. Divn.) Addl. Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Fatema Majumder (C/o. Jiaul Hoque Majumder) এবং Fatema Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। এলাজানেরকুঠি, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। আমার পুরো এবং শুভ নাম Fatema Majumder ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। (C/120644)

●

৩০ মার্চ ২০২৬-এ আলিপুরে এলডি ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট বলে মালদা জেলার, পিন ৭৩২২০৭, কালিয়াচক (প্রাক্তন) থানাধীন, যা বর্তমানে মোথাবাড়ি, গ্রাম কেশরপুর, ডাক মোথাবাড়ির তামিজুদ্দিন শেখ (TAMIJUDDIN SEKH) এবং মহম্মদ তামিজুদ্দিন আসরফি (MD TAMIJUDDIN ASRAFI) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন।

●

আমি মনোরঞ্জন মল্লিক, গ্রাম- গচিমারী, থানা- কুমারগ্রাম, জেলা- আলিপুরদুয়ার। আমার কন্যা Anima Mallik, তার মেয়ে Anushka Das এর জন্ম সার্টিফিকেট রেজি নং- B-2022, 19-05596-000234, তাং- 16/3/22, মায়ের নাম উল্লেখ আছে Anima Das Mallik, 23/3/26 আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে 5626/26 নং অ্যাফিডেভিট করে সঠিক নাম Anima Mallik হল (আধার কার্ড নং 6460 3791 8533 অনুসারে)। Anima Mallik ও Anima Das Mallik এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (D/S)

●

আমি Dashrath Kerketta, S/O - Sukra Kerketta, Newlands Tea Garden, Po - Kumargram, Dist - Alipurduar. আমার কন্যার সঠিক নাম Arohi Kerketta. Birth Certificate Reg. No- 7733. তে ভুলবশত Arohi Kerketta Oraon আছে। গত 28/01/25 তাং Alipurduar J.M. Court এর Affidavit অনুযায়ী Arohi Kerketta এবং Arohi Kerketta Oraon এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (P/S)

কর্মখালি

ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, বেতন 14,000/-, মাসে ছুটি আছে। M:- 8653609553, 9635508609. (C/121155)

শ্রমিকদের সঙ্গে বিড়ি বাঁধছেন প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন। বালিকাডাঙ্গায়।

দুটি দুর্ঘটনা

রাঙ্গালিবাজনা, ৩১ মার্চ : মঙ্গলবার মাদারিহাট থানার দলদলিতে দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। সকালে বীরপাড়ার দিক থেকে জয়গাঁমুখী একটি মালবাহী ছোট গাড়িকে ধাক্কা মারে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক। দুর্ঘটনায় মালবাহী গাড়িটির কেবিনের একটি দরজা ভেঙে রাস্তায় পড়ে যায়। ট্রাক সমেত পলাতক চালক। বিকেলে বীরপাড়ার দিক থেকে মাদারিহাটমুখী একটি মালবাহী ছোট গাড়ি একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মারে। দুটি দুর্ঘটনাতেই ছোট গাড়িগুলির চালকরা আঘাত পেলেও তা গুরুতর নয়।

বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-২৪-২০২৫-২৬ তারিখঃ ২৭-০৩-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করেছে: কাজের নামঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও এ- গুডস্ মার্শেলিং এরিয়া, গুডস্ এপ্রোচ রোড, মার্শেল রুম, শ্রমিকের বিশ্রাম কক্ষ এবং গুডস্ কার্যালয়ের উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। বিজ্ঞাপিত রাশিঃ ৪০,৬৬,০৬৬.৪৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮১,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হবে ২০-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ. ডিইই/রঙ্গিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"গ্রাহকদের প্রসন্ন পরিসেবায়"

ভোটের প্রচারে বেরিয়ে বিড়ি বাঁধলেন সাবিনা

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ৩১ মার্চ : ভোট বড় বালাই। তাই তো জনসংযোগের তাগিদে 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে' প্রবাদটিকে ভোটের ময়দানে আক্ষরিক অর্থেই বাস্তবায়িত করতে মরিয়া নানা প্রান্তের প্রার্থীরা। কেউ প্রচারে বেরিয়ে শিশুর গাল ধরে আদর করছেন, কেউ মাঠে নেমে চাষির সঙ্গে কোদাল ধরছেন। কেউ বা মেঠো রাস্তা সংস্কারে গ্রামবাসীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাত লাগাচ্ছেন। কোথাও আবার প্রার্থীর হাতে দেখা যাচ্ছে খুন্তি বা ক্রিকেটের ব্যাট। মহারণের আবহে মালদার সুজাপুর বিধানসভাতেও ধরা পড়ল এমনই চেনা ছবি। বালিকাডাঙ্গা এলাকায় বিড়ি শ্রমিকদের সঙ্গে বসে বিড়ি বাঁধতে দেখা গেল সুজাপুরের তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে।

ভোটের মুখে সাবিনার এই জনসংযোগের কৌশল ও 'বিড়ি বাঁধা' নিয়ে স্বভাবতই কটাক্ষ ছুড়ে দিতে একচুলও ছাড়েনি বিরোধীরা। তবে সেই সমালোচনা ফুৎকারে উড়িয়ে ঘাসফুল শিবিরের পালটা দাবি, সাবিনা কালিয়াচকের ঘরের মেয়ে। এখানকার হাজার হাজার মানুষের মতো তিনিও বিড়ি বাঁধতে জানেন। প্রশ্ন উঠছে, বিড়ি বাঁধতে জানা সাবিনা কি স্থানীয় বিড়ি শ্রমিকদের দুর্দশার কথা জানেন না? সেই প্রশ্ন তুলে

> **এক হাজার বিড়িতে যদি ২০০ থেকে ৩০০টিই বাতিল করে দেয়, তাহলে বিড়ি বেঁধে লাভ তো দূরে থাক, ন্যায্য মজুরিও মিলছে না। বিড়ি শ্রমিকদের দিকে একটু নজর দেওয়া উচিত।**
>
> **তাহেরা খাতুন**
> বিড়ি শ্রমিক

আনজুমা খাতুন নামে এক বিড়ি শ্রমিক বলেন, 'বিড়ি শ্রমিকদের জন্য যে মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে, কনট্রাক্টররা আমাদের সেই মজুরি দিচ্ছেন না।' অন্য এক শ্রমিক তাহেরা খাতুনের আক্ষেপ, 'কনট্রাক্টররা যখন বিড়ি নিতে আসেন তখন প্রচুর বিড়ি ছাঁট হিসেবে বাতিল হয়। এক হাজার বিড়িতে যদি ২০০ থেকে ৩০০টিই বাতিল করে দেয়, তাহলে বিড়ি বেঁধে লাভ তো দূরে থাক, ন্যায্য মজুরিও মিলছে না। বিড়ি শ্রমিকদের দিকে একটু নজর দেওয়া উচিত।' আবার চিকিৎসা পরিষেবার অভাব অনুযোগ তুলে ধরেছেন তাসলিমা বিবি নামে আরেক শ্রমিক। তাঁর কথায়, 'একসময় কালিয়াচক এলাকায় ঠুটিয়া ব্রিজের ওপারে বিড়ি শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। কার্ড দেখালেই সেখান থেকে ওষুধপত্র দেওয়া হত। কিন্তু বিড়ি শ্রমিকদের সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এখন উঠে গিয়েছে।'

আর এই একগুচ্ছ অভাব-অভিযোগের প্রেক্ষিতে সাবিনার বক্তব্য, 'আমি বিড়ি শ্রমিকদের মাঝে বসে তাঁদের নানা অসুবিধার কথা শুনেছি। আগামীদিনে চেষ্টা করব ওই সমস্যাগুলি সমাধানের।'

NOTICE

Notice is hereby given to the public at large and all persons concerned that Sri Nishi Kant Agarwal and Sri Sashi Kant Agarwal, both sons of late Sajan Kumar Moundia, residing at Milanpally, Children Park, HP Gas Building, 2nd Floor, Siliguri, P.O. Siliguri, P.S. Siliguri, PIN - 734101, District Darjeeling (hereinafter referred to as the "Purchasers"), have entered into an Agreement for sale with sri Sanjay Dutta, Son of Late Sailen Chandra Dutta, residing at 11 No. Ward, Rajani Bagan, Hill Cart Road, Siliguri (M. Corp), P.O. Siliguri, P.S. Siliguri, District Darjeeling, PIN - 734001 (hereinafter referred to as the "Vendor"), for the purchase of a piece and parcel of land measuring approximately 200 (Two Hundred) Bighas, more or less (hereinafter referred to as the "Scheduled Property").

SCHEDULED PROPERTY

A piece and percel of land measuring more or less 200 Bighas appertaining to and forming part of R.S. Plot Nos. 849, 1345, 1346, 1340, 1341, 647, 649, 1332, 651, 745, 174, 219, 205, 249, 218, 1333, 1334, 1235, recorded in R.S. KhatianNos. 80, 19/12, 19/1, 32, 69, 199/8, 64, 19/27, 25, 19/29, 19/17, situated within mouza : Badlagach, Pathargata and Ambari Falakata, under police stations Rajganj and Bhaktinagar, District Jalpaiguri.

It is further notified that a substantial portion of the aforesaid land has already been transferred and duly registered in favour of the Purchasers. In respect of the remaining portion, all persons are hereby cautioned that any individual or entity dealing with, transacting, encumbering, or otherwise creating any third-party interest in respect of the Scheduled Property shall do so at their own risk, cost and consequences.

Partha S. Choudhury
Advocate
9434174402 (M)

ওপেন ওয়েব স্টিল ব্রিজ গার্ডার তৈরি, সরবরাহ ও প্রতিস্থাপন

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ডিসিবিএল/০১/২০২৬/এনজেপি, তারিখ: ২৫-০৩-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং ঃ ডিসিবিএল০১২০২৬এনজেপি; কাজের নাম ঃ এসএসই/বিআর/শিলিগুড়ি জংশনের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি-নিউ আলিপুরদুয়ার সেকশনে ২৫ টন লোডিং দ্বারা কিমি ৭৯/৪-৬-এ ব্রিজ নম্বর ৮৮ ডাউন (৩×৪৫.৭ মি), কিমি ৮৪/২-৩ -এ ব্রিজ নম্বর ৯৪ ডাউন (৩×৪৫.৭ মি), কিমি ১৪২/৬-৮ -এ ব্রিজ নম্বর ১৫০ ইউপি (৪×৪৫.৭ মি) -এর ওপেন ওয়েব স্টিল ব্রিজ গার্ডার তৈরি, সরবরাহ ও প্রতিস্থাপন। (বিঃদ্রঃ: ব্রিজ নম্বর ১৫০ ইউপি (৪×৪৫.৭ মি) -এর জন্য ৫৩৭.২ মেট্রিক টন পরিমাণের গার্ডার ওয়ার্কশপ ব্রিজ নীতি অনুযায়ী ইডব্লিউএস/বঙ্গাইগাঁও থেকে তৈরি করা হবে।)। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য: ২৯,৬৩,২৪,২৩৫.৭৮/- টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৫৯,২৬,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২০-০৪-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:০৫ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ০৪ অফ ২০২৫-২৬/বিজিপি, তারিখ ২৭.০৩.২০২৬। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/ভাগলপুর, পূর্ব রেলওয়ে, ইসাচক থানার নিকটে, পুলিশ লাইনের পিছনে, ডাকঘর - ভাগলপুর-৮১২০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ঃ টেন্ডার নং. বিজিপি০৪ অফ ২০২৫-২৬ (ওপেন)। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, ভাগলপুর-এর অধিক্ষেত্রে ভাগলপুরে বিদ্যমান ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার, কন, ভাগলপুর-এর কার্যালয়, মালদা কার্যালয় প্রভৃতির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, ভাগলপুর জামালপুর, কহলগাঁও, নিউ ফারাক্কা, মন্দারহিল এবং গোড্ডা-র অফিসারদের রেস্ট হাউস, ভাগলপুর, নিউ ফারাক্কা, মালদা এবং জামালপুরে কোয়ার্টার্স, গোড্ডা এবং ওয়ারএইচ, ভাগলপুরে কোয়ার্টার্স-এর চারপাশে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, সেপটিক ট্যাঙ্ক, গ্যারেজ গার্ড রুম এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সিভিল কাজ, সীমানা প্রাচীর তোলা ও অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬,৩৫,৭৭,৬২৮.৫১ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ ০.০০। বায়না অর্থ ঃ ১২,৭১,৬০০.০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১৮ (আঠারো) মাস। বন্ধের তারিখ ঃ ২১.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে এই টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতে হাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করা হবে।

CON-77/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সিঙ্গল ফেজ এ.টি. যোগানের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-২২-২৫-২৬-আরটি তারিখঃ ২৭-০৩-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করেছে: টেন্ডার নং. এপি-ইএল-টিআরডি-২২-২৫-২৬-আরটি। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে: এমএসিএলএস (০৪ এলসিজিএস) এর সহিত এল.সি. গেটসমূহের ইন্টারলকিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এল.সি. গেট ক্রমে সিএ-১, সিএ-৮, সিএ-১৯ এবং সিএ-২০ এ ৪টি ৫ কেভিএ, ২৫কেভিএ/২৪০ভি সিঙ্গল ফেজ এ.টি. সরবরাহের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ১৯,২৬,২১৮.২১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩৮,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হবে ১৭-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষের সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ. ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস/আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"গ্রাহকদের প্রসন্ন পরিসেবায়"

PUBLIC NOTICE

In partial modification of the Public Notice issued on 20.03.2026, this is to notify that in connection with the ensuing election to 22-Kalimpong Assembly Constituency, the following observers have been appointed by the Election Commission of India. The Observer(s) will be available to meet members of the public, political parties, and candidates regarding election related matters as per the schedule given below :

Sl. No.	Name of Observer	Contact No.	Period of Visit	Time	Place
1	Sh. Rahul Tewari IAS (General Observer)	+91 6297884957	1st April-24th April-2026, 2nd May-5th May, 2026	9:00 AM - 10:00 AM (Daily)	Treasury Conference Hall, Office of the District Magistrate, Kalimpong
2	Sh. Badri Narayan Meena, IPS (Police Observer)	+91 8927294406	1st April-24th April-2026	9:00 AM - 10:00 AM (Daily)	Treasury Conference Hall, Office of the District Magistrate, Kalimpong
3	Smt. Sodisetty Madhavi IRS (Expenditure Observer)	+918509291671	6th April-24th April, 2026	9:00 AM - 10:00 AM (Daily)	Treasury Conference Hall, Office of the District Magistrate, Kalimpong

All concerned may meet the Observer (s) during the above mentioned time or contact on the given number (s).

Sd/-
District Election Officer
Kalimpong

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪০৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ১৬, ১৭, ২১, ২৩-২৫-এমএলডিটি-২৬-২৭, তারিখ ২৭.০৩.২০২৬ [সিভিল অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন ওয়ার্কস]। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ঃ ১; টেন্ডার নং ঃ ১৬-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ভাগলপুরের আওতাধীনে গোড্ডা স্টেশনে নতুন ক্রু লবি বিল্ডিং এবং ৫০ শয্যার রানিং রুম নির্মাণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৩,২১,৬৮,৭৮৮.৬৮ টাকা। ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং ঃ ১৭- এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ভাগলপুরের আওতাধীনে ভাগলপুরে নতুন ক্রু লবি বিল্ডিং নির্মাণ, কহলগাঁও-এ রানিং রুমের সম্প্রসারণ এবং ভাগলপুরে বিদ্যমান ক্রু বুকিং লবি-তে রানিং রুমের সুবিধা প্রদান করতে আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,১৭,৪৯,৭৭৯.৫১ টাকা। ক্র. নং. ঃ ৩; টেন্ডার নং ঃ ২১-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/জামালপুরের আওতাধীনে নাথনগর এবং আকবর নগরে (১৬০০ মিটার) নতুন সাইড ড্রেন নির্মাণের সিভিল কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,০৯,০১,১৪৩.১৩ টাকা। ক্র. নং. ঃ ৪; টেন্ডার নং ঃ ২৩-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ "সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ট্র্যাক ডিপো থেকে পি. ওয়ে সামগ্রী যথা রেল, স্লিপার, সুইচ, এসইজে, গ্লুড জয়েন্ট, পি. ওয়ে ফিটিংস ইত্যাদি পরিবহন"-এর কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫৩,৮৬,০৮১.৮০, টাকা। ক্র. নং. ঃ ৫; টেন্ডার নং ঃ ২৪-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ "সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ট্র্যাক ডিপো থেকে পি. ওয়ে সামগ্রী যথা রেল, স্লিপার, সুইচ, এসইজে, গ্লুড জয়েন্ট, পি. ওয়ে ফিটিংস ইত্যাদি পরিবহন"-এর কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫৬,৬০,৮৩৪.০০, টাকা। ক্র. নং. ঃ ৬; টেন্ডার নং ঃ ২৫-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধীনে ভাগলপুর-দুমকা শাখায় এলএইচএস নং ১, ২, ৩ এবং ৪-এ, বারাহাট - বাঁকা শাখায় এলএইচএস ২, ৩, এবং ৪ এবং বারাহাট - পাঞ্জেতলা শাখায় এলএইচএস-১৩২ ও ১৪২ এবং সাহেবগঞ্জ- ভাগলপুর শাখায় এলএইচএস- ১৫১-তে শেড, সাম্প, আরডিএসও স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে হাইট গেজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করার ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৯,০৯,৭৯,৭৪৫.৫২ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২১.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে ক্র. নং. ১ থেকে ৬-এর জন্য। ওয়েবসাইট ও নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in এবং ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, মালদা টাউন।

MLD-386/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আজ টিভিতে

আদি শক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.১৫ আবার বিবাহ অভিযান, বেলা ১১.৪৫ হনিমুন, দুপুর ১.০০ বগলা মামা যুগ যুগ জিও, বিকেল ৫.৩০ জিও পাগলা, রাত ৮.৪৫ গোলমাল, ১১.৪৫ পতি পরমেশ্বর

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ গ্যাঁড়াকল, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৩.৪৫ কীর্তনের পর কীর্তন, সন্ধে ৬.৩০ খোকা ৪২০, রাত ৯.৩০ মহাগুরু

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মধুমালতী, বেলা ১১.৩০ সুলতান, দুপুর ২.৩০ মেমসাহেব, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, সন্ধে ৭.৩০ বিদ্রোহিনী নারী, রাত ১০.০০ অগ্নিপথ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জবান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শিবা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০৮ নসীব, দুপুর ২.০২ রাজ, বিকেল ৪.৪৭ ইশক হ্যায় তুমসে, সন্ধে ৭.৫৫ মেহরবাঁ, রাত ৯.৫০ সড়ক

জি সিনেমা : বেলা ১১.৫০ বজরঙ্গি ভাইজান, বিকেল ৩.০৪ দবং-থ্রি, ৫.১৮ স্কাই ফোর্স, রাত ১০.৫৬ এনকাউন্টার শংকর

বন্ধন দুপুর ১.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

ঠাকুরবাড়ির গান শোনাবেন সুকান্ত এবং অভিজিৎ। **গুড মর্নিং আকাশ**
সকাল ৭.০০ আকাশ আট

দবং-থ্রি বিকেল ৩.০৪ জি সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ নতুন চাকরি প্রাপ্তির সম্ভাবনা। কোনও খবরে বাড়িতে আনন্দ। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন। বৃষ : পরিবারে অন্য কোনও সদস্যের ব্যক্তিগত কাজে হস্তক্ষেপ না করলেই ভালো। বাবার পরামর্শে ব্যবসার সমস্যা কাটবে। মিথুন : আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে আশাপ্রদ সাফল্য মিলতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠিন পরিশ্রমের ফল আজ পাবেন। জমি, বাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। প্রেমে দোলাচল থাকবে। সিংহ : সংসারের আর্থিক অনটন কেটে যাবে। আগে করা বিনিয়োগ থেকে আর্থিক লাভ পাবেন। কন্যা : বাবা-মায়ের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ভালো। প্রেমের সম্পর্ক বাড়িতে মেনে নিতে পারে। তুলা : বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কোনও নথি খুঁজে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। আজ আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। বৃশ্চিক : সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে স্বস্তি পাবেন। বহুদিন ধরে বন্ধ থাকা কোনও প্রকল্প চালু করলে সুফল মিলতে পারে। ধনু : পারিবারিক সুখ বজায় থাকবে। বহুদিন বাদে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মকর : ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা নিয়ে অযথা উতলা হবেন না। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির কথাবার্তা আজ পাকা হতে পারে। কুম্ভ : অপ্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিয়ে সঞ্চয়ের চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। মীন : আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ১১ চৈত্র, ১ এপ্রিল ২০২৬, ১৭ চ'ত, সংবৎ ১৪ চৈত্র সুদি, ১২ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।৪৮। বুধবার, চতুর্দ্দশী দিবা ৬।৩৫। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ৩।৫৩। বৃদ্ধিযোগ দিবা ২।৩৯। বণিজকরণ দিবা ৬।৩৫ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৬।৪২ গতে ববকরণ। জন্মে – কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৩।৫৩ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে – দ্বিপাদদোষ, দিবা ৩।৫৩ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ৬।৩৫ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৮।৩৮ গতে ১০।১০ মধ্যে ও ১১।৪২ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩৮ গতে ৪।৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিদ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মদনচতুর্দ্দশী (মদনভঞ্জী) ও মদনপুজো। পুর্ণিমার নিশিপালন। শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণব্রত। ব্যাংকের বার্ষিক হিসাব দিবস। অমৃতযোগ – দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ৩।২১ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।৩৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ – দিবা ১।৪১ গতে ৩।২১ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মাল্লাগুড়ির শ্রী সংকটমোচন মন্দিরে মহাবীর জয়ন্তীতে ভক্তদের ভিড়। ছবি : সূত্রধর

সাংসদকে গণধোলাইয়ের হুংকার

বেলাগাম ফজলুল

মনজুর আলম

চোপড়া, ৩১ মার্চ : ভোট মরশুমের রাজনীতিতে যেন শিষ্টাচার, শালীনতার আর কোনও বালাই নেই! প্রতিপক্ষকে আক্রমণের ভাষা নিত্যনতুন অধঃপতনের নজির ভাঙছে। তারই সাম্প্রতিক উদাহরণ চোপড়া।

মঙ্গলবার চোপড়ার কাঁচাকালী বাজার এলাকায় পরিস্থিতি ছিল থমথমে। এদিন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টকে 'গণধোলাই' দেওয়ার নিদান দেন তৃণমূল নেতা এবং চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক। সাংসদ রাজুকে একাধিকবার ফোন করা হয়। তিনি ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে, চোপড়ার বিজেপি প্রার্থী শংকর অধিকারী বলেন, 'তৃণমূল নেতারা এলাকায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে এমন মন্তব্য করছেন।' বিজেপির নির্বাচনি কনভেনার মিহির দাস বলেন, 'একজন সাংসদের বিরুদ্ধে তৃণমূল যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করছে তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো হবে।'

ঘটনার সূত্রপাত রবিবার বিকেলে। ভোটের প্রচারে পতাকা লাগানোকে কেন্দ্র করে বাজার এলাকায় দু'দলের বচসা বাধে। ক্রমে হাতাহাতি থেকে মারামারি এমনকি, রক্তারক্তির দিকে এগোয় ঘটনা। দু'পক্ষের মোট ১২ জন আহত হন বলে খবর। সোমবার রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ফলে মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল চার। মঙ্গলবার ওই দুজনকে ইসলামপুর আদালতে তোলা হয়। ধৃত বীরেন সিংহ ও মহম্মদ নামাজু এদিন আদালত থেকে ছাড়া পেয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

কাঁচাকালী বাজারে তৃণমূলের হাট মিছিলে ফজলুল হক। মঙ্গলবার।

রবিবারের ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার এলাকায় পৌঁছোন সাংসদ। বিজেপি সমর্থকরা ফের এমন আক্রমণের শিকার হলে, ঘরে ঢুকে মারার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। এরপর মঙ্গলবার মাঝিয়ালি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে হাট মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে সভা মঞ্চ থেকে ফজলুল বলেন, 'সাংসদ বলেছেন, ঘরে ঢুকে মারব। মাঝিয়ালি এলাকায় মানুষ এরপর তাঁকে দেখলে ঝাড়ু হাতে গণধোলাই দেবে।' যদিও পরে তিনি সাফাই দেন, 'সাংসদ নিজেই বারবার নিজেকে গুন্ডা বলে দাবি করেন। সেই প্রেক্ষিতে আমার এই মন্তব্য।'

অন্যদিকে, চোপড়া কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শংকরকে নিয়েও কটাক্ষ করা হয় সভায়। তৃণমূল নেতা গোপাল ভৌমিক বলেন, 'গণনার পর শংকরকে এলাকায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।' পরে তিনি দাবি করেন, 'কাউকে এলাকাছাড়া করার হুমকি দিইনি।' এছাড়া তৃণমূলের চোপড়া ব্লক কমিটির সহ সভাপতি জিয়ারুল হক প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'বিজেপির নেতা-কর্মীরা আদৌ গণনাকেন্দ্রে যাবেন তো?' পরে তিনিও সাফাই দিয়ে বলেন, 'আগের নির্বাচনগুলোয় বিজেপি এজেন্টরা সবসময় কাউন্টিং কেন্দ্রে থাকতেন না। তাই একথা বলেছি।'

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ সভাপতি অসীম বর্মন বলছেন, 'সাংসদ মূলত দুষ্কৃতীদের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছিলেন। আর তৃণমূল নেতারা সরাসরি যেভাবে সাংসদের বিরুদ্ধে গণপ্রহারের নিদান দিচ্ছেন আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি।'

পদ্ম যুব নেতা গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : পুরোনো মামলায় সোমবার রাতে দার্জিলিং থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল বিজেপির যুব নেতা সুপেন্দ্র প্রধানকে। দার্জিলিংয়ে বিজেপি প্রার্থীর হয়ে প্রচার করার সময়ই পুলিশ সুপেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে। রাতেই তাঁকে কালিম্পংয়ে পেডং থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ২০১৬ সালের পেডং থানার একটি মামলায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে গ্রেপ্তারির ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেছেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের পুলিশ বেছে বেছে বিরোধী পার্টির নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে।' পাহাড়ে তৃণমূলের জোটসঙ্গী ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, 'প্রশাসন তো এখন নির্বাচন কমিশনের অধীনে রয়েছে। রাজ্যের হাতে কোনও ক্ষমতা নেই। সাংসদই এটা বারবার বলছেন। তাহলে এই গ্রেপ্তারি নিয়ে কেন শাসকদলকে দায়ী করা হচ্ছে?'

পুলিশ জানিয়েছে, ২০১৬ সালে পেডংয়ে বেআইনি জমায়েত করার অভিযোগে ওই নেতার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রয়েছে। ওই মামলাতেই সোমবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিজেপি সূত্রের দাবি, রাতে দার্জিলিংয়ের প্রার্থী নমন রাইয়ের হয়ে প্রচার করছিলেন সুপেন্দ্র। সেখানেই পুলিশ পৌঁছে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। খবর সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই পাহাড়জুড়ে হইচই শুরু হয়ে যায়। বিজেপির আশঙ্কা, বেছে বেছে ভোটের আগে বিরোধী দলের আরও নেতা-নেত্রীকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। পুলিশ জানিয়েছে, নির্বাচনি বিধিনিষেধ কার্যকর হওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্তদের ধরার জন্য তৎপরতা শুরু হয়েছে। এটা নতুন কোনও প্রক্রিয়া নয়।

নাম বাদ পড়ায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

ফাঁসিদেওয়া ও নকশালবাড়ি, ৩১ মার্চ : ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার ঘটনায় দিকে দিকে বিক্ষোভ ছড়াচ্ছে। এনিয়ে বিধাননগর বুধারুগাঁও এলাকায় মঙ্গলবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ২৭/২১৯ নম্বর বুথে মোট ৮৯২ জন ভোটারের মধ্যে ৩২২ জনের নাম সাম্প্রতিক দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর আগে প্রথম পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের সময় ৩৪৪ জন ভোটারের নাম বিচারাধীন অবস্থায় রাখা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মাত্র ২২ জন ভোটারের নাম তালিকায় যুক্ত হয়েছে। প্রতিবাদে বাসিন্দারা এদিন স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের সামনে রাজ্য সড়ক সংলগ্ন এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অন্যদিকে, সিপিএম নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। দলের নকশালবাড়ি-মাটিগাড়া বিধানসভার প্রার্থী ঝরেন রায় বিক্ষোভে শামিল হন। সরকারি ছুটি থাকায় এদিন অবশ্য বিডিও অফিস বন্ধ ছিল।

বিধাননগর বুধারুগাঁও এলাকায় বিক্ষোভকারীদের দাবি, তালিকায় নাম না ফিরলে তাঁরা ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেবেন। সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলও'র নামও তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। বিএলও খাদিজা খাতুনের স্বামী নজরুল বলেন, 'আমার স্ত্রীর নাম কেন কাটা হল তার কোনও সদুত্তর নেই।' তাঁর সংযোজন, 'প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া সত্ত্বেও ৮৫ বছর বয়সি মহম্মদ জয়নুদ্দিনের মতো প্রবীণ নাগরিকের নাম বাদ পড়েছে।' স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য জোসনারা বেগম বলেন, 'ভোটারদের আশ্বস্ত করলে বিক্ষোভকারীরা শান্ত হন।'

অন্যদিকে, নকশালবাড়িতে সিপিএমের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে বিক্ষোভকারীরা কটাক্ষ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আগেই সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করেছেন। যার ফলে নির্বাচন কমিশন অনেকের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে বাধ্য হয়েছে। সিপিএমের এই দশ মিনিটের বিক্ষোভ নাটক ছাড়া কিছুই নেই।' বিজেপির দিলীপ বাড়ই বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএম মুদ্রার দুই পিঠ। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া তাদের আর কোনও কাজই নেই।' সিপিএম প্রার্থী অবশ্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, 'এসআইআর নিয়ে আমরা প্রথম থেকেই রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছি। সাধারণের স্বার্থে আগামীতেও করব।'

দিলীপের সাহায্যপ্রার্থী শংকর

উত্তরের ভোট-আয়না

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র দখলে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শংকর মালাকার দলীয় বিতর্কিত কাউন্সিলার দিলীপ বর্মনের দ্বারস্থ হলেন। এই কেন্দ্রে লক্ষাধিক ভোটার রাজবংশী হওয়াতেই দিলীপের সাহায্য চাইছেন শংকর। যদিও তাঁর বক্তব্য, 'দিলীপ আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। ও যদি আমার হয়ে একটু কাজ করে, খুব ভালো হয়। আমি আবার দিলীপের বাড়িতে গিয়ে কথা বলব।'

তবে শংকর যখন বন্ধুত্বের দাবি করছেন, তখন দিলীপ নিজের ফেসবুক পেজে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির কংগ্রেস প্রার্থী অমিতাভ সরকারের প্রচারের ভিডিও শেয়ার করেছেন। ফলে তলে তলে দিলীপ কংগ্রেসের হয়ে কাজ করছেন, জল্পনা চলছে।

কংগ্রেস প্রার্থীর ভিডিও শেয়ার করে কী বার্তা দিতে চাইছেন, প্রশ্ন হাসিমুখে এড়িয়ে শংকরের প্রস্তাব প্রসঙ্গে দিলীপ বলেছেন, 'আমি দলের হয়ে নির্বাচনে কাজ করব বলে দিয়েছি। এটাই চূড়ান্ত। শংকর মালাকার আসুন, না আসুন কিছুই যায় আসে না। তবে যা বলার ভোটের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পরেই বলব।' অন্যদিকে, দলের তরফে দিলীপকে তাঁর ওয়ার্ডে প্রচারে নিষেধ করা হয়েছে বলে খবর।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার দিলীপকে নিয়ে অনেকদিন ধরেই অস্বস্তিতে তৃণমূল। মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে বারবার সরব হয়েছেন তিনি। শহরে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গড়িমসি, বেআইনি নির্মাণে মদত দিয়ে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগও তিনি তুলেছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বোর্ড সভা, মেয়র পারিষদদের সভায় অনুপস্থিত থাকছেন।

এহেন দিলীপের ওয়ার্ডেই শিলিগুড়ি বিধানসভার সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছে। গত লোকসভা ভোটে এই ওয়ার্ডে বিজেপি প্রায় সাড়ে আট হাজার ভোটে লিড নিয়েছিল। এবার শিলিগুড়িতে তৃণমূল প্রার্থী গৌতমের কাছে মাথাব্যথার কারণ ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডই। যদিও দিলীপকে বাদ দিয়েই ওয়ার্ডে তৃণমূলের প্রচার চলছে। মঙ্গলবার সকালেও ওই ওয়ার্ডে প্রচারে গিয়েছিলেন গৌতম। দূর থেকে তাঁকে দেখেই প্রাতর্ভ্রমণ ছেড়ে বাড়ি ফিরে যান দিলীপ। যা দলের নেতা-নেত্রীদের নজর এড়ায়নি। দলীয় সূত্রের খবর, দিলীপকে এবার দলের হয়ে ওয়ার্ডে প্রচারে প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এরই মধ্যে সোমবার রাতে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী শংকর দিলীপের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কেন শংকর দিলীপের কাছে গেলেন? তৃণমূলের একাংশের বক্তব্য, দিলীপ মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনে প্রার্থী হওয়ার জন্য দলের কাছে দরবার করেছিলেন। প্রার্থী হওয়ার আশা নিয়ে তিনি ওই কেন্দ্রে এক বছরে প্রচুর সমাজসেবামূলক

মেয়র পারিষদ ঝুঁকে কংগ্রেসে

কাজকর্ম করেছেন। অনেককে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তাও দিয়েছেন।

এই বিধানসভায় মোট দুই লক্ষ ৭৭ হাজারের মধ্যে এক লক্ষের বেশি রাজবংশী ভোট রয়েছে। বিজেপি প্রার্থী রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় তৃণমূলের ভয় বেশি। ফলে এই রাজবংশী ভোট শংকরের পক্ষে টেনে আনা সম্ভব নয়। এর জন্যই রাজবংশী মুখ দিলীপকে সামনে রেখে ফায়দা তুলতে চাইছেন শংকর। তিনি বিষয়টি স্বীকারও করেছেন।

শংকর বলেছেন, 'প্রয়োজনে আবার যাব। দিলীপ আমার ছোট ভাইয়ের মতো। দিলীপ এখানে প্রার্থী হতে চেয়েছিল। আগামীদিনে নিশ্চয়ই প্রার্থী হবে। আমার এটাই শেষ ইনিংস। তাই সহযোগিতা চাই।' ওয়ার্ডে প্রচারে নামতে বারণ প্রসঙ্গে দিলীপের বক্তব্য, 'কয়েকজন বলতে এসেছিল। আমি বলে দিয়েছি এবার ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল ৬,০০০ ভোটে পিছিয়ে থাকবে।'

এখানেই তাঁবু খাটিয়ে থাকত যাযাবররা। ছবি : জয়দেব দাস

জঙ্গলে গণধর্ষণ

মেটেলি, ৩১ মার্চ : বান্ধবীর সঙ্গে দোকানে জিনিস কিনতে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তারপর বখাটেদের খপ্পরে পড়ে এক নাবালিকা। নাবালক বন্ধুটিকে বেঁধে রেখে বেধড়ক মারধর করা হয়। পরে সেই নাবালক বন্ধুর সামনেই তাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল মেটেলিতে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকেলে। পুলিশ ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় চার তরুণ ও এক নাবালককে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফরেন্সিক দলকে। রাতেই মেটেলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার মা।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামেন মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচা। সোমবার রাতে ইনডং বাগান এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত মোহিত ওরাওঁ, সুমিত ওরাওঁ, রাজেশ ওরাওঁ ও সুভাষ ওরাওঁকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়েছে। আর ধৃত নাবালককে পাঠানো হয়েছে জুভেনাইল আদালতে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু তরুণের

জলপাইগুড়ি, ৩১ মার্চ : ফের জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক তরুণের। সোমবার রাতে তিস্তা সেতু সংলগ্ন বালাপাড়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম দিলীপকুমার দাস (৩৮)। তিনি পাতকাটার বাসিন্দা ছিলেন। পরিবার সূত্রে খবর, তিনি আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মরত ছিলেন। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। কোতোয়ালি থানার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

গলা কেটে খুনের পর অভিযুক্তকে গণপিটুনি

গৌরহরি দাস ও কৌশিক বর্মন

কোচবিহার ও পুণ্ডিবাড়ি, ৩১ মার্চ : প্রথমে গলা কেটে খুন। তারপর খুনে অভিযুক্তকে পিটিয়ে খুন। ১৫-২০ মিনিটের ব্যবধানে পরপর দুটি খুনের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল বোকালিরমঠ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে এক তরুণকে গলা কেটে খুন করে এক যাযাবর তরুণ। পরে উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত ওই তরুণকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টা-৫টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পুণ্ডিবাড়ি থানার বোকালিরমঠের রেললাইন সংলগ্ন এলাকায়। গলা কেটে খুন করা হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা সুকুমার ভুঁইয়াকে। আর গণপিটুনিতে মৃত ব্যক্তির পরিচয় এদিন রাত অবধি জানা যায়নি। জোড়া খুনের খবর পেয়ে পুণ্ডিবাড়ি থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সুপার যশপ্রীত সিং বলেন, 'এখন পর্যন্ত পিটিয়ে খুনের ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে। আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি।'

বোকালিরমঠ এলাকার বাসিন্দা চন্দ্র ভুঁইয়া ও সুমা ভুঁইয়ার সন্তান সুকুমার। চন্দ্রদের তিন ছেলে এবং চার মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলেরা বাড়িতেই থাকেন। বাড়ির সামনে অনেকটা জমিজমা রয়েছে। সেই ফাঁকা জমির কিছুটা অংশে ১৫-২০ জন যাযাবর এসে তাঁবু টাঙিয়ে এক-দেড় মাস ধরে থাকছিলেন। গত কয়েক বছর ধরে এই সময়টায় সেই যাযাবররা আসতেন। এবারও চন্দ্রদের জমিতে

- প্রথমে এক তরুণকে গলা কেটে খুন করে এক যাযাবর তরুণ
- পরে বোকালিরমঠের উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত তরুণকেই পিটিয়ে মেরে ফেলে
- পিটিয়ে খুনের ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ

তাঁবু টাঙিয়ে কয়েকজন যাযাবর ছিলেন। তাঁরা এলাকার লোকজনের বাড়িতে নানা কাজকর্ম করে দিতেন। টুকটাক ধান-গম কিনে বিক্রি করে জীবিকানির্বাহ করতেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। কয়েকদিন আগে বাকি যাযাবররা সেখান থেকে চলে গেলেও একটি পরিবার রয়ে যায়। এক তরুণ তার বাবা-মাকে নিয়ে সেখানে তাঁবুতে থাকত। সেই তরুণই সুকুমারকে খুন করেছে বলে অভিযোগ।

মৃতের জ্যাঠতুতো ভাই সঞ্জয় ভুঁইয়া বলেন, 'দুই-চারদিন আগে ওই যাযাবর তরুণের বাবা-মা চিকিৎসা করাতে আলিপুরদুয়ারে গিয়েছিলেন। সেই তরুণ তাঁবুতে একাই ছিল। ওর সঙ্গে আমার দাদা সুকুমারের বন্ধুত্বের মতো সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। তারা প্রায়ই তাঁবুতে বসে গল্পগুজব করত। আড্ডা মারত। মঙ্গলবার বিকালে কাজকর্ম করে এসে দাদা ওই তাঁবুর ওখানে গিয়ে দুজনে মিলে গল্পগুজব করছিল। হঠাৎ তাদের মধ্যে ঝগড়া লাগে। তারপরই যাযাবর ওই তরুণ ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমার দাদার গলা কেটে দেয়।'

একই কথা বলেছেন মৃত সুকুমার ভুঁইয়ার বোন বুলবুলি ভুঁইয়াও। তিনি জানিয়েছেন, দাদা সুকুমারের বন্ধু হওয়ার সুবাদে সেই যাযাবর তরুণ মাঝেমধ্যে তাঁদের বাড়িতেও আসত। মঙ্গলবার বিকালে যখন ঘটনাটি ঘটে তখন তাঁরা বাড়িতেই ছিলেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল, ওই যাযাবর তরুণের তাঁবুতে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। তাঁবুর জিনিসপত্র সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

শিলিগুড়ি নিয়ে খোঁজ অভিষেকের

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : শিলিগুড়ির নির্বাচনি প্রস্তুতি নিয়ে খোঁজখবর নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে পৌঁছেই তিনি দলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল, শিলিগুড়ির প্রার্থী প্রবীণ তৃণমূল নেতা গৌতম দেব, জ্যোতিপ্রকাশ কানোড়িয়া সহ অন্যদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন। শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার কোথায় কেমন প্রচার হচ্ছে, কোথায় দলের পরিস্থিতি কেমন রয়েছে, সমস্তটাই খোঁজখবর নিয়েছেন অভিষেক। বুধবার রাজগঞ্জে দলীয় প্রার্থী স্বপ্না বর্মনের সমর্থনে জনসভা করবেন অভিষেক। সেই সভার জন্য মঙ্গলবারই করণদিঘির সভা শেষ করে তিনি শিলিগুড়িতে এসে মাল্লাগুড়ির একটি হোটেলে উঠেছেন। গৌতম বলেছেন, 'অভিষেকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। শিলিগুড়ির ভোটের প্রস্তুতি কেমন চলছে সেই বিষয়ে তাঁকে সমস্তটা জানিয়েছি।' আগামী ৬ এপ্রিল শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে গৌতম দেবের সমর্থনে অভিষেকের জনসভা করার কথা রয়েছে। যদিও গৌতম রাতে জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে ৬ এপ্রিল জনসভার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে। তবে, বুধবার বিষয়টি চূড়ান্ত হবে।

হাতির উৎপাত থেকে বাঁচান, বাহিনীকে আর্জি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩১ মার্চ : ভোট সংক্রান্ত কাজে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তা নিশ্চিত করতেই তাঁদের এলাকায় আগমন। আশপাশ এলাকায় তল্লাশিতে নামা। কিন্তু এক কাজের জন্য ময়দানে নেমে অন্য কাজের জন্য যে তাঁদের এভাবে ভোগান্তিতে পড়তে হবে তা ওঁদের কেউই ভাবতে পারেননি। ভোট দোরগোড়ায়। কিন্তু রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের আর্জি নয়, ওঁদের দিকে অনেকেরই কাতর আবেদন, 'এলাকায় হাতি, চিতাবাঘের বড্ড উৎপাত। কিছু করুন স্যর।' বুনো শুয়োরের উৎপাতে ফসলের ক্ষতির কথা জানিয়ে কেউ কেউ তো কেঁদেকেটে একাকার।

ভোটারদের আত্মবিশ্বাস অর্জনে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়মিত এখন গাঁ-গঞ্জ, চা বাগানে টহলদারি চালাচ্ছে। এলাকায় রুটমার্চ করার সময় বাহিনীর জওয়ানরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যার কথা জানতে

নাগরাকাটায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের টহল।

চাইছেন। কিন্তু সেই সমস্যার বাণে যে এভাবে হাতি, শুয়োর চলে আসবে তা হয়তো ওঁরা কেউ কল্পনাও করেননি। কীভাবে চিতাবাঘ এলাকা থেকে এক শিশুকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বলে যখন এক গ্রামবাসী বাহিনীর এক জওয়ানকে জানাচ্ছিলেন, তাঁকে রীতিমতো চোখ বড় বড় করে তা শুনতে দেখা গেল। যিনি সে কথা শোনাচ্ছিলেন, তাঁর গলা কেঁপে একাকার। বাহিনীর ওই জওয়ান তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। 'কীই বা করতে পারি!' বলে সহকর্মীকে অস্ফুটে বলতেও তাঁকে শোনা গেল।

ডুয়ার্সের বহু চা বাগান সহ জঙ্গল লাগোয়া এলাকাগুলি বরাবরই বন্যপ্রাণ উপদ্রুত। বুনোদের সঙ্গে মানুষের সংঘাত লেগেই থাকে। তবে রাজনৈতিক সহাবস্থানে কোনও সমস্যা নেই। কে ঘাসফুল আর কে পদ্মের, তা ভোটের সময়ও কারও বোঝার কিচ্ছুটি উপায় নেই। চায়ের দোকানে কিংবা পাড়ার নড়বড়ে কাঠের তক্তায় একসঙ্গে বসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে দিব্যি আড্ডা চলে। তবুও ভোট বলে কথা। নিয়ম মেনে আর পাঁচটা এলাকার মতো এখানেও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে। বাহিনীর সদস্যরা চা বাগান বা বস্তি এলাকাগুলিতে টহল দিচ্ছেন। এবারে কমিশন আলাদা উদ্যোগ নিয়ে বাহিনীকে বাংলা শিখিয়েছে। তা শিখে 'কেমন আছেন, কোনও সমস্যা আছে?' বলে জওয়ানরা বাসিন্দাদের কাছে জানতে চাইছেন। অনেক সময় সঙ্গে থাকা পুলিশকর্মীরা প্রশ্ন করতে বাংলা অনুবাদে সাহায্য করছেন। প্রত্যুত্তরে কী উত্তর আসছে তা ইতিমধ্যেই পাঠক জেনে গিয়েছেন।

নাগরাকাটার খয়েরবাড়ি এলাকার মকলেসার রহমান বলছিলেন, 'হাতিতে হামেশাই ফসল সাবাড় করে। হতাহতের ঘটনা ঘটে। তাই এখানে এসে কেউ সমস্যার কথা জানতে চাইলে অবধারিতভাবে এই কথা মুখে উঠে আসবেই।' কলাবাড়ি চা বাগানের পিন্টু ওরাওঁ নামে এক শ্রমিক বললেন, 'চিতাবাঘে আমাদের এখান থেকে দুটি শিশুকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। বরাতজোরে একজন প্রাণে বেঁচে যায়। ওই ঘটনার কথা কী আর সহজে ভোলা যায়!'

একপাশে গরুমারা ও অন্যদিকে ডায়নার জঙ্গল ঘেরা বামনডাঙ্গা-টন্ডু চা বাগানটি তো কার্যত বুনোদের ডেরা। সেখানেও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে একই সমস্যার কথা শুনতে হয়েছে। শুনে এক পুলিশ আধিকারিক বললেন, 'বুনোদের উপদ্রব এখানকার বড় সমস্যা বটেই। ভোটাররা সেটাই সবার সামনে তুলে ধরছেন।' সমস্যার সমাধানে তাঁরা কিছু করতে না পারায় ওই আধিকারিক তাঁদের আক্ষেপের কথাও জানিয়েছেন।

অন্ডাল ও দুর্গাপুর স্টেশনের মধ্যে কিছু মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের আংশিক বাতিল অব্যাহত

দুর্গাপুর স্টেশনের পরিবর্তে অন্ডাল স্টেশনে নিম্নলিখিত মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির লোকোমোটিভ রিভার্সাল ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সুতরাং, এই ট্রেনগুলি তাদের নির্ধারিত যাত্রাপথ আসানসোল-অন্ডাল-দুর্গাপুর-অন্ডাল-সাঁইথিয়া হয়ে চলার পরিবর্তে আসানসোল-অন্ডাল-সাঁইথিয়া হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলবে এবং অন্ডাল ও দুর্গাপুর স্টেশনের মধ্যে আংশিক বাতিল থাকবে।

(১) ১২৫৫১ এসএমভিটি, বেঙ্গালুরু-কামাখ্যা এসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪/০৪, ১১/০৪, ১৮/০৪, ২৫/০৪, ০২/০৫, ০৯/০৫, ১৬/০৫, ২৩/০৫, ৩০/০৫, ০৬/০৬, ১৩/০৬, ২০/০৬ ও ২৭.০৬.২০২৬ (শনিবার)]। **অন্ডালে থামার সময় ঃ** পৌঃ ২০.০০ ঘঃ, ছাঃ ২০.০১ ঘঃ। **(২) ১২৫৫২ কামাখ্যা-এসএমভিটি, বেঙ্গালুরু এসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০১/০৪, ০৮/০৪, ১৫/০৪, ২২/০৪, ২৯/০৪, ০৬/০৫, ১৩/০৫, ২০/০৫, ২৭/০৫, ০৩/০৬, ১০/০৬, ১৭/০৬ ও ২৪.০৬.২০২৬ (বুধবার)]। **অন্ডালে থামার সময় ঃ** পৌঃ ০৬.৪৫ ঘঃ, ছাঃ ০৬.৪৭ ঘঃ। **(৩) ১৩৪১৭ দীঘা-মালদা টাউন এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০২/০৪, ০৯/০৪, ১৬/০৪, ২৩/০৪, ৩০/০৪, ০৭/০৫, ১৪/০৫, ২১/০৫, ২৮/০৫, ০৪/০৬, ১১/০৬, ১৮/০৬ ও ২৫.০৬.২০২৬ (বৃহস্পতিবার)]। **অন্ডালে থামার সময় ঃ** পৌঃ ০৮.১০ ঘঃ, ছাঃ ০৮.১১ ঘঃ। **(৪) ১৩৪১৮ মালদা টাউন-দীঘা এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০২/০৪, ০৯/০৪, ১৬/০৪, ২৩/০৪, ৩০/০৪, ০৭/০৫, ১৪/০৫, ২১/০৫, ২৮/০৫, ০৪/০৬, ১১/০৬, ১৮/০৬ ও ২৫.০৬.২০২৬ (বৃহস্পতিবার)]। **অন্ডালে থামার সময় ঃ** পৌঃ ১২.৪৩ ঘঃ, ছাঃ ১২.৪৫ ঘঃ। **(৫) ১৩৪২৫ মালদা টাউন-সুরাট এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪/০৪, ১১/০৪, ১৮/০৪, ২৫/০৪, ০২/০৫, ০৯/০৫, ১৬/০৫, ২৩/০৫, ৩০/০৫, ০৬/০৬, ১৩/০৬, ২০/০৬ ও ২৭.০৬.২০২৬ (শনিবার)]। **অন্ডালে থামার সময় ঃ** পৌঃ ১৬.৪১ ঘঃ, ছাঃ ১৬.৪৩ ঘঃ। **(৬) ১৩৪২৬ সুরাট-মালদা টাউন এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬/০৪, ১৩/০৪, ২০/০৪, ২৭/০৪, ০৪/০৫, ১১/০৫, ১৮/০৫, ২৫/০৫, ০১/০৬, ০৮/০৬, ১৫/০৬, ২২/০৬ ও ২৯.০৬.২০২৬ (সোমবার)]। **অন্ডালে থামার সময় ঃ** পৌঃ ০০.০২ ঘঃ, ছাঃ ০০.০৪ ঘঃ। **(৭) ১৫৬২৯ তাম্বরম-শিলঘাট টাউন নগাঁও এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬/০৪, ১৩/০৪, ২০/০৪, ২৭/০৪, ০৪/০৫, ১১/০৫, ১৮/০৫, ২৫/০৫, ০১/০৬, ০৮/০৬, ১৫/০৬, ২২/০৬ ও ২৯.০৬.২০২৬ (সোমবার)]। **অন্ডালে থামার সময় ঃ** পৌঃ ০৩.৪১ ঘঃ, ছাঃ ০৩.৪২ ঘঃ। **(৮) ১৫৬৩০ শিলঘাট টাউন-তাম্বরম নগাঁও এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩/০৪, ১০/০৪, ১৭/০৪, ২৪/০৪, ০১/০৫, ০৮/০৫, ১৫/০৫, ২২/০৫, ২৯/০৫, ০৫/০৬, ১২/০৬, ১৯/০৬ ও ২৬.০৬.২০২৬ (শুক্রবার)]। **অন্ডালে থামার সময় ঃ** পৌঃ ০৮.১০ ঘঃ, ছাঃ ০৮.১১ ঘঃ। **(৯) ১৫৬৪০ কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫/০৪, ১২/০৪, ১৯/০৪, ২৬/০৪, ০৩/০৫, ১০/০৫, ১৭/০৫, ২৪/০৫, ৩১/০৫, ০৭/০৬, ১৪/০৬, ২১/০৬ ও ২৮.০৬.২০২৬ (রবিবার)]। **অন্ডালে থামার সময় ঃ** পৌঃ ১২.২০ ঘঃ, ছাঃ ১২.২২ ঘঃ। **(১০) ১৫৬৬১ রাঁচী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০১/০৪, ০৮/০৪, ১৫/০৪, ২২/০৪, ২৯/০৪, ০৬/০৫, ১৩/০৫, ২০/০৫, ২৭/০৫, ০৩/০৬, ১০/০৬, ১৭/০৬ ও ২৪.০৬.২০২৬ (বুধবার)]। **অন্ডালে থামার সময় ঃ** পৌঃ ০২.২১ ঘঃ, ছাঃ ০২.২৩ ঘঃ। **(১১) ১৫৬৬২ কামাখ্যা-রাঁচী এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭/০৪, ১৪/০৪, ২১/০৪, ২৮/০৪, ০৫/০৫, ১২/০৫, ১৯/০৫, ২৬/০৫, ০২/০৬, ০৯/০৬, ১৬/০৬, ২৩/০৬ ও ৩০.০৬.২০২৬ (মঙ্গলবার)]। **অন্ডালে থামার সময় ঃ** পৌঃ ০৬.৪৫ ঘঃ, ছাঃ ০৬.৪৭ ঘঃ। **(১২) ১৫৯২৯ তাম্বরম-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০২/০৪, ০৯/০৪, ১৬/০৪, ২৩/০৪, ৩০/০৪, ০৭/০৫, ১৪/০৫, ২১/০৫, ২৮/০৫, ০৪/০৬, ১১/০৬, ১৮/০৬ ও ২৫.০৬.২০২৬ (বৃহস্পতিবার)]। **অন্ডালে থামার সময় ঃ** পৌঃ ০৩.৪১ ঘঃ, ছাঃ ০৩.৪২ ঘঃ। **(১৩) ১৫৯৩০ নিউ তিনসুকিয়া-তাম্বরম এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬/০৪, ১৩/০৪, ২০/০৪, ২৭/০৪, ০৪/০৫, ১১/০৫, ১৮/০৫, ২৫/০৫, ০১/০৬, ০৮/০৬, ১৫/০৬, ২২/০৬ ও ২৯.০৬.২০২৬ (সোমবার)]। **অন্ডালে থামার সময় ঃ** পৌঃ ০৮.১০ ঘঃ, ছাঃ ০৮.১১ ঘঃ। **(১৪) ২২৬১১ এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল-নিউ জলপাইগুড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০১/০৪, ০৮/০৪, ১৫/০৪, ২২/০৪, ২৯/০৪, ০৬/০৫, ১৩/০৫, ২০/০৫, ২৭/০৫, ০৩/০৬, ১০/০৬, ১৭/০৬ ও ২৪.০৬.২০২৬ (বুধবার)]। **অন্ডালে থামার সময় ঃ** পৌঃ ১৬.৫৫ ঘঃ, ছাঃ ১৬.৫৭ ঘঃ। **(১৫) ২২৬১২ নিউ জলপাইগুড়ি-এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস** [যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩/০৪, ১০/০৪, ১৭/০৪, ২৪/০৪, ০১/০৫, ০৮/০৫, ১৫/০৫, ২২/০৫, ২৯/০৫, ০৫/০৬, ১২/০৬, ১৯/০৬ ও ২৬.০৬.২০২৬ (শুক্রবার)]। **অন্ডালে থামার সময় ঃ** পৌঃ ০৬.৪৫ ঘঃ, ছাঃ ০৬.৪৭ ঘঃ।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, আসানসোল

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বৃদ্ধা খুনে শিলিগুড়ি থেকে ধৃত জামাই

জলপাইগুড়ি, ৩১ মার্চ : মুণ্ডহীন বৃদ্ধার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতের নাম আলামিন হক। ধৃত ব্যক্তি মৃতের মেজো মেয়ের স্বামী। তিনি বৃদ্ধার ওই বাড়িতেই আলাদা ঘরে থাকতেন। ঘটনার পরদিন সকাল থেকেই আলামিন নিখোঁজ ছিলেন। সোমবার রাতে পুলিশ আলামিনকে শিলিগুড়িতে ভারতনগরের তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের জেরায় আলামিন স্বীকার করেন তিনি শাশুড়িকে গলা কেটে খুন করেছেন। কিন্তু কী কারণে শাশুড়িকে তিনি নৃশংসভাবে খুন করেছেন সেই বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে পুলিশকে জানাননি। ধৃতকে আদালতে পেশ করে নিজেদের হেপাজতে নেবে পুলিশ। খুনের পেছনে পারিবারিক জমি বিবাদ এবং কালাজাদুর কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বৃদ্ধাকে খুনের ঘটনায় আমরা তাঁর মেয়ের স্বামী আলামিন হককে গ্রেপ্তার করেছি। শাশুড়িকে খুন করেছেন সেটা আলামিন স্বীকার করেছেন। তবে পুলিশ এখনও বৃদ্ধার কাটা মুণ্ড এবং যে অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে সেটির খোঁজে তল্লাশি জারি রয়েছে। সেই সঙ্গে এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত রয়েছেন কি না সেটিও পুলিশ খতিয়ে দেখছে।'

গত শনিবার সকালে সদর ব্লকের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চেওর চণ্ডীকামাত এলাকায় সমিজা খাতুন (৭৩) নামে এক বৃদ্ধার মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার হয়। বাড়িতে যে ঘরে ঘুমোতেন সমিজা সেই ঘরের পেছনেই মুণ্ডহীন দেহ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরই ছোট ছেলে ইউসুফ আলি। পরবর্তীতে পরিবারের বাকি সদস্যরা ঘটনাটি জানতে পারেন। শনিবারই পুলিশ কুকুরের সাহায্যে এলাকায় কাটা মুণ্ডুর খোঁজে তল্লাশি চালায় পুলিশ। কিন্তু সেদিন কাটা মুণ্ডু উদ্ধার হয়নি। রবিবার ফের বৃদ্ধার কাটা মুণ্ডুর খোঁজে তল্লাশি শুরু করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। প্রথমে বাড়ি এবং গ্রামের একটা বড় অংশজুড়ে চিরুনি

জমি বিবাদ ও কালাজাদুর সন্দেহ

তল্লাশি চালায় পুলিশের একটি দল। পরবর্তীতে ড্রোনের মাধ্যমে গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় তল্লাশি চালায় পুলিশ।

এদিকে, ঘটনার পর রবিবার সকাল থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান আলামিন। ঘটনার পর হঠাৎ করে তাঁর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া পরিবারের বাকি সদস্যদের কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়। আলামিনের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি পরিবারের তরফে পুলিশকেও জানানো হয়। এরপরেই আলামিনের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে শিলিগুড়ির ভারতনগরে আলামিনের বাড়ির কথা পুলিশ জানতে পারে। সোমবার রাতে সেখান থেকেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে সম্প্রতি বৃদ্ধা তাঁর পৈতৃক ভিটার এক বিঘা জমি পেয়েছিলেন। যা তিনি পরিবারের দুই নাতির নামে লিখে দিতে চেয়েছিলেন। সেই জমি নিয়ে পরিবারের মধ্যে বিবাদ চলছিল। ওই জমি বিবাদের মধ্যে আলামিনও যুক্ত ছিলেন। যে কারণে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান বৃদ্ধাকে খুন করার পেছনে জমি বিবাদ থাকতে পারে। কিন্তু শরীর থেকে মুণ্ডুকে আলাদা করে এভাবে নৃশংসভাবে খুন কেন? শুধু তাই নয়, খুনের পর বৃদ্ধার মুণ্ডু সরিয়ে ফেলার পেছনেই বা কী কারণ থাকতে পারে, সেই উত্তর খুঁজতে গিয়ে পরিবারের এক সদস্যের সঙ্গে এলাকার এক তান্ত্রিকের যোগাযোগের কথাও পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। সেই তান্ত্রিক এলাকায় কালাজাদু করে থাকে বলে স্থানীয় সূত্রে পুলিশ জানতে পেরেছে। এই ঘটনার পেছনে তান্ত্রিক বা কালাজাদুর কিছু রয়েছে কি না তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

ফের জেল হেপাজতে দেবাংশু

ফাঁসির দাবি থেকে পিছোচ্ছেন মানু

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : শংকর ছেত্রী মৃত্যু কাণ্ডে নতুন মোড়। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া দেবাংশু পাল চৌধুরীর জামিনের ব্যাপারে মঙ্গলবার 'নো অবজেকশন'-এর অ্যাফিডেভিট দিয়েছেন শংকরের দিদি মানু শর্মা। এতদিন ফাঁসির সাজা দাবি করে আসা মানু আচমকা মামলা থেকে পিছিয়ে আসতে চাইছেন কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শুধু কি ব্যক্তিগত কারণে নাকি কোনওরকম চাপের মুখে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে।

গোটা ঘটনায় মানুর আইনজীবী অখিল বিশ্বাসই হতবাক। তাঁর বক্তব্য, 'আজ শংকর মৃত্যু মামলার শুনানি ছিল। আমরা একটি পিটিশন তৈরি করেছিলাম, যাতে দেবাংশুর বিরুদ্ধে খুনের ধারা যুক্ত করা হয়। মানুর অনুমতি নিয়েই এই পিটিশন করা হয়েছিল। যদিও হঠাৎ মানু মুখে কাপড় দিয়ে আদালতে এসে 'নো অবজেকশন'-এর অ্যাফিডেভিট তুলে দেন। ওই পিটিশন যেহেতু মানুর নামেই ছিল, সেকারণে ওই পিটিশন আর আমরা দাখিল করতে পারিনি।'

জল্পনার সূত্র ধরেই আইনজীবীর আশঙ্কা, 'ভয় দেখিয়ে কিংবা কোনও লাভজনক কিছুর পরিবর্তে মানুর মত পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করছেন মানু। তিনি বলছেন, 'এটা ঠিক আমি সরে আসছি। তবে কোনও কিছু লোভের বিনিময়ে নয়। আমার বাবা ও মা দুইজনেই অসুস্থ। সবাই বলছে, তিন মাসের মধ্যে দেবাংশুর এমনিতেই জামিন হয়ে যাবে। সেই কারণেই আমি এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।'

- দেবাংশুর জামিনের জন্য 'নো অবজেকশন'-এর অ্যাফিডেভিট দিয়েছেন মানু
- তবে, আহত তরুণীর পরিবার 'নো অবজেকশন' না দেওয়ায় দেবাংশুর জামিন নামঞ্জুর হয়েছে
- সমঝোতার জল্পনা, অস্বীকার মৃত শংকর ছেত্রীর দিদির

এদিকে, মানু 'নো অবজেকশন' অ্যাফিডেভিট দিলেও ঘটনার দিন শংকরের সঙ্গে থাকা আহত তরুণীর পরিবার 'নো অবজেকশন' না দেওয়ায় এদিন শুনানিতেও বেল হয়নি দেবাংশুর। ফের তাঁর জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আইনজীবী অখিল বিশ্বাস বলছেন, 'আমরা বিচারকের কাছে ওই অভিযুক্তের কাস্টডিয়ান ট্রায়ালের অনুরোধ করব। কারণ ওই অভিযুক্ত ভীষণ প্রভাবশালী। ভেতরে থেকেই যদি এরকম প্রভাব থাকে, তাহলে বাইরে বের হলে আরও প্রভাবিত করবেন।'

শংকরের মৃত্যু কাণ্ডে গোটা ঘটনার পাশাপাশি বারেবারেই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল দিদি মানুর লড়াই। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই ভাইয়ের হয়ে লড়াইয়ের প্রতিবাদী মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছেন মানু। প্রতি শুনানির দিনেই ভাইয়ের ছবি নিয়ে মহকুমা আদালতের মূল গেটের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এসে বসেছেন মানু। কখনও দোষীর ফাঁসির দাবি তুলেছেন। কখনও আবার অঝোরে কেঁদে গিয়েছেন। যা মন নাড়িয়ে দিয়েছে শহরবাসীর। সেই মানুর হঠাৎ করেই এধরনের সিদ্ধান্ত শোরগোল ফেলে দিয়েছে গোটা শহরে।

আইনজীবী অখিল বিশ্বাসের এদিনের অভিযোগের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন মানু। চোখে জল নিয়েই তিনি বলেন, 'আমি কোনও সমঝোতায় হাঁটিনি।' তবে এভাবে লড়াই থেকে সরে যাওয়া ও তাঁর এই বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলাটাই স্বাভাবিক। অখিল বোঝান, 'মানু কি তাহলে বলতে চাইছেন, অভিযুক্ত শংকরকে মারেননি? এটা সরকারি বাদীর করা মামলা। তাই মানুর মামলা থেকে সরে যাওয়ার উপায় নেই। তবে মানু অভিযুক্ত পক্ষের দিকে চলে গেলেন। আদালত চাইলে, মানুর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে পারে।'

আহ্লাদে আটখানা।। *ফালাকাটায় ছবিটি তুলেছেন জয়দীপ নাগ।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বংশীকে দুই কেন্দ্র পদ্মের

কোচবিহার ও সিতাই, ৩১ মার্চ : শেষপর্যন্ত নাটাবাড়ি ও সিতাই আসনটি বংশীবদন বর্মনকেই ছেড়ে দিল বিজেপি। বিষয়টি নিয়ে দলের অন্দরে কার্যত বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছে। দলের জেলা কার্যালয়ের পাশাপাশি সিতাইয়েও তুমুল বিক্ষোভে শামিল হয়েছে কর্মীদের একাংশ। নিজেদের দলে 'যোগ্য' নেতারা থাকতেও সম্প্রতি দলে আসা গ্রেটার নেতাদের কেন টিকিট দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন নীচুতলার কর্মীরা। নেতৃত্বের একাংশের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা গিয়েছে।

নাটাবাড়ি কেন্দ্রটি এতদিন বিজেপির দখলেই ছিল। এই কেন্দ্রটির প্রার্থী গ্রেটারকে ছেড়ে দেওয়ায় দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে। যদিও দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে যাঁদের প্রার্থী ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, আমরা তাঁদেরই মেনে নিচ্ছি। কারও ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকলে কথা বলে সমস্যা মেটানো হবে।'

শ্লীলতাহানি

কুমারগঞ্জ, ৩১ মার্চ : কুমারগঞ্জের সমজিয়া পঞ্চায়েতের ফকিরগঞ্জ এলাকায় রাস্তার ধারের ড্রেন বন করে দেওয়াল তোলার ঘটনায় মারধর, শ্লীলতাহানির অভিযোগ। সোমবার বিকেলে গোপেশ্বর বসাক নামে এক ব্যক্তি দেওয়াল তোলার কাজ করছিলেন। তখনই প্রতিবেশী এক মহিলা বাধা দিলে তাঁকে মারধর এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। ঘটনার জেরে মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পথেই গল্প।। *আলিপুরদুয়ারে কোর্ট এলাকায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।*

মঙ্গলবার ৫ ঘণ্টা বন্ধ বিমান চলাচল

রানওয়ে রক্ষায় সিদ্ধান্ত বাগডোগরায়

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৩১ মার্চ : সপ্তাহে একদিন করে বাগডোগরা বিমানবন্দরে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। এবার থেকে প্রতি মঙ্গলবার বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সব বিমান চলাচল বন্ধ থাকবে। এই সিদ্ধান্ত আগামী ২৩ জুন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম বলছেন, 'রানওয়ের ফ্রিকশন পরিমাপ করা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিমান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ, ফ্রিকশনের স্তর নির্ধারিত সীমার নীচে নেমে গেলে রানওয়ে পিচ্ছিল হয়ে যায়। নিরাপত্তার গুরুত্ব বিবেচনা করে রানওয়ের রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি।'

ডিরেক্টরের কথায়, '৫ ঘণ্টা বিমান চলাচল বন্ধ থাকার বিষয়টি আগাম বিমান সংস্থাগুলোকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিমান সংস্থাগুলো সেই মতো শিডিউল তৈরি করলে যাত্রীদের সমস্যা তেমন হবে না বলে মনে করছি।'

সূত্রের খবর, বাগডোগরা বিমানবন্দরের তরফে রানওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিমান চলাচল বন্ধ থাকবে বলে জানানো হলেও এর পিছনে অন্য কারণ লুকিয়ে রয়েছে। সামরিক বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ সহজে মিটবে এমনটা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ভারত ইতিমধ্যে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। আর বাগডোগরা বিমানবন্দর অসামরিক এবং সামরিক দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতরও। চিকেন নেককে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রক। এজন্যই রানওয়ের মেরামত করা খুব জরুরি বলে বায়ুসেনার এক আধিকারিক জানিয়েছেন। বাগডোগরা বিমানবন্দর এবং বায়ুসেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, কন্টিনিউয়াস ফ্রিকশন মেজারিং ইকুইপমেন্ট (সিএফএমই) ব্যবহার করে রানওয়েতে টায়ারের গ্রিপ পরিমাপ করা হয়। রানওয়েতে টায়ারের জমা হওয়া রবারের স্তর পরীক্ষা করা হয়। এর ডেটা এটিসি এবং পাইলটদের জানানো হয়। ফ্রিকশন কম থাকলে মেরামত করা হয়। অর্থাৎ ব্রেকিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই এই মেরামত।

- প্রতি মঙ্গলবার বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সব বিমান চলাচল বন্ধ থাকবে
- এই সিদ্ধান্ত আগামী ২৩ জুন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে
- রানওয়ের ফ্রিকশন পরিমাপ করা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই সিদ্ধান্ত বলে দাবি

বাগডোগরা বিমানবন্দরে একটি আন্তর্জাতিক ছাড়া সবই অন্তর্দেশীয় বিমান চলাচল করে। ভায়া বাগডোগরা একটি বিমান ভুটানের পারো এবং ব্যাংককের মধ্যে চলাচল করে। সবমিলিয়ে প্রতিদিন গড়ে ৩৬ জোড়া অসামরিক বিমান চলে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বিমান চলাচল করে। বিমানবন্দরের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থার যত বিমান চলাচল করত, সবক'টিই বাতিল করা হয়েছে। ফলে অন্য দিনের তুলনায় মঙ্গলবার বিমান চলাচল কমেছে। তবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেওয়ায় যাত্রীদের কোনও সমস্যা হয়নি বলে দাবি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের।

প্রতীক বিভ্রাটে পাহাড়ের শাসকদল

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : ভোটের ময়দানে নির্বাচনি প্রতীক একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা ভোটারদের একটা বড় অংশ প্রার্থীর নাম নয়, প্রতীক দেখেই নিজের ভোটটা দেয়। পাহাড়ে ভোটের ময়দানে প্রতীক নিয়েই অস্বস্তিতে এখানকার শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)। তাদের 'মোমবাতি' জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তালিকাভুক্ত না হওয়ায় প্রতীক বদল করতে বাধ্য হচ্ছে অনীত থাপার পার্টি। অনীত এদিন জানিয়েছেন, শীঘ্রই দলের নতুন প্রতীক ঘোষণা করা হবে।

দল গঠনের পর গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ), পঞ্চায়েত, পুরসভা ভোটে লড়লেও বিধানসভা ভোটে এবারই প্রথম লড়াইতে নেমেছে বিজিপিএম। জিটিএ, পঞ্চায়েত ও পুরসভা ভোটে 'মোমবাতি' প্রতীকে লড়েছে অনীতের পার্টি। এই ভোটগুলি রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে পরিচালনা করা হয়। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তালিকায় নির্দল প্রার্থীর জন্য 'মোমবাতি' প্রতীকটি রয়েছে। ফলে গত কয়েক বছরে বিজিপিএমের সঙ্গে 'মোমবাতি'-র একটা যোগসূত্র তৈরি হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু বিধানসভা ভোট জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আওতাধীন। সেখানে নির্দল হিসাবে লড়াইতে নামা রাজনৈতিক দলগুলির জন্য যে ১৮৪টি প্রতীক রয়েছে সেখানে 'মোমবাতি' নেই। ফলে পাহাড়ের তিনটি আসনে প্রার্থীদের প্রতীক বদল করতে হচ্ছে। ফলে বিজিপিএমের মধ্যেও ভোটের মুখে মানুষকে নতুন প্রতীকের সঙ্গে পরিচয় করানো, তাঁদের বোঝানো কতটা সম্ভব হবে সেই প্রশ্ন উঠেছে।

অনীত থাপা মঙ্গলবার প্রতীক বদলের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সামনে এনেছেন। তিনি বলেছেন, 'জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে 'মোমবাতি' প্রতীক নেই। ফলে আমাদের অন্য কোনও প্রতীকে এবার লড়তে হবে। শীঘ্রই দলের তরফে নতুন প্রতীক সম্পর্কে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই মতো তিনটি বিধানসভাতেই প্রচার করতে হবে।' বুধবার বিজিপিএম কার্সিয়াং এবং কালিম্পং আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেবে। দার্জিলিংয়ের প্রার্থী বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র পেশ করবেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁশি, টর্চলাইটের মধ্যে যে কোনও একটি প্রতীক নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে, ঠিক কোন প্রতীক পাওয়া যাবে সেটা মনোনয়নপত্র পরীক্ষা এবং প্রত্যাহারের পরে অর্থাৎ ১০ এপ্রিল। তার পরেই দলের প্রতীক নিয়ে তিনটি বিধানসভায় প্রচার করবে বিজিপিএম।

প্রচার শুরু দেরিতে, মানছেন কং প্রার্থী

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : দেরি অনেকটা হলেও, ভোটের আগে সমস্ত এলাকায় পৌঁছে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করলেন শিলিগুড়ি কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অলোক ধাড়া। শুরু করে দিয়েছেন বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাওয়া। ভোট ঘোষণার আগে থেকেই তৃণমূল, বিজেপি ও সিপিএম দেওয়াল দখল শুরু করেছিল। প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর পুরোমাত্রায় শুরু হয় দেওয়াল লিখন। সেখানে শিলিগুড়িতে মঙ্গলবারই প্রথম কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন শুরু হল। হাতে আরও কিছুটা বাড়তি সময় পেলে ভালো হত, স্বীকার করে নিচ্ছেন অলোক।

তিনি বলছেন, 'প্রচারে বেরিয়ে দেখছি, মানুষ আপন করে নিচ্ছেন। আমাদের বক্তব্য তাঁদের কাছে তুলে ধরছি। কিছুদিন আগে থেকে প্রচার শুরু করতে পারলে, আরও ভালো হত। তবে হাতে যতদিন সময় রয়েছে, তার মধ্যেই ঘাটতি পূরণে দিনরাত প্রচার চালাব। মানুষ যে এবার সরকার পরিবর্তন করতে চাইছে, সেটা একপ্রকার স্পষ্ট।'

রবিবার কংগ্রেস হাইকমান্ড রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করে। তবে

দেরি নিয়ে বেশি চিন্তা করতে নারাজ অলোক। এদিন পুরনিগমের ২৯ ও ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে ভোট প্রচার করেন তিনি। দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সুবীন ভৌমিক। এদিন সন্ধ্যায় হিলকার্ট রোডে প্রচার সারেন অলোক। এদিকে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির কংগ্রেস প্রার্থী রোহিত সিং সিসোদিয়া ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন কলোনিতে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে বাসিন্দাদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। তার আগে তিনি হায়দরপাড়াতে একটি নির্বাচনি কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন। অংশ নেন এখানকার একটি মিছিলে। পুরনিগমের সংযোজিত এলাকায় তাঁর বিশেষ নজর রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও এই বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি তেমন মজবুত নয়। রোহিত বলছেন, 'সীমিত সাংগঠনিক শক্তি নিয়ে আমরা প্রচার শুরু করছি। তার আগে নিজেরা বৈঠক করে নিচ্ছি। ৪ এপ্রিল মনোনয়নপত্র জমা করতে হবে। সেই মতো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জোগাড় করে রাখতে হচ্ছে।'

সাংবাদিক বৈঠকে সুকান্ত মজুমদার। ছবি : সূত্রধর

উত্তরের বঞ্চনাই ফের অস্ত্র সুকান্তর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : বিধানসভা ভোটের আগে আবার উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার অভিযোগে শান দিচ্ছে বিজেপি। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার শিলিগুড়িতে উত্তরের বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব হন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে উত্তরের নিরাপত্তায় রাজ্যের তৃণমূল সরকারের উদাসীনতার অভিযোগ তোলেন তিনি। সুকান্ত বলেন, 'পদে পদে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করা হয়েছে। জনগণনার হিসেব অনুসারে জনপ্রতি বরাদ্দ উত্তরের মানুষের জন্য অনেকটাই কম। এর জবাব উত্তরের মানুষ দেবেন।' চিকেন নেক-এর নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজে বাধা দেওয়ার মূলেও তৃণমূলকে দায়ী করেছেন সুকান্ত। তাঁর বক্তব্য, 'সেবকের করোনেশন সেতুর কাজ আটকে রয়েছে রাজ্য সরকারের জমি না দেওয়ার কারণে।'

তবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির মন্ত্রী, নেতাদের অনেকেই উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার প্রতিবাদে আলাদা রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবিতে সরব হয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেই দাবির পক্ষে সম্মত হয়নি। ফলে পদ্মের রাজ্য নেতারাও আর রাজ্য ভাগের দাবি তুলতে সাহস পাননি। ফলে উত্তরবঙ্গে ভোটে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করছেন বিজেপি নেতাদের অনেকে। কারণ, আলাদা রাজ্য কিংবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবির সঙ্গে উত্তরের মানুষের ভাবাবেগ জড়িত রয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা।

তবে রাজ্য ভাগের দাবি দক্ষিণবঙ্গের মানুষ ভালোভাবে নেননি বলে দাবি। সেই রাজনীতি মেলাতে গিয়ে দলকে রাজ্য ভাগের দাবি থেকে পিছিয়ে যেতে হয়েছে বলে মনে করছেন বিজেপির অনেক নেতাই। তাদের দাবি, উত্তরের মানুষের বঞ্চনা তো কমেনি। রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলছেন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষ যে বঞ্চিত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু রাজ্য ভাগের পক্ষে আমরা নই।' দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, 'বিজেপি ভাগে বিশ্বাসী। আমরা রাজ্য ভাগ করতে দেব না।'

> **পদে পদে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করা হয়েছে। জনগণনার হিসেব অনুসারে জনপ্রতি বরাদ্দ উত্তরের মানুষের জন্য অনেকটাই কম। এর জবাব উত্তরের মানুষ দেবেন।**
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

ভোট আসে ভোট যায়, হাল ফেরে না মাছ বাজারের

জনতার কণ্ঠ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৩১ মার্চ : দূর থেকে দেখলে কোনও পোড়ো বাড়ি বলে মনে হতেই পারে। তিনতলা ভবনের দেওয়ালে গাছ গজিয়ে গিয়েছে। চারিদিকে আবর্জনা ডাঁই হয়ে আছে। তবে এখানেই প্রতিদিন মাছ কিনতে আসেন চিন্তামণি মিঞ্জ। ভবনের দোতলায় মাছ বাজারে উঠতে হয় প্রায় প্রাণ হাতে করে। সিঁড়ি বেয়ে মাছ বাজারের নোংরা জল নামায় পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছে। সেখান দিয়ে খুব সাবধানে উঠতে হয়, না হলেই পা পিছলে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে বলে জানালেন চিন্তামণি।

একই অভিজ্ঞতা হয়েছে আরেক ক্রেতা মহম্মদ রেহানের।

বিধানসভা ভোটের মুখে নকশালবাড়ি মাছ বাজারের নরকযন্ত্রণা নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ আরও বাড়ছে। নকশালবাড়ির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই বাজারের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রেতা, সকলেই। ভোট আসে ভোট যায়, কিন্তু মাছ বাজারের তিনতলা ভবনের হাল বদলায় না। স্থানীয়রা অভিযোগ করছেন, বিধায়ক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বাজারের হাল ফেরেনি।

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ডিস্ট্রিক্ট ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-এর সহযোগিতায় ২০০০ সালে নকশালবাড়ি মাছ বাজার উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। তিনতলা মার্কেটের নীচের তলায় রয়েছে ১১টি দোকান। যার মধ্যে কাপড়ের দোকান, হোটেল, পানের দোকান রয়েছে। এর ওপরের তলাতেই মাছ, মাংসের বাজার, সেখানে ৬৫টি দোকান আছে। আর তিনতলার দোকানগুলি শুরু থেকেই খালি পড়ে রয়েছে। সেগুলি কেউই ভাড়া নিতে চাননি। গোটা বাজারে নেই শৌচালয়। এমনকি আবর্জনা ফেলার জায়গাও নেই। ফলে মাছ বাজারের সব আবর্জনা জমতে জমতে স্তূপাকার হয়ে গিয়েছে। এতে নীচের তলার দোকানদাররা বেজায় বিপাকে পড়েছেন। সমর ভাওয়াল নামে এক দোকানদার বলছেন, 'বৃষ্টি হলে নীচের তলায় হাঁটুসমান জল জমে যায়। ফলে কোনও ক্রেতা নীচের তলার দোকানগুলিতে আসতে চান না। এর ফলে আমাদের ব্যবসার প্রচুর ক্ষতি হয়। তার ওপর মার্কেটের নীচের তলাটি আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। দুর্গন্ধে টেকা যায় না। নাক চেপে পেটের খাতিরে দোকান খুলে বসতে হয়।'

আবর্জনার স্তূপ মাছ বাজারে। নকশালবাড়িতে।

যদিও বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন সব দায় রাজ্যের শাসকদলের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। তিনি বলছেন, 'নকশালবাড়ির এই বাজারের উপর হাজার হাজার মানুষের পেট চলে। অথচ এই মাছ বাজারই বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আমরা ক্ষমতায় নেই। বিধায়কের ফান্ড দিয়ে কিছুই হবে না। তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় থাকলেও এসব নিয়ে কিছুই ভাবেনি। আমরা ক্ষমতায় এলে নকশালবাড়ি বাজারের পরিকাঠামোর উন্নয়নে জোর দেব।'

আবার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তৃণমূলের বিশ্বজিৎ ঘোষ বলছেন, 'বাম আমলে তৈরি মাছ বাজারটি নকশালবাড়ির জনগণের কাছে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে আমরা নিকাশিনালা সংস্কারের ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু বিধায়ক, সাংসদ আশ্বাস দিয়েও কোনও কাজ করেনি। আমাদের প্রার্থী জিতলে এবার প্রথম কাজ হবে মাছ বাজারের সংস্কার করা।' স্থানীয় বাসিন্দা দিলু দত্ত বলছেন, 'আবর্জনা জমে থাকায় দোকান, বাজারে যাওয়াই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। আমরা এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু কিছু কাজ হয়নি।'

ব্যালটের আর্জি

বাস ও মিনিবাসকর্মীদের জন্য পোস্টাল ব্যালটের আর্জি জানিয়ে সিইও দপ্তরে চিঠি দিল পশ্চিমবঙ্গ বাস ও মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। ভোটাধিকার নিশ্চিত করার আবেদন করেছেন তাঁরা।

৬ দফা দাবি

আরজি কর মেডিকেল কলেজে পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলে কর্তৃপক্ষের কাছে ৬ দফা দাবি তুললেন স্টুডেন্ট বডি। মেয়েদের হস্টেল থেকে চাঙর ভেঙে পড়া সহ অন্য হস্টেলগুলির অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তাঁদের।

‘বিকৃত ছবি’

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর ছবি বিকৃত করে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার অভিযোগে মঙ্গলবার পুলিশের দ্বারস্থ হল সিপিএম। পুলিশ কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন শমীক লাহিড়ি।

হামলায় ধৃত

মধ্যমগ্রাম পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কাউন্সিলারের বাড়িতে হামলার অভিযোগ বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। কোনও মতে প্রাণে বাঁচেন কাউন্সিলারের স্ত্রী। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

খামখেয়ালি আবহাওয়া... *কলকাতায়। মঙ্গলবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

অফিসার রদবদলের জোড়া মামলা খারিজ

বিমাতৃসুলভ আচরণ নয় : হাইকোর্ট

রিমি শীল

কলকাতা, ৩১ মার্চ : রাজ্যের হাইপ্রোফাইল আইএএস এবং আইপিএস কর্তাদের বদলি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে এখনই কোনও হস্তক্ষেপ করছে না কলকাতা হাইকোর্ট। ফলে নবান্নের অস্বস্তি বাড়িয়ে আধিকারিকদের ওই বদলি আপাতত বহালই থাকছে। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, ‘বদলি মানেই বিমাতৃসুলভ আচরণ নয়।’

নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনজীবী অর্ক কুমার নাগ এবং আরও কয়েকজন পৃথক দুটি জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন। ২৬৭ জন বিডিও থেকে শুরু করে আইসি, ওসি-দের বদলি বাতিলের আর্জিও জানানো হয়েছিল। কিন্তু আদালত সেই সব আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ‘এই বদলি সাময়িক। এর ফলে গোটা প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়ে যাবে তা প্রমাণ করা যায়নি। কমিশন কাউকে বদলি করলেই তাকে প্রতিহিংসা বা বিমাতৃসুলভ আচরণ বলা যায় না। অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট করাতে কমিশনের এই ক্ষমতা রয়েছে এবং তারা যে আইন মেনে কাজ করেনি, তা মামলাকারীরা প্রমাণ করতে পারেননি।’

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ

- প্রতিটি বদলির কারণ ব্যাখ্যা করতে বাধ্য নয় নির্বাচন কমিশন
- ভোটের সময় অপসারণ করলে কারণ দর্শাতেই হবে, এমন নয়
- অল্প সময়ের জন্য বদলি করা হচ্ছে, চাকরিজীবনের অঙ্গ বদলি
- বদলি মানেই কমিশনের উদ্দেশ্য খারাপ, এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়
- কমিশন নির্দিষ্ট এক্তিয়ারের বাইরে কাজ করলে পদক্ষেপ করা যায়
- এই বদলি সরাসরি জনস্বার্থের ক্ষতি করেনি
- বদলির নেপথ্যে রাজনৈতিক কারণ আছে, সেই দাবির প্রমাণ নেই

১৫ থেকে ১৯ মার্চের মধ্যে রাজ্যের ৪৬ জন উচ্চপদস্থ কর্তাকে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন। মামলাকারীদের অভিযোগ ছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই বদলি। এমনকি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্ট সেই যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে জানায়, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ বা তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যেও প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিপুল বদলি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ কোনও ব্যতিক্রম নয়।

আদালত আরও জানিয়েছে, কমিশন কেন বদলি করছে তার ব্যাখ্যা দিতে তারা বাধ্য নয়। যদি কোনও আধিকারিক মনে করেন তাঁর ব্যক্তিগত আইনি অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তবে তিনি আলাদাভাবে মামলা করতে পারেন। আপাতত হাইকোর্টের এই রায়ে ভোটের মুখে বড়সড় ধাক্কা খেল রাজ্যের শাসকদল। তবে সূত্রের খবর, এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা এবার সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছাতে পারে।

চর্চা বকেয়া ডিএ নিয়ে

আজ নবান্নে জরুরি বৈঠক

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩১ মার্চ : সরকারি কর্মচারীদের একাংশ হাতে পেলেও, শিক্ষক থেকে শুরু করে পুরসভা-পঞ্চায়েতের কর্মীদের পকেটে এখনও ঢোকেনি বকেয়া মহার্ঘ ভাতা। এই নিয়ে যখন পাহাড় থেকে সমতল ক্ষোভ ফুঁসছে, ঠিক তখনই 'ড্যামেজ কন্ট্রোলে' নামল নবান্ন। জট কাটাতে বুধবার অর্থ দপ্তরে ডাকা হয়েছে হাইভোল্টেজ জরুরি বৈঠক। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের গ্রুপ-এ, বি এবং সি ক্যাটাগরির কর্মীদের বকেয়া ডিএ তাঁদের জিপিএফ অ্যাকাউন্টে জমা পড়া শুরু হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার পর্যন্ত গ্রুপ-ডি কর্মীরা নগদে সেই টাকা পাননি। আরও বড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলে রয়েছে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পুরসভা, পঞ্চায়েত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কয়েক লক্ষ কর্মীর ভাগ্যে। বকেয়া পাওয়ার দাবিতে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে তাঁদের জন্য আশার আলো দেখাচ্ছে অর্থ দপ্তর।

নবান্ন সূত্রে খবর, বুধবারের বৈঠকে স্কুল ও উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত, পরিবহণ, সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা দপ্তরের সচিবদের জরুরি ভিত্তিতে তলব করা হয়েছে। হাজির থাকতে বলা হয়েছে বিভাগীয় হিসাবরক্ষকদেরও। কোন দপ্তরে কতজন কর্মী, কার কত টাকা বকেয়া— সেই গাণিতিক হিসেব কষতেই এই তৎপরতা।

- মঙ্গলবার পর্যন্ত গ্রুপ ডি কর্মীরা নগদে ডিএ পাননি
- আরও বড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলে রয়েছে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পুরসভা, পঞ্চায়েত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কয়েক লক্ষ কর্মীর ভাগ্যে

রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এর পিছনে রয়েছে জোড়া চাপ। প্রথমত, মুখ্যমন্ত্রী আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি শিক্ষক ও অন্যান্য স্বশাসিত সংস্থার কর্মীরাও বকেয়া পাবেন। দ্বিতীয়ত, আগামী ১৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানি রয়েছে। কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর আগে নবান্ন নিজেদের ‘ক্লিন ইমেজ’ তুলে ধরতে চাইছে। এখন দেখার, বৈঠকের পর বকেয়া ডিএ কর্মীদের অ্যাকাউন্টে ঢোকে, নাকি শুধুই ‘হিসেব নিকেশের’ গোলকধাঁধায় আটকে থাকে।

বাংলা দখলে লক্ষ্মীদের নিয়ে টানাপোড়েন

কলকাতা, ৩১ মার্চ : ভারতের অন্যান্য রাজ্যে রাজনীতির ছবিটা যেমনই হোক, পশ্চিমবঙ্গের ভোটে তুরুপের তাস যে মহিলারা, সেটা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। যদিও দেশের অন্য রাজ্যগুলিতে এখন মহিলা ভোটব্যাংকের প্রভাব বাড়ছে। বাংলায় এবার সাত কোটি যোগ্য ভোটারের মধ্যে প্রায় ৩.৪৪ কোটি মহিলা। শুধু সংখ্যার বিচারে নয়, বুথমুখো হওয়ার ক্ষেত্রেও মহিলারা শাসক এবং বিরোধী- উভয়ের কাছে ‘এক্স ফ্যাক্টর’। এই প্রভাবশালী ভোটব্যাংক কোন পক্ষে ঝুঁকছে, তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে বাংলার জনাদেশ।

মহিলা ভোটারদের একটা বড় অংশ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পকে সামনে রেখে এই সাফল্য পেয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের প্রতি মাসে দেড় হাজার আর এসসি-এসটি মহিলাদের ১৭০০ টাকা করেছে রাজ্য সরকার। প্রায় আড়াই কোটি মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ওই ভাতা পৌঁছে যাচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে যা নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। যার ফসল তুলছে তৃণমূল।

সিএসডিএস-লোকনীতির সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ৫৩ শতাংশ মহিলা ভোট তৃণমূলের ঝুলিতে গিয়েছে, যা ২০১৯-এর তুলনায় ১১ শতাংশ বেশি। দান-খয়রাতি নিয়ে যতই প্রশ্ন উঠুক, তৃণমূল নেত্রীর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মহিলা ক্ষমতায়নে সহায়ক হয়ে উঠেছে। বাংলার দেখাদেখি তাই একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে ভিন্ন নামে অনুরূপ প্রকল্প চালু হয়েছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সাফল্য দেখে গেরুয়া শিবির আশ্বাস দিচ্ছে, তারা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে ভাতার অঙ্ক বাড়িয়ে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার মহিলা ভোটব্যাংক দখলের চাবিকাঠি হলেও মুদ্রার অপর পিঠ আছে। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, এসআইআর-এ রাজ্যে মহিলা ভোটারের সংখ্যা কমে গিয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, গত ১০ বছরে এই প্রথম রেকর্ড সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গে মহিলা ভোটার কমেছে।

২০২১ সালে রাজ্যে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ। গত লোকসভা ভোটে সেটা বেড়ে হয়েছিল ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ। কিন্তু ২০২৬ সালে এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকায় সেই সংখ্যা কমে হয়েছে ৩ কোটি ১৬ লক্ষ। শুধু তাই নয়, দফায় দফায় যে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তাতেও সংখ্যা বেশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং মহিলা ভোটারদের। ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’র অজুহাতে বহু মহিলার নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্পকে সামনে রেখে তৃণমূল যেমন মহিলা ভোটব্যাংককে সংহত করেছে, তেমনই নাম বাদ পড়ার কারণে এই ভোটব্যাংক শাসক শিবিরের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

- বাংলায় এবার সাত কোটি যোগ্য ভোটারের মধ্যে প্রায় ৩.৪৪ কোটি মহিলা
- শুধু সংখ্যার বিচারে নয়, বুথমুখো হওয়ার ক্ষেত্রেও মহিলারা শাসক, বিরোধী-- উভয়ের কাছেই এক্স ফ্যাক্টর
- এই প্রভাবশালী ভোট ব্যাংক কোন পক্ষে ঝুঁকছে, তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে বাংলার জনাদেশ

হোটেলের সামনে অ্যারেস্ট শিল্পপতি পবন রুইয়া

কলকাতা, ৩১ মার্চ : এক সময় জেসপ-ডানলপের ভাগ্যবিধাতা হিসেবে পরিচিত শিল্পপতি পবন রুইয়া ফের শ্রীঘরে। মঙ্গলবার নিউ টাউনের একটি হোটেলের সামনে থেকে ৬০০ কোটি টাকার সাইবার প্রতারণা মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখা। গত বছর ইকো পার্ক থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলার তদন্তে নেমেই এই রাঘববোয়ালকে জালে তুলল পুলিশ। অভিযোগ, দেশজুড়ে চলা কয়েক হাজার অনলাইন জালিয়াতির টাকা পবন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্টে এবং তাঁদের তৈরি একাধিক ভুয়ো সংস্থায় জমা রাখা হয়েছে।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই চক্রের জাল এতটাই বিস্তৃত যে প্রায় ১,৯০০ ভুক্তভোগী ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম পোর্টালে রুইয়া পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে ৩১৫ কোটি টাকার হদিস মিললেও বর্তমানে জালিয়াতির অঙ্ক ৬০০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, কলকাতার সৈয়দ আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের ‘রুইয়া সেন্টার’ থেকেই গোটা নেটওয়ার্ক পরিচালিত হত। এই মামলায় পবনের পাশাপাশি তাঁর ছেলে রাঘব ও মেয়ে পল্লবীর নাম জড়িয়েছে। এর আগে ২০১৬ সালে জেসপে চুরির মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন তিনি। হাই কোর্ট থেকে শর্তসাপেক্ষ জামিন পেলেও এবার শেষরক্ষা হল না। পবন রুইয়ার গ্রেফতারিতে রাজ্যের শিল্প মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিতর্কে দিলীপ

কলকাতা, ৩১ মার্চ : বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ে না দিলীপ ঘোষের। জল সমস্যা নিয়ে বলতে গিয়ে এবার ভোট প্রচারে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করলেন খড়গপুর সদরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ। বললেন, ‘এখানে অধিকাংশ সময় জল মেলে না। মিললে তাও নোংরা। কালো কালো, ঠিক তৃণমূলের কাউন্সিলরের মতো।’ মন্তব্যের জেরে তীব্র কটাক্ষের শিকার দিলীপ। তিনি আরও বলেন, ‘এখানে সবেতেই দুর্নীতি, কালো টাকা, মোদিজিকে আনুন, দেখবেন সব সমস্যা মিটে গিয়েছে।’

শুভেন্দুর মনোনয়নে আসতে পারেন শা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩১ মার্চ : ভবানীপুরের মহারণ এবার অন্য মাত্রা পেতে চলেছে। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী বৃহস্পতিবার বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন পেশের দিন কলকাতায় উপস্থিত থাকতে পারেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে এমনই ইঙ্গিত মিলেছে। খোদ রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও এই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেননি। আর যদি সত্যিই শাহ হাজির হন, তবে ভবানীপুরের লড়াই যে এক মেগা-ব্যাটলে পরিণত হবে, তা বলাই যায়।

সম্প্রতি নিউটাউনের বৈঠকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করতে এসেছিলেন শা। সূত্রের খবর, সেখানেই শুভেন্দু সশরীরে উপস্থিত থাকার জন্য শাকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও, এখন শোনা যাচ্ছে অমিত শা সেই প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। শুভেন্দু সরাসরি মুখ না খুললেও শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, ‘এমন গুঞ্জন আমিও শুনছি।’ বিজেপি শিবিরের মতে, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি প্রার্থীর পাশে দাঁড়ান, তবে তার রাজনৈতিক প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী। দক্ষিণ কলকাতা বিজেপি সূত্রে খবর, ওই দিনটিকে স্রেফ মনোনয়ন পেশ নয়, বরং একটি ‘মেগা শো’ হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে দল। পেশাদার প্রচার টিম দিয়ে সাজানো হচ্ছে কর্মসূচি। পরিকল্পনা অনুযায়ী, হাজরা মোড়ে হবে বিশাল জমায়েত। সেখানে সংক্ষিপ্ত সভার পর মিছিল করে আলিপুর সার্ভে বিল্ডিংয়ে মনোনয়ন জমা দিতে যাবেন শুভেন্দু। আর সেই সভামঞ্চেই থাকতে পারেন অমিত শা।

তবে বাম ও কংগ্রেসের দাবি, শিক্ষা, চাকরি বা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মতো জ্বলন্ত ইস্যুগুলো থেকে মানুষের নজর ঘোরাতেই বিজেপি-তৃণমূল মিলে এই ধরনের নাটক সাজাচ্ছে। তাদের মতে, আসল ইস্যু চাপা দিতেই ভবানীপুরে ‘হাই প্রোফাইল’ নাটক করতে চাইছেন অমিত শা।

সন্তোষ পাঠক ও শমীকের সঙ্গে শুভেন্দু। মঙ্গলবার। -রাজীব মণ্ডল।

বিষ্ণুপুরের জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার। -পিটিআই।

মমতার প্রার্থীপদ পেশ ৮ এপ্রিল?

কলকাতা, ৩১ মার্চ : আগামী সপ্তাহে ভবানীপুর কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রের খবর, ৮ এপ্রিল কালীঘাটের বাড়ি থেকে মিছিল করে গোপালনগরে সার্ভে বিল্ডিংয়ে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেন তিনি। তাঁর সঙ্গে থাকতে পারেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, কলকাতার মেয়র তথা বিদায়ী পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল সভাপতি দেবাশীস কুমার। মমতার সঙ্গে মিছিলে থাকতে পারেন ভবানীপুর অঞ্চলের তৃণমূল কাউন্সিলাররাও।

মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা আসনে দলীয় প্রার্থী উত্তরা সিংহ হাজরার সমর্থনে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলেন, ‘তৃণমূল হল একটা সমুদ্র, তার ঝড়ের দাপটে বিজেপি তছনছ হয়ে যাবে। আমি বিদ্যাসাগরের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, এই বাংলার মানুষকে এসআইআর থেকে নাম বাদ দিতে দেব না।’ অপরদিকে চন্দ্রকোনার সভা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিদের আশ্বস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এই এলাকায় আলু চাষ অনেক বেশি। দাম না থাকায় এখানে আলু চাষে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করব। কয়েকটা বিজেপি নেতা এখানে চক্রান্ত করছে। কিন্তু আলু নিয়ে আমি তাদেরকে রাজনীতি করতে দেব না।’

অপরদিকে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের জনসভায় তিনি বলেন, ‘বিজেপি শাসিত রাজ্যে গিয়ে বাংলায় কথা বলার জন্য খুন হচ্ছে, হেনস্তার শিকার হয়ে বাংলায় ফিরে আসছে। তাদের বহিরাগত অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি দলটাই অনুপ্রবেশকারী। ওরা কংসের দল। ১০০ দিনের কাজ করিয়ে টাকা আটকে রেখেছেন। এখান থেকে জিএসটি তুলে নিয়ে যাচ্ছেন অথচ তার থেকে পাওনা টাকা দিচ্ছেন না। টাকা চাইতে গেলে দিল্লিতে বাংলার সাংসদের হেনস্থা করছেন।’

খয়রাশোলে কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক শতাব্দীর

অশোক মণ্ডল

দুবরাজপুর, ৩১মার্চ : তৃণমূলের নেতা কর্মীদের মনোবল ফিরিয়ে আনতেই দীর্ঘ সময় বীরভূমের খয়রাশোল দলীয় অফিসে রুদ্ধদ্বার আলোচনা করলেন বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়। মঙ্গলবার খয়রাশোলের তৃণমূল ভবনে বীরভূম সাংসদ দীর্ঘসময় সকল স্তরের তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউরি।

আলোচনা শেষে বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, খয়রাশোলের সমস্ত বুথ ও অঞ্চল নেতৃত্ব এবং ব্লক নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে আলোচনা হয়ে গেল। বিধানসভার বীরভূম জেলার ১১টি আসনের মধ্যে দুবরাজপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি বিজেপির কাছে হেরে যায়। এবার কেমন রেজাল্ট হবে আশা করছেন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমরাই জিতবো। ২৪শের লোকসভায় খয়রাশোল ভালো ফল করেছে। আমি আশা করি বিধানসভাতেও ভালো ফল হবে। তৃণমূল কংগ্রেস উন্নয়নের বার্তা তুলে ধরে লড়াইয়ে শামিল হয়েছে এবং হবেও। কিন্তু ২৪শের লোকসভার প্রচারে যাদেরকে দেখা গিয়েছিল তাদের অনেককেই এবার বিধানসভার প্রচারে দেখা যাচ্ছে না। এই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়ে বীরভূম সাংসদ বলেন, আপনারা কাদের খুঁজছেন জানিনা। আমার হিসাবে সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, সবাই আছে, থাকবে এবং ছিল।

বাগদায় ঠাকুরবাড়ির দুই প্রার্থীর লড়াই

কলকাতা, ৩১ মার্চ : মঙ্গলবার চতুর্থ দফায় ১৩টি আসনের প্রার্থী তালিকায় বড় চমক দিল গেরুয়া শিবির। একদিকে উত্তরবঙ্গে রাজবংশী নেতা বংশীবদনের ‘গ্যারান্টি’, অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের মতুয়া ভোটব্যাংক অটুট রাখতে ঠাকুরবাড়ির মেজবউকে ময়দানে নামানো, সব মিলিয়ে পদ্ম শিবিরের স্ট্র্যাটেজি এখন পরিষ্কার।

দক্ষিণবঙ্গের মতুয়া দুর্গ বাগদায় এবার লড়াই হবে ঘরের অন্দরেই। বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী সোমা ঠাকুরকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। তাঁর উলটোদিকে তৃণমূলের টিকিটে লড়ছেন বিদায়ী বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর। ভোটার তালিকা থেকে মতুয়াদের নাম বাদ পড়া নিয়ে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, তা সামাল দিতে সোমা ঠাকুরকেই যোগ্য বাজি মনে করছে দিল্লি। ঠাকুরবাড়ির এই ‘ডার্বি’ লড়াই এখন বাগদার রাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু। সোমা এবং মধুপর্ণা সম্পর্কে তাঁরা ননদ-বৌদি। অর্থাৎ, বাগদা কেন্দ্রের বাসিন্দারা এ বার ননদ-বৌদির রাজনৈতিক লড়াইয়ের সাক্ষী থাকবে। কলকাতায় আবার দীর্ঘদিনের কংগ্রেস নেতা সন্তোষ পাঠককে চৌরঙ্গী আসনে প্রার্থী করে তৃণমূলের নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে বিজেপি। প্রথম দফার মনোনয়ন শুরু হয়ে গেলেও এখনও ৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা বাকি রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী সিতাই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে আশুতোষ বর্মাকে। নাটাবাড়িতে প্রার্থী হয়েছেন গিরিজাশঙ্কর রায়। মগরাহাট পূর্ব কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী উত্তমকুমার বণিক, ফলতায় দেবাংশু পন্ডা, সোনারপুর উত্তরে দেবাশিস ধর, হাওড়া দক্ষিণে শ্যামল হাতি, পাঁচলায় রঞ্জনকুমার পাল। পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে পীযূষকান্তি দাসকে, গড়বেতায় প্রার্থী প্রদীপ লোধা, মেমারিতে মানব গুহ, বারাবনীতে অরিজিৎ রায়।

উত্তরের বড় বাজি রাজবংশী নেতা বংশীবদন বর্মন। নাটাবাড়ি ও সীতাই আসন দুটি তাঁর সংগঠনের হাতে ছেড়ে দিয়েছে বিজেপি। নাটাবাড়িতে পোড়খাওয়া নেতা মিহির গোস্বামীকে সরিয়ে বংশীবদনের ঘনিষ্ঠ গিরিজা কিশোর রায়কে প্রার্থী করা হয়েছে। সীতাইয়ে লড়ছেন অংশুমান বর্মন।

প্রার্থীবদল হয়েছে ময়নাগুড়িতেও। কৌশিক রায়ের জায়গায় টিকিট পেয়েছেন ডালিম রায়। আবার কলকাতার চৌরঙ্গী আসনে কংগ্রেস থেকে আসা সন্তোষ পাঠককে দাঁড় করিয়ে তৃণমূলের নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে বিজেপি। তবে সোমা ঠাকুরের ‘মেজবউ’ ইমেজ শেষ পর্যন্ত কতটা ভোট টানে, তার উত্তর মিলবে মে মাসেই।

বাগদায় লড়াই বৌদি-ননদ সোমা ও মধুপর্ণার।

মৃত্যুও কনটেন্ট, হারছে মানবতা

রিমি শীল

কলকাতা, ৩১ মার্চ : পরিচালক প্রেমাংশু রায়ের ‘কাটাকুটি’ সিনেমায় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘সমুদ্রের সামনে নিজেকে খুব ছোট লাগে।’ ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস, সেই সমুদ্রেই চিরতরে বিলীন হতে হল তাঁকে। কিন্তু রাহুলের প্রয়াণের পর যা শুরু হয়েছে, তা মৃত্যুর চেয়েও কোনো অংশে কম ভয়াবহ নয়। সমাজমাধ্যমের দেওয়ালে এখন তাঁর নিথর দেহের ছবি আর ব্যক্তিগত শোকের নির্লজ্জ ব্যবচ্ছেদ চলছে। সৌজন্যে, তথাকথিত ‘রিচ’ আর ‘ভিউ’-এর ইঁদুর দৌড়।

ফেসবুক থেকে ইনস্টাগ্রাম কিংবা থ্রেডস, সর্বত্রই এখন রাহুলের মরদেহের ছবির ছড়াছড়ি। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে রাজনীতির কদর্য দড়ি টানাটানি। কেউ তাঁকে ‘বামপন্থী’ প্রমাণ করতে মরিয়া, কেউ আবার পালটা টেনে আনছেন সেকালের মহানায়ক উত্তম কুমারের অসম্মানের কাসুন্দি। শোকাতুর মা কিংবা কান্নায় ভেঙে পড়া স্ত্রীর মুহূর্তগুলো লেন্সবন্দি করার এক কুরুচিকর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বাদ যাচ্ছে না পুরনো ফেসবুক পোস্টের চুলচেরা বিশ্লেষণও। নেটাগরিকরা এখন যেন একাধারে পুলিশ, উকিল আর বিচারক!

ছবি : এআই

এই ব্যাধি নতুন নয়। সম্প্রতি গায়ক জুবিন গর্গের প্রয়াণেও দেখা গিয়েছে একই দৃশ্য। কে কার আগে ‘ব্রেকিং’ দিতে পারে, তা নিয়ে চলে অদৃশ্য লড়াই। এমনকি নিজের শাশুড়ির মৃত্যু নিয়েও ‘কন্টেন্ট’ বানাতে ছাড়েননি এক নামী ইনফ্লুয়েন্সার। ট্রেনের কামরায় এক শিশুর ঝগড়া থেকে শুরু করে তারকার শেষকৃত্য— সবটাই এখন ডিজিটাল জগতের ‘মুখরোচক’ মশলা।

মনোবিদ সংগীতা ভট্টাচার্যের মতে, ‘কে আগে খবর দিল, সেটাই এখন শোক প্রকাশের মাপকাঠি। এই মেকি আচরণে মানুষের আবেগের দাম কমে যাচ্ছে। দু’দিন যেতে না যেতেই মানুষ নতুন সংবেদনশীল কন্টেন্টের খোঁজে পুরনো শোক ভুলে যাচ্ছে।’ মনোবিদ অর্ণব দত্তর কথায়, ‘তারকাদের অসুস্থতা বা মৃত্যু নিয়ে যা চলছে, তা আক্ষরিক অর্থেই ‘ডিজিটাল ক্যানিবালিজম’ বা ডিজিটাল স্বপ্রজাতিভক্ষণ। আমরা অন্যের দুঃখ কুরে কুরে খেয়ে আনন্দ পাচ্ছি।’

সমাজতাত্ত্বিক প্রশান্ত রায় বলেছেন, ‘মৃত্যুর মতো অমোঘ সত্যকে ডিজিটাল সার্কাসে পরিণত করা চরম সামাজিক অবক্ষয়। সচেতনতা না ফিরলে এই পচন রোখা অসম্ভব।’ সোশ্যাল মিডিয়ার এই বিষাক্ত পরিবেশে প্রশ্ন একটাই, ভিউ কি সত্যিই প্রাণের চেয়ে দামী?

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩১১ সংখ্যা, বুধবার, ১৭ চৈত্র ১৪৩২

পুরোনো বদভ্যাস

কথায় আছে, স্বভাব যায় না মলে। ক্ষয় হতে হতে অস্তিত্ব সংকট হলেও তাই। বাংলায় কার্যত প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেললেও কংগ্রেসের চিরাচরিত অভ্যাসের বদল হল না। এই অভ্যাসের দুটি দিক। প্রথমত, প্রার্থীতালিকা প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্ব। অন্য দল প্রার্থীদের নাম জানিয়ে দিয়েছে ভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের বেশ কিছুদিন তাকিয়ে থাকতে হল নয়াদিল্লির দিকে- কবে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক হয়!

কংগ্রেসে এই রেওয়াজ নতুন নয়। এমনকি দল যখন সর্বভারতীয় ও বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষমতায় ছিল, তখনও প্রার্থী বাছাইয়ের দীর্ঘসূত্রিতা অন্যতম রোগ ছিল। হাইকমান্ড সংস্কৃতির বেড়াজালে এই প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হত। কংগ্রেস যখন এখন কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ রাজ্যে বিরোধী দলে- তখনও সেই অভ্যাসের বদল ঘটেনি। এবার মাত্র পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তা সত্ত্বেও প্রার্থী বাছাইয়ে দীর্ঘসূত্রিতার ব্যতিক্রম হল না।

অনেক দেরি করে বসল দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক। তার পরেও পূর্ণাঙ্গ তালিকা একবারে প্রকাশিত হল না। দ্বিতীয় অভ্যাসটি হল গোষ্ঠী সংস্কৃতি। যা স্বাধীনতা-পূর্ব কংগ্রেসেও ভয়ানকভাবে ছিল। যেকারণে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীকেও কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছিল। এই সংস্কৃতির কারণে কংগ্রেসে আড়াআড়ি বিভাজন হয় ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর। ১৯৭৭-এ তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস গো-হারা হারার পরেও বিভাজন ধরেছিল।

এই সংস্কৃতির কারণে পদ, মন্ত্রিত্ব নিয়ে বিবাদ কংগ্রেসকে বিভিন্ন সময় দুর্বল করেছে। ভারতে এখন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো কর্ণাটকের ক্ষমতায় কংগ্রেস টিকে থাকলেও সেই কুঅভ্যাস থেকে রেহাই পায়নি। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া ও উপমুখ্যমন্ত্রী ডি শিবকুমারের লড়াই মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে চলে আসে। ১৯৭৭-এ বাংলায় ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে কংগ্রেসের ক্ষয় লাগাতার হয়ে চলেছে। কখনও তৃণমূল, কখনও বামের হাত ধরেও সেই ভাঙনে লাগাম টানতে পারেনি কংগ্রেস।

বরং জোট থাকলেও কংগ্রেসের সংগঠন ধসিয়ে দিয়েছিল তৃণমূল। সিপিএমের সঙ্গে নির্বাচনি সমঝোতা করেও ভোটে তেমন সুবিধা করতে পারেনি কংগ্রেস। দলের অস্তিত্ব এখন মালদা, মুর্শিদাবাদ আর উত্তর দিনাজপুরের সামান্য কিছু জায়গায় নিভু নিভু প্রদীপের মতো টিকে আছে। কিন্তু গোষ্ঠী সংস্কৃতির অভ্যাস যে এখনও দলটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, তা আবার প্রমাণ হল। প্রার্থীতালিকা প্রকাশের পর কংগ্রেসের গড় বলে পরিচিত মালদা দলে গৃহযুদ্ধের সাক্ষী হল।

চাঁচলে দলের অফিসে তালা দিয়ে ধর্নায় বসলেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীরা। দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর, টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধে নগ্ন হল গোষ্ঠী সংস্কৃতির চেহারাটা। ইংরেজবাজারে যাঁকে প্রার্থী করা হল, তিনি আবার লড়তেই প্রস্তুত নন। মনোনয়নপত্র পেশ নাও করতে পারেন বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন। মৌসম নুরের মতো গনি পরিবারের প্রার্থী পেয়েও খুশি নয় মালতীপুর। বরং সেখানে ভূমিপুত্রদের বঞ্চিত করার অভিযোগে অসন্তোষ প্রকাশ্যে এসেছে।

মালদা জেলার রতুয়া, বৈষ্ণবনগরেও গোষ্ঠীবিবাদ আর গোপন নেই। উত্তর দিনাজপুরে দলটার কিছু অস্তিত্ব থাকলেও দীর্ঘদিন পুরসভা, পঞ্চায়েত স্তরেও ক্ষমতায় নেই। সেখানে দলের জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত ও ফরওয়ার্ড ব্লক ত্যাগী আলি ইমরান রমজের (ভিক্টর) কোনও বনিবনা নেই। তার প্রভাব প্রয়াত প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির গড় বলে পরিচিত জেলাটায় পড়েছে। এমনিতেই কংগ্রেসের ছিন্নভিন্ন দশা। দুই নেতার বিবাদ দলকে আরও সংকটে ফেলেছে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় অতীতে কংগ্রেসের ভালো প্রভাব ছিল। সেই জেলায় কংগ্রেস কার্যত অস্তিত্ব সংকটে। তাও গোষ্ঠী সংস্কৃতির কুঅভ্যাস থেকে মুক্ত করতে পারলেন না সেখানকার নেতা-কর্মীরা। প্রার্থী ঘোষণার পর ফালাকাটায় দলের কার্যালয়ে যেভাবে ভাঙচুর হল তাতে স্পষ্ট, দলে ঐক্যের লেশমাত্র নেই। ভোটে জেতার চাইতে টিকিটে বেশি নজরের এই প্রবণতার খেসারত যে কংগ্রেসকে দিতে হবে, তাতে কোনও সংশয় নেই।

অমৃতধারা

তোমরা জান, অন্ধকারের পর আলো আসে। রাত্রির অন্ধকার যতই ভয়াবহ হোক, ভয় করার কোনও কারণ নেই। অনেকক্ষণ একই অবস্থা মানুষের ভালো লাগে না। রোজ রোজ রসগোল্লা কি কারো ভালো লাগে? গতানুগতিকতা রোধ করার জন্যে তাই শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার পর অমাবস্যার অন্ধকার আসে। ঊষার মাধুর্যকে অন্ধকার আরও মহিমান্বিত করে। বাধা বিপত্তিতে ঘাবড়াবার কোনও সংগত কারণ নেই। বুঝতে হবে, এর পরবর্তী অবস্থা হচ্ছে সুন্দর! সবাইকার মূল উৎস যখন পরমপুরুষ, শেষ পর্যন্ত যখন সকলকে সেখানে যেতেই হবে, তখন জীবের ভয় করার কিছু নেই। মনে রেখো জীবনে Optimism is natural, pessimism is unnatural. মানুষ পরমপুরুষের সন্তান। সে চেষ্টার দ্বারা তার শক্তিকে বাড়াতে পারে। এর উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।

- শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি

অশোকনগরের তেলের খনি, গল্প নাকি সত্যি

আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আবহে রাজ্যের খনিজ তেলের ভাণ্ডার আজও কেন বিশবাঁও জলে?

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যৌথ সক্রিয়তায় ইরান ভূখণ্ডে হামলার জেরে যে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তার চরম মাশুল আজ ভারত সহ সমগ্র বিশ্বকেই গুনতে হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বায়নের এই যুগে কোনও দেশই এখন আর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়; বরং একে অপরের সঙ্গে গভীর অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের রাজ্যে বসে অনেকেই হয়তো বিদেশে চলা কোনও যুদ্ধ বা আগ্রাসনের প্রতিবাদী মিছিল দেখে কটাক্ষ করেন বা তাকে গুরুত্বহীন ভেবে হাসাহাসি করেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর এই কঠিন তত্ত্বে সুদূর ইরানে বারুদ জ্বললে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব আছড়ে পড়ে আমাদের সাধারণ মধ্যবিত্তের রান্নাঘরেও। যাঁরা প্রতিবাদীদের নিয়ে হাসাহাসি করেন, তাঁরা এবার অন্তত হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অস্থিরতা তৈরি হলে এদেশের অর্থনীতিতে তার কেমন ধস নামতে পারে। তাই নিছক আদর্শ নয়, বরং নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই আজ আন্তর্জাতিক সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রয়োজন। এই আন্তর্জাতিক সংঘাতের আবহে ভারতে যখন তীব্র জ্বালানি সংকট দেখা দিয়েছে এবং রান্নার গ্যাসের আকাল দেশের মানুষকে দিশেহারা করে তুলেছে, তখন সংগত কারণেই একটি বড় প্রশ্ন জনমানসে ঘোরাফেরা করছে— আমাদের এই রাজ্যের উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগর তৈলক্ষেত্রটি বর্তমানে ঠিক কী অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে? কেন প্রয়োজনের সময়েও আমরা নিজেদের সম্পদকে কাজে লাগাতে পারছি না?

জ্বালানি তেলের দাম যখন আকাশছোঁয়া এবং সাধারণ মানুষ যখন গ্যাসের বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে গত ডিসেম্বরে রাজ্যসভায় অশোকনগরের তেল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিজেপির সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী একটি আশার বাণী শুনিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের অশোকনগর তৈলক্ষেত্র প্রকল্পে বাণিজ্যিক উৎপাদন শীঘ্রই শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই লক্ষ্যপূরণে ইজারা বা লিজ সংক্রান্ত দলিল চূড়ান্ত করার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ওএনজিসি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার দীর্ঘ আলোচনা চালাচ্ছে। বিশেষত সম্প্রতি 'পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস বিধিমালা, ২০২৫' বিজ্ঞাপিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আশাবাদী যে, লিজ সংক্রান্ত স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রয়্যালটি নিয়ে দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা সমস্যাগুলোর একটি স্থায়ী সমাধান শীঘ্রই হয়ে যাবে। তবে এই ধরনের আশার বাণী এরাজ্যের মানুষের কাছে খুব একটা নতুন নয়। বর্তমান মন্ত্রী যা বলছেন, আজ থেকে কয়েক বছর আগে ঠিক একইরকম প্রতিশ্রুতি শোনা গিয়েছিল তৎকালীন পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের মুখেও। আসলে দশকের পর দশক ধরে এ রাজ্যের মানুষ শুনে আসছেন যে, অশোকনগরের মাটির নীচে তেলের এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের এক বিপুল ভাণ্ডার সযত্নে রক্ষিত আছে, যা রাজ্যের জরাজীর্ণ অর্থনীতিকে এক নিমেষে বদলে দিতে পারে। অথচ সেই বিপুল সম্পদের সুফল আজও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই রয়ে গেল।

অশোকনগরে তেল ও গ্যাসের সন্ধান করার ইতিহাসটি বেশ দীর্ঘ। ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ওএনজিসি এবং অয়েল ইন্ডিয়া এই ব্লকটিতে অনুসন্ধানের ছাড়পত্র পায়। প্রায় সাড়ে তিন একর জমির ওপর কুয়ো খনন করে অজানাকে চেনার সেই মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছিল। ২০১৪ সালে প্রথম পর্যায়ের প্রাথমিক কাজ শেষ হওয়ার পর শুরু হয় অগ্রণী প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। ২০১৭ সাল নাগাদ ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হয় যে, অশোকনগরের ভূগর্ভে বাণিজ্যিক স্তরে উত্তোলনের মতো তেল ও গ্যাসের মজুত ভাণ্ডার যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। অনুসন্ধান চালাতে প্রাথমিকভাবে পাঁচটি কুয়ো খননের পরিকল্পনা থাকলেও, ২০১৮ সালের ২০ অগাস্ট তৃতীয় কুয়োটি খোঁড়ার পরেই অভূতপূর্ব সাফল্য আসে। প্রথমে গ্যাস এবং তার কয়েকদিন পরেই মেলে উন্নতমানের তেলের ভাণ্ডার। সেই তেলের গুণগত মান যাচাই করার জন্য হলদিয়ার ইন্ডিয়ান অয়েল শোধনাগারে প্রায় ৩০ হাজার লিটার অপরিশোধিত তেল পাঠানো হয়েছিল। শোধনাগার থেকে অত্যন্ত সন্তোষজনক ফলাফল আসে এবং জানানো হয় যে, এই তেলের মান কেবল উন্নতই নয়, তা বাণিজ্যিক উত্তোলনের জন্য যথেষ্ট লাভজনক হবে। এরপরেই অশোকনগরের বাইগাছিতে বাণিজ্যিকভাবে খনিজ তেল উত্তোলনের কার্যক্রম শুরু করার তোড়জোড় চলে। ফলস্বরূপ, ২০২০ সালের ২০ ডিসেম্বর তৎকালীন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন এবং একে দেশের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন।

উদ্বোধনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে ওএনজিসি'র প্ল্যান্টে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, এই তেলের উত্তোলন শুরু হলে এলাকার আমূল অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটবে এবং স্থানীয় শিক্ষিত তরুণদের জন্য বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। কিন্তু উদ্বোধনের সেই চকমকি আলো চার বছর পেরোতে না পেরোতেই ফিকে হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে অশোকনগর সহ বিস্তীর্ণ এলাকার ওএনজিসি'র সেই প্ল্যান্টগুলি তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বহুমূল্য মেশিনগুলিতে মরচে ধরেছে এবং গোটা প্ল্যান্ট চত্বর আজ বিষাক্ত আগাছার জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। হাতেগোনা কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী ছাড়া সেখানে আর কোনও কর্মীর দেখা মেলাই ভার। এই করুণ দৃশ্য দেখে স্থানীয় মানুষ যাঁরা একদা আশায় বুক বেঁধেছিলেন, তাঁরা আজ চরম হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। এলাকার যেসব মানুষ উন্নয়নের স্বার্থে নিজেদের জমি দিয়েছিলেন কিংবা যাঁরা প্রকল্পের চারধারে নতুন ব্যবসার স্বপ্ন দেখে দোকান খুলেছিলেন, তাঁদের আজ মাথায় হাত। তেলের ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও কেন উৎপাদন সচল হল না, তার কোনও সদুত্তর প্রকল্প চত্বরের ওই তালাবন্ধ গেট থেকে বেরিয়ে আসে না। মানুষ জমি দিলেন, স্বপ্ন দেখলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁরা পেলেন কেবল একরাশ অনিশ্চয়তা।

> **আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। এই আবহে পশ্চিমবঙ্গের অশোকনগর তৈলক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ২০০৯ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পে বিপুল তেলের ভাণ্ডার মিললেও প্রশাসনিক ও আইনি জটিলতায় আজও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন সম্ভব হয়নি। নির্বাচনের আগে প্রকল্পের গুরুত্ব বাড়লেও তা বাংলার প্রকৃত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটাবে নাকি নিছক নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি হয়েই থাকবে, সেই সংশয় কাটছে না।**

এই অচলাবস্থার জন্য যথারীতি কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজনৈতিক টানাপোড়েনকেই প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করছেন সাধারণ মানুষ। গত পাঁচ বছরে দিল্লি বা কলকাতায় শাসনক্ষমতার কোনও পরিবর্তন না হলেও অশোকনগর নিয়ে দুই সরকারের মধ্যে দড়ি টানাটানি অব্যাহত রয়েছে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী সম্প্রতি অভিযোগ করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চরম অসহযোগিতা ও উদাসীনতার কারণেই কাজ এগোতে পারছে না। চার বছর ধরে লিজ ও রয়্যালটির জট না কাটানোয় উৎপাদন থমকে আছে বলে তাঁর মত। অন্যদিকে, পালটা যুক্তিতে অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার দাবি করেছেন যে, রাজ্য সরকার এই বিষয়ে যথেষ্ট তৎপর ছিল। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামমাত্র এক টাকার বিনিময়ে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ করেছিলেন। তাঁর ক্ষুব্ধ অভিযোগ, ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই করেনি; অথচ তারা যোগাযোগ করলেই প্রয়োজনীয় সব আইনি ব্যবস্থা দ্রুত নেওয়া হবে। ২০২৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকার অবশেষে এই বৃহৎ তেল খনন প্রকল্পে ছাড়পত্র দিয়েছে। কেন্দ্র তার আগেই মাইনিং লিজে অনুমোদন দিয়েছিল। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক এই লাল ফিতের ফাঁসে আটকে থেকে উৎপাদন কবে শুরু হবে, তা নিয়ে এখনও কোনও স্পষ্ট দিশা নেই।

লিজ ও স্ট্যাম্প ডিউটি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে চিঠিপত্র চালাচালি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। লিজের মেয়াদ হবে ৩০ বছর, তাই রাজ্য সরকার এককালীন একটি বড় অঙ্কের স্ট্যাম্প ডিউটি দাবি করছে, যা নির্ভর করবে তেলের রয়্যালটির পরিমাণের ওপর। এই গাণিতিক হিসেবনিকেশ ও দরদস্তুর যত দ্রুত মিটে যায়, ততই রাজ্যের জন্য মঙ্গল। কারণ, এই দীর্ঘসূত্রিতার ফলে রাজ্য কেবল বিপুল রাজস্বই হারাচ্ছে না, বরং ভারতের জ্বালানি মানচিত্রে বাংলার সগৌরবে জায়গা করে নেওয়ার এক ঐতিহাসিক সুযোগও নষ্ট হচ্ছে। যুদ্ধের বাজারে বিশ্বব্যাপী যখন তেলের সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে, তখন ঘরের তেল ঘরেই মাটির নীচে পড়ে থাকা এক বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়। লক্ষণীয় বিষয় হল, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে এই প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রের যে অতিসক্রিয়তা দেখা গিয়েছিল, রাজ্যে ভোটে হারার পর সেই উৎসাহে যেন ভাটা পড়েছিল। আবার ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, কেন্দ্রও যেন ফের নতুন করে নড়েচড়ে বসছে। এতে সাধারণ মানুষের মনে এই সন্দেহ দানা বাঁধছে যে, অশোকনগরের গুরুত্ব কি কেবলই ভোটের রাজনীতি করার হাতিয়ার? সন্দিগ্ধ বাঙালি আজ ভাবছে, মাটির তলার সেই বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ কি সত্যিই রাজ্যের ভাগ্য বদলাবে, নাকি এটিও নিছক এক নির্বাচনি 'গল্পকথা' হয়েই চিরকাল ইতিহাসের পাতায় রয়ে যাবে?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৮৯
আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের জন্ম আজকের দিনে।

১৬২১
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শিখ ধর্মগুরু তেগবাহাদুর।

আলোচিত

কেন্দ্রীয় বাহিনী কাশ্মীর সোজা করেছে, এখানে সোজা করতে দিতে হবে তো। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পেটাতে হবে। গ্যাস ফাটাতে হবে। ভালো করে মারলে সোজা হবে। লাঠি আছে তো হাতে। বন্দুক ব্যবহারের দরকার নেই। কিন্তু কমিশন এখানে যে পুলিশ কমিশনারকে দিয়েছে, তিনিই ঠিক নেই। পুলিশকে সোজা করতে হবে কমিশনকেই।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

মনস্কামনা পূরণ হওয়ায় ৯ কিলোমিটার দণ্ডি কেটে মন্দিরে পৌঁছোন তরুণ। উত্তরপ্রদেশের বস্তি জেলার ঘটনা। বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি চলছিল। শান্তি পেতে বাড়োয়া মাতা মন্দিরে মানত করেন। বিবাহবিচ্ছেদ হতেই দণ্ডি কাটলেন তিনি।

ভাইরাল/২

দিল্লিতে দুই ইঁদুরের মল্লযুদ্ধ। গলিতে আবর্জনার স্তূপের মধ্যে ইঁদুর দুটি একে অপরকে আক্রমণ করে। পরস্পরকে কামড়ে ধরে। জড়িয়ে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি খায়। কেউই জমি ছাড়তে চায়নি। 'র‍্যাট ফাইট' দেখতে ভিড় জমে যায়।

জনমন
জনমত

ভোটে জিতুক সৌজন্য

২৮ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত কয়েকটি ছবি দেখে মন ভরে গেল। সরকার ও বিরোধী দলের প্রার্থীদের একে অন্যকে জড়িয়ে ধরা, কারও বা প্রভু রামের গুণগান করার ছবি দেখে মনটা আনন্দে ভরে গেল। শিলিগুড়ি যেন তার পুরোনো চেহারায় ফিরে এসেছে এবং শিলিগুড়ির পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গজুড়ে বিশেষ করে নির্বাচনের সময় এমনটাই তো হওয়া উচিত।

এসব ছবি প্রমাণ করে, ইচ্ছে করলে এবং একটু চেষ্টা করলেই হিংসা-দ্বন্দ্ব-মারামারি থেকে অনায়াসে বেরিয়ে আসা যায়। এমন সুন্দর দৃশ্য সাধারণ মানুষকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। যে যার দল নিয়ে রাজনীতি করুক, ভোটে লড়ুক, কিন্তু সৌজন্যবোধের যেন অভাব না হয়। শিলিগুড়ি ও আশপাশের সব রাজনৈতিক দলের কাছে অনুরোধ, দয়া করে আপনারা এমনভাবেই প্রচার করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন, বাকিটা জনসাধারণ স্থির করবে। এতে একটা সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে এবং একটা ভালো সরকার তৈরি হবে। সবাই সুখ-শান্তিতে বাঁচতে পারবেন।

এবারের নির্বাচনে আমাদের রাজ্যে একটা অভিলেখ সৃষ্টি হোক, যেখানে কোনও হিংসা, প্রতিহিংসা, দ্বন্দ্ব, মারামারি, হানাহানি, হত্যা যেন না হয়। বাংলা আবার স্বমহিমায় ফিরে আসুক। কারও কারও কাছে এমনটা অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু সম্ভব নয় এমনটা ভাবাও ঠিক নয়।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

ডানা মেলুক উত্তর দিনাজপুর

ভারতের মানচিত্রে উত্তর দিনাজপুর জেলা ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অবস্থানে রয়েছে। একদিকে নেপাল ও বাংলাদেশ সীমান্ত, অন্যদিকে বিহার ও সংলগ্ন মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও এই জেলা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে আকাশপথের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। রায়গঞ্জের কাছে পতিরামে যে অব্যবহৃত এয়ারস্ট্রিপটি রয়েছে, সেটিকে পূর্ণাঙ্গ বিমানবন্দরে রূপান্তর করা এখন সময়ের দাবি।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। পরিকাঠামো উন্নত হলে জেলায় লগ্নি বাড়বে, তৈরি হবে নতুন কর্মসংস্থান। শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজের প্রয়োজনেও এই অঞ্চলের মানুষজনকে দীর্ঘ রেলযাত্রার ওপর নির্ভর করতে হয়, যা সবসময় সময়সাপেক্ষ। সরকারের উচিত রাজনৈতিক জটিলতা কাটিয়ে জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং পতিরাম এয়ারস্ট্রিপের আধুনিকীকরণ ত্বরান্বিত করা। উত্তর দিনাজপুরের সার্বিক বিকাশে ডানা মেলুক নতুন স্বপ্ন, এটাই আপামর জেলাবাসীর একমাত্র প্রত্যাশা।

সোমনাথ মৈত্র, সুদর্শনপুর, রায়গঞ্জ।

দূষণ রুখে স্বাস্থ্য ফেরাক সাইকেল

কার্বন নিঃসরণ কমাতে ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বিশ্বের উন্নত দেশগুলির মতো ভারতেও সাইকেল লেন জরুরি।

নীলাদ্রি বিশ্বাস

মানবজাতির ক্রমবিকাশ ও বিজ্ঞানের দ্রুততর ঘূর্ণনে ভর করে শিল্পায়নের পালে আজ জোরদার বাতাস লেগেছে। যা খুশি করে ফেলার ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে ওঠার মানুষের যে স্বপ্ন তা আজ প্রায় বাস্তব। কিন্তু এর সঙ্গেই সভ্যতার কালো দিক অর্থাৎ দূষণ ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। আমরা দেখেছি লকডাউনের সেই কয়েকটা দিন পৃথিবী ও প্রকৃতি যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। প্রতিদিনের আধুনিক ও উন্নত সভ্যতার থমকে যাওয়া মুহূর্তগুলো প্রকৃতির সবুজে নতুন রঙের বাহার ঢেলে দিয়েছিল। বাতাসের নির্মলতায় মিশে ছিল ঈশ্বরের আশীর্বাদ। ভাইরাসের প্রকোপ অনেক তাজা প্রাণ কেড়ে নিলেও মানুষের মনে প্রতিরোধ করার অদম্য ইচ্ছাশক্তি তৈরি করেছিল। যান্ত্রিক মানুষ নিজেকে অন্য ছাঁচে ঢেলে বাতাসে বিশুদ্ধ অক্সিজেনের উপস্থিতি নতুন করে অনুভব করতে শিখেছিল।

ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই প্রচণ্ড দ্রুতগতির আধুনিক পৃথিবীর বুকে সাইকেলকে ভীষণভাবে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করছেন। ব্যাপক কার্বন নিঃসরণে কাবু হতে থাকা এই পৃথিবীতে সাইকেলের প্রয়োজনীয়তাকে আজ সবাই গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন। এক্ষেত্রে নেদারল্যান্ডস একটি বড় উদাহরণ। এই দেশটিকে ল্যান্ড অফ বাইসাইকেলস বলা হয় কারণ সেখানকার জনসংখ্যার চেয়ে সাইকেলের সংখ্যা বেশি। শুধু নেদারল্যান্ডস নয় বিশ্বের আরও অনেক দেশ এই বিষয়ে পথ দেখাচ্ছে।

চিন, ডেনমার্ক, জার্মানি, সুইডেন, বেলজিয়াম, জাপান, ফ্রান্স, নরওয়ে, কানাডা, অস্ট্রিয়া বা ফিনল্যান্ডের মতো দেশগুলি আজ সাইকেলকে জনসাধারণের যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরতে পেরেছে। একে যথাযথ সাইক্লিং সংস্কৃতির প্রসার বলা যেতেই পারে। এই দেশগুলি পরিবহণের জন্য স্বাস্থ্য সচেতন এবং পরিবেশবান্ধব মাধ্যম হিসেবে সাইকেলকে তুলে ধরতে পুরোপুরি সক্ষম হয়েছে। মূল সড়কের পাশে আলাদা সাইকেল লেন চালুর মাধ্যমে মানুষের কাছে এই বাহনটিকে তারা বিশেষ গুরুত্বের করে তুলতে পেরেছে।

সঙ্গী সাইকেল। নেদারল্যান্ডসের রাস্তায়।

এই তথ্যের সূত্র ধরেই ভারতের মতো বিরাট এবং বৈচিত্র্যময় দেশে সাইকেলের প্রকৃত প্রচার ও প্রসারের গুরুত্ব প্রশাসনিক স্তরে ভাবনায় আনা প্রয়োজন। বেশকিছু অসংগঠিত ক্ষেত্রে বা কিছু বেসরকারি সংগঠনের উদ্যোগে সাইকেল কমিউনিটি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ইদানীং চোখে পড়ছে। নিয়মমাফিকভাবে তাঁরা হয়তো পরিবেশ দিবস বা স্বাধীনতা দিবসের মতো বিশেষ দিন দেখে দলবেঁধে নির্দিষ্ট বাহন নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন। সমাজমাধ্যমে টুকটাক ছবি বা খবর পোস্ট হচ্ছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ জানতে পারছেন এবং উৎসাহিত হচ্ছেন।

কিন্তু সামগ্রিক অর্থে ভারতের মতো দেশে সাইকেল নিয়ে যে ব্যাপক উন্মাদনা দরকার ছিল তা ততটা লক্ষ করা যাচ্ছে না। উন্নতির পতাকা আকাশে উড়িয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং রাস্তাঘাটের ঝাঁ চকচকে রূপ দেশজুড়ে আমাদের নজরে আসছে। কিন্তু এরই ফাঁকে প্রশাসনিক কর্তারা স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের ক্ষেত্রে এই মাধ্যমটির গুরুত্ব স্বীকার করে সাইকেল লেন তৈরি করে তা ব্যবহারে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করছেন কই? বিশ্বের প্রচুর দেশ যখন এই ভাবনাকে প্রথম সারিতে নিয়ে আসছে তখন প্রকৃত অর্থে সাইকেল নিয়ে সদর্থক চিন্তাভাবনা ভারত সরকার তথা প্রতিটি রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের বিষয় হওয়া প্রয়োজন। অন্তত বর্তমান দূষণজনিত পরিবেশে স্নিগ্ধতা আনতে ও জনজীবনে স্বাস্থ্য সচেতনতাকে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ আবশ্যিক শর্ত হিসেবে তুলে ধরতে এদেশের রাজপথে প্যাডল ঘুরিয়ে প্রকৃতি বাঁচানোর মন্ত্র উচ্চারণ হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

(লেখক সংস্কৃতিকর্মী। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪০৮

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। পরিচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছ ৫। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে এই খাল ৬। উপযাজক হয়ে কিছু করা ৮। লাঙলের ফলা ৯। যে পাতা কাঁচা খাওয়া হয় ১১। ঘরের লাগোয়া ছাদ দেওয়া বারান্দা ১৩। চিরকাল থেকে যাবে ১৪। মালিকের স্ত্রী।

উপর-নীচ : ১। যার সামর্থ্য নেই ২। কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি ৩। কান্নার সঙ্গে মনের ভাবপ্রকাশ ৪। বাধা বা বিঘ্ন ৬। পশম সুতো ৭। জনশ্রুতি বা গুজব ৮। সুফল মিলেছে ৯। পুকুরে ভাসে জলজ উদ্ভিদ ১০। একটি অসুখ ১১। বন্দি করার পরওয়ানা ১২। কৃষকের কাজে লাগে ১৩। অস্ত্রে ধার দেওয়া।

সমাধান ■ ৪৪০৭

পাশাপাশি : ১। হানাহানি ৩। সধবা ৫। সন্তানসন্ততি ৬। বিশাখা ৭। রঞ্জক ৯। আপদবিপদ ১২। হরজ ১৩। বিরূপাক্ষ।

উপর-নীচ : ১। হাবিজাবি ২। নিয়ন্তা ৩। সরেস ৪। বাইতি ৫। সখা ৭। রদ ৮। কন্যাপক্ষ ৯। আগ্রহ ১০। দরাজ ১১। পদবি।

বিন্দুবিসর্গ

গ্যাসের আকালে মায়ানগরীর মায়া ত্যাগ

মুম্বই, ৩১ মার্চ : নেই কোভিডকালের মতো হুড়োহুড়ি, নেই লকডাউনের আতঙ্কও। কিন্তু নিঃশব্দে মায়ানগরী ছাড়ছেন শয়ে শয়ে পরিযায়ী শ্রমিক। মুম্বইয়ের রেলস্টেশনগুলিতে এখন তাঁদের ভিড়। অথচ কাজের অভাব নেই। অভাব শুধু দু-বেলা হাঁড়ি চড়ানোর জ্বালানির। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে রান্নার গ্যাসের যে আকাল দেখা দিয়েছে, তাতে কোপ পড়েছে এই শ্রমিকদের হেঁশেলে।

গত পাঁচদিন লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এবং ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাসে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ, বিহারের পাশাপাশি মালদা, বীরভূম ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ফেরার ট্রেনে তিলধারণের জায়গা নেই। মুম্বইয়ে গত কয়েকদিনে ১৩০ জন শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই শহর ছাড়ছেন শুধুমাত্র রান্নার গ্যাস না থাকায়।

৫ কেজির ছোট সিলিন্ডার, যা ৫৫০ টাকায় পাওয়া যেত, এখন কালোবাজারিতে তার দাম ঠেকেছে ২,০০০ টাকায়। ১৪.২ কেজির সিলিন্ডার মিলছে ৩,২০০ থেকে ৪,০০০ টাকায়। যাদের কেওয়াইসি নেই, তাঁদের অবস্থা আরও শোচনীয়। হোটেলে খাওয়ার খরচ জোগাতে সঞ্চয়ে টান পড়ছে। অগত্যা বীরভূমের সুখদীপ বাউড়ির মতো পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে এখন ঘরে ফেরা ছাড়া পথ নেই।

সুখদীপের কথায়, 'চারদিন লাইনে দাঁড়িয়ে সিলিন্ডার পাইনি। চোখের সামনে স্টক শেষ হয়ে গেল। হোটেলে খেয়ে তো আর কাজ করা যায় না। তাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।' বাউড়ি একা নন, আন্ধেরির যে নির্মাণস্থলে তিনি কাজ করেন, সেখানকার ১১ জন সহকর্মীর একই দশা। সকলেই মনে করছেন, রান্নার গ্যাসের আকালে টিকে থাকা মুশকিল। আপাতত পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট আছে বলে অজুহাত দেখিয়ে ঘরে ফিরছেন তাঁরা।

বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় পরিযায়ী শ্রমিকের দল। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে।

পরিস্থিতি না বদলালে মুম্বইয়ে ফেরা সত্যিই কঠিন- জানালেন বাউড়িরা। কাঞ্জুরমার্গে ১০ বাই ১২ ফুট ঘরে দশজন শ্রমিক থাকেন। তাঁদের একজন মহম্মদ নাজি আলমের কথায়, 'গ্রামে গেলে অন্তত কাঠ-কয়লা দিয়ে রান্না করা যাবে। এখানে তো না খেয়ে মরা ছাড়া গতি নেই।' একই কথা উত্তরপ্রদেশের সাহিল রেহাম শেখের। ২০০৫ সাল থেকে মুম্বইয়ে রয়েছেন তিনি। ২০২০-র অতিমারি সামলে নিয়েছিলেন। এবার তিনি ক্লান্ত। সাহিল বললেন, '৯০০ টাকার সিলিন্ডার চাইছে ৩,২০০ টাকা। এত লড়াই আর নিতে পারছি না।'

মুম্বইয়ের উপকণ্ঠে বস্ত্রশিল্পের শহর ভিওয়াণ্ডিতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। হাজার হাজার শ্রমিক পরিবার গ্যাসের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছেন, ফলে কাজ জুটছে না। সরস্বতী কুমারী নামের এক পরিযায়ী মহিলা শ্রমিক জানালেন, গত তিনদিন ঘরে গ্যাস নেই। সন্তানদের স্রেফ বিস্কুট খাইয়ে শান্ত রাখতে হচ্ছে। যদিও এই সংকট সামাল দিতে মহারাষ্ট্রের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী ছগন ভুজবল কড়া নির্দেশ দিয়েছেন বলে তাঁর দাবি।

তিনি জানিয়েছেন, যেসব এলাকায় পাইপবাহিত গ্যাস (পিএনজি) পাওয়া যায়, সেখানে ৩০ জুনের মধ্যে এলপিজি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে। সরকার চাইছে সিলিন্ডারের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে। কিন্তু তাতে এই পরিযায়ী শ্রমিকদের মুখে ভাতের জোগান আদৌ দেওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় থাকছেই।

বিজেপিতে যোগদানের পর টেনিস তারকা। মঙ্গলবার।

জোড়াফুল অপছন্দ, পদ্মে লিয়েন্ডার

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ : টেনিস কোর্টে চার দশকের দাপট শেষ। এবার রাজনীতির পিচে নতুন ইনিংস শুরু করলেন অলিম্পিক পদকজয়ী টেনিস কিংবদন্তি লিয়েন্ডার পেজ। তবে চমকটা হলো তাঁর দলবদল। একসময় ঘাসফুল শিবিরের হয়ে প্রচার মাতানো লিয়েন্ডার এবার সরাসরি নাম লেখালেন পদ্ম শিবিরে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু এবং সুকান্ত মজুমদারের হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি-তে যোগ দিলেন তিনি।

গত কয়েকদিন ধরেই জল্পনাটা হাওয়ায় ভাসছিল। সোমবার অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পরই সেই জল্পনায় শিলমোহর পড়ে। মঙ্গলবার লিয়েন্ডার বলেন, 'দেশের হয়ে ৪০ বছর টেনিস খেলেছি, এবার মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি স্পষ্ট করেন, তাঁর লক্ষ্য এখন দেশের ক্রীড়া পরিকাঠামো ও যুব সমাজের উন্নয়ন।

তবে যোগদানের দিনেই লিয়েন্ডারের গলায় শোনা গেল আক্ষেপের সুর। ঘুরিয়ে বিঁধলেন বাংলার পরিকাঠামোকেও। লিয়েন্ডারের কথায়, '১৯৮৬ সালে যখন খেলা শুরু করি, তখন বাংলায় হার্ড কোর্ট বা আলোর কোনো বালাই ছিল না। আজও দেশে একটা জুতসই ইনডোর টেনিস কোর্ট নেই, এটা ভাবলে অবাক লাগে।' তিনি সাফ জানান, ২০৩৬-এর অলিম্পিকে ভারতকে যদি ২৫টির বেশি পদক জিততে হয়, তবে খোলনলচে বদলাতে হবে ক্রীড়া জগতের।

২০২১ সালে গোয়া বিধানসভা ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন লিয়েন্ডার। গোয়া থেকে বাংলা জোড়াফুলের হয়ে প্রচারও করেছিলেন চুটিয়ে। কিন্তু পাঁচ বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেই মোহভঙ্গ। এবার সরাসরি গেরুয়া বসন গায়ে জড়ালেন তিনি।

সুকান্ত মজুমদারের দাবি, লিয়েন্ডারের আগমনে শুধু দেশ নয়, বাংলাতেও বিজেপি শক্তিশালী হবে। ক্রীড়া পরিকাঠামোর অভাব নিয়ে লিয়েন্ডারের এই 'ঝাঁঝালো' পর্যবেক্ষণ আগামী দিনে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে বিজেপির বড় অস্ত্র হতে পারে।

ভারতগামী বিমানে হামলা

তেহরান, ৩১ মার্চ : ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের আবহে এবার মার্কিন হামলার শিকার ভারতগামী বিমান। সোমবার ইরানের মাশাদ বিমানবন্দরে মার্কিন ফৌজের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 'মহান এয়ার'-এর একটি বিমান। ইরান প্রশাসনের দাবি, মানবিক কারণে ওষুধ ও ত্রাণসামগ্রী নিতে বিমানটির বুধবার দিল্লিতে নামার কথা ছিল।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের মাধ্যমে ইরানকে ওষুধ পাঠিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত। তেহরান এই পদক্ষেপের জন্য ভারতকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। এমনকি ইজরায়েল অভিমুখে ছোড়া ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের গায়েও লেখা ছিল 'থ্যাংক ইউ, পিপল অফ ইন্ডিয়া'। কিন্তু ত্রাণের কাজে ব্যবহৃত বিমানে এই হামলায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। ওয়াশিংটন এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে। এএনআই সূত্রে খবর, মাশাদ বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হামলার কবলে পড়ে বিমানটি।

মাসুদের ভাই নিহত

ইসলামাবাদ, ৩১ মার্চ : জইশ-ই-মহম্মদের সশস্ত্র জঙ্গিদের দায়িত্ব যার কাঁধে ছিল, সেই মহম্মদ তাহির আনোয়ারের দেহ উদ্ধার হয়েছে। কীভাবে মৃত্যু হয়েছে তা জানা যায়নি। জইশ প্রধান মাসুদ আজহারের বড় ভাই তাহিরের শেষকৃত্য হয়েছে। সোমবার তা সম্পন্ন হয় পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরের জামিয়া মসজিদ উসমান ওয়ালিতে। তাহির আনোয়ারের কোনও অসুস্থতা ছিল না।

ঘটেনি কোনও দুর্ঘটনা। স্বভাবতই বিষয়টি ধোঁয়াশায় ভরা। সব থেকে অবাক করা ঘটনা হল, মৃত্যুর পর তড়িঘড়ি করে তাঁর শেষকৃত্য করে ফেলা। শেষকৃত্যের পর জঙ্গি সংগঠনটির তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাহি রের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়। পাক সরকার এ বিষয়ে কোনও বিবৃতি দেয়নি। পাঞ্জাবের পাঠানকোট, জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় হামলার পর ভারতের হিট লিস্টে নাম ছিল তাহিরের।

দম্পতির রহস্যমৃত্যু

বেঙ্গালুরু, ৩১ মার্চ : এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দম্পতির রহস্যমৃত্যু বেঙ্গালুরুতে। মৃত ভানু চন্দর রেড্ডি কুন্টা (৩২) ও তাঁর স্ত্রী বিবি সাজিয়া সিরাজ (৩১) তেলেঙ্গানার বাসিন্দা। দুজনেই বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পরও স্বামীর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে প্রতিবেশী ও নিরাপত্তারক্ষীদের খবর দেন সাজিয়া। এরপর দরজা ভেঙে ভানুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। স্বামীকে ওই অবস্থায় দেখে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন সাজিয়া। এর কিছুক্ষণ পরেই আবাসনের ১৭তলা থেকে ঝাঁপ দেন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। দেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। আত্মহত্যার কারণ স্পষ্ট নয়। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে দম্পতির পরিবার।

রাজ্যগুলিকে আর্জি

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আবহে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশ ছুঁয়েছে বিমানের জ্বালানির (এটিএফ) দামও। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ যাত্রীদের স্বস্তি দিতে রাজ্য সরকারগুলিকে এটিএফ-এ ভ্যাট কমানোর আর্জি জানালেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নাইডু।

যুদ্ধের খরচ দাও, নয়তো নিজে লড়ো

ওয়াশিংটন, ৩১ মার্চ : নিজের পকেটের কড়ি খরচ করে আর পরের হয়ে যুদ্ধ লড়তে রাজি নন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকা ও ইজরায়েলের ইরান অভিযান মাস পার করলেও রণে ভঙ্গ দেওয়ার নাম নেই কোনও পক্ষেরই। কিন্তু সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে এই যুদ্ধের খরচ টানতে গিয়ে এখন মার্কিন কোষাগারে টান পড়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ও বাহরিনের মতো 'বন্ধু' দেশগুলোর ওপর আর্থিক দায় চাপাতে কোমর বাঁধছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। হোয়াইট হাউসের স্পষ্ট বার্তা, আরব দেশগুলো যদি তেহরানের পতন চায়, তবে যুদ্ধের খরচও তাদেরই ভাগ করে নিতে হবে।

মার্কিন প্রশাসনের হিসেব বলছে, গত ১৬ মার্চ পর্যন্ত এই যুদ্ধে আমেরিকার খরচ হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকা। এই বিপুল বোঝা বইতে গিয়ে মার্কিন অর্থনীতিতে এখন নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। এদিকে সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সালমান থেকে শুরু করে আরব দুনিয়ার কর্তারা চাইছেন যে

বন্ধু দেশগুলির উদ্দেশে বার্তা ট্রাম্পের

কোনও মূল্যে তেহরানের বর্তমান শাসনব্যবস্থার পতন হোক। তাঁদের এই চাহিদাকেই ঢাল বানাচ্ছেন ট্রাম্প। তাঁর সাফ কথা, বন্ধুদের স্বার্থে আমেরিকা যদি লড়াই চালিয়ে যায়, তবে সেই লড়াইয়ের বিল মেটাতে হবে তাদেরই।

তবে শুধু টাকা নয়, রণকৌশল বদলেও চমক দিচ্ছেন ট্রাম্প। এতদিন হরমুজ প্রণালী মুক্ত করা নিয়ে সরব থাকলেও, এখন তিনি চাইছেন দ্রুত যুদ্ধ শেষ করতে। মার্কিন সামরিক কর্তাদের মতে, জোর করে হরমুজের 'তালা' ভাঙতে গেলে যুদ্ধ ৬ সপ্তাহের নিধারিত সময়সীমা পেরিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তাই আপাতত ইরানের নৌবাহিনী ও ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডার গুঁড়িয়ে দিয়েই তেহরানকে কোণঠাসা করতে চাইছেন ট্রাম্প। প্রয়োজনে ইউরোপীয় ও উপসাগরীয় বন্ধুদের এই জলপথ মুক্ত করার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে পারে ওয়াশিংটন।

এদিকে, ন্যাটোর দেশগুলো পাশে না দাঁড়ানোয় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় হুংকার, 'যাদের জ্বালানির অভাব হচ্ছে, তারা আমেরিকা থেকে তেল কিনুক। আর দম থাকলে হরমুজ প্রণালীতে গিয়ে নিজেদের লড়াই নিজেরাই লড়ুক।' ফ্রান্সের আকাশসীমা ব্যবহার করতে না দেওয়া নিয়েও তোপ দেগেছেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, 'এই অসহযোগিতা আমেরিকা মনে রাখবে।'

যুদ্ধবিরতির জল্পনার মাঝেই অবশ্য মঙ্গলবার ভোররাতে বড়সড় ধামাকা করেছে আমেরিকা। ইরানের ইসফাহান পরমাণু কেন্দ্রে ৯০০ কেজির 'বাঙ্কার বাস্টার' বোমা ফেলে একটি বিশাল গোলাবারুদ ডিপো উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দাবি করা হচ্ছে, এই সুড়ঙ্গেই ইরান তাদের ৬০ শতাংশ ইউরেনিয়াম মজুত করে রেখেছিল।

হামলার সেই ভয়াবহ ভিডিও সমাজমাধ্যমে শেয়ার করেছেন স্বয়ং ট্রাম্প। পালটা দিচ্ছে আহত বাঘ ইরানও। কুয়েতের একটি বিশালাকার তেলবাহী ট্যাংকারে ড্রোন হামলা চালিয়েছে তেহরান। ইরানের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত তারা থামবে না। সব মিলিয়ে পশ্চিম এশিয়ার আকাশ এখন বারুদের গন্ধে ভারী।

- যুদ্ধের খরচ সামলাতে আরব বন্ধুদের কাছে টাকা চাইলেন ট্রাম্প
- সৌদি ও আমিরশাহিকে খরচ ভাগ করার শর্তে অভিযান চালানোর বার্তা
- তেলসংকটে ভুগলে আমেরিকা থেকে জ্বালানি কেনার পরামর্শ
- ইসফাহানের সুড়ঙ্গে 'বাংকার বাস্টার' বোমা ফেলে ইরানের ইউরেনিয়াম মজুত ধ্বংস
- ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ থামাবে না তেহরান

ল্যান্ড ও লাভ জেহাদ অস্ত্র অসমের ভোটে

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চ : অসমে সরকার গড়ার হ্যাটট্রিক করতে মঙ্গলবার দলের 'সংকল্পপত্র' প্রকাশ করল বিজেপি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার উপস্থিতিতে প্রকাশিত ওই সংকল্পপত্রে একদিকে যেমন ৫ লক্ষ কোটি টাকার বিশাল বিনিয়োগের স্বপ্ন দেখানো হয়েছে, তেমনই অন্যদিকে ধর্মীয় ও সামাজিক মেরুকরণের রাজনীতিকে উসকে দিয়ে কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি। পাশাপাশি 'ল্যান্ড জেহাদ' ও 'লাভ জেহাদ' রুখতে কঠোর আইন এনে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে লাগাতার উচ্ছেদ অভিযান ও আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে বিজেপি।

হিমন্তের সাফ কথা, 'যতদিন ভারত-বাংলাদেশ প্রতিবেশী থাকবে, অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে হবে।' জেলা শাসকদের হাতে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা তুলে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে বিজেপির সংকল্পপত্রে। বিজেপি শাসিত উত্তরাখণ্ডের দেখাদেখি ইদানীং একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। অসমও তার ব্যতিক্রম থাকছে না। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা স্পষ্ট জানিয়েছেন, ক্ষমতায় ফেরার তিন মাসের মধ্যেই অসমে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করা হবে। তবে ষষ্ঠ তপশিলভুক্ত এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিকে এর আওতার বাইরে রাখা হবে। এদিনও কংগ্রেসকে নিশানা করেছে বিজেপি।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর প্রসঙ্গ টেনে নির্মলা সীতারামন বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি ৭৭ বার অসম সফর করেছেন, অথচ এই রাজ্য থেকে রাজ্যসভার সাংসদ হওয়া সত্ত্বেও মনমোহন সিং ১০ বারের বেশি আসেননি।' আগামী ৫ বছরে ২ লক্ষ সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি বন্যা নিয়ন্ত্রণে প্রথম পর্যায়ে ১৮,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে বলে জানান তিনি। পশ্চিমবঙ্গের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর আদলে অসমে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা যোজনার কথা বলা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪০ লক্ষ 'লখপতি বাইদেউ' তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। অসমে ৯ এপ্রিল ভোট।

এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গৌরব গগৈ দাবি করেছেন, অসমে পরিবর্তনের হাওয়া চলছে। বিজেপির ভয় দেখানোর রাজনীতি থেকে মানুষ মুক্তি চাইছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোট নতুন অসম গড়বে।

বিজেপির সংকল্পপত্র হাতে নির্মলা সীতারামন ও হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

ইজরায়েলি হামলার পর ধোঁয়ার কুণ্ডলী। মঙ্গলবার বেইরুটে।

মৃত্যুদণ্ড বিল পাশ

জেরুজালেম, ৩১ মার্চ : ইরান যুদ্ধের মধ্যে ইজরায়েলে হামলা চালানো প্যালেস্তিনীয়দের মৃত্যুদণ্ড বিল অনুমোদিত হল। মঙ্গলবার ইজরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটে ৬২-৪৮ ভোটে তা পাশ হয়েছে। বিলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সহ ৬২ জন এমপি। বিরোধিতা করেছেন ৪৮ জন। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বিলটি আইনে পরিণত

করা হবে। বিল অনুমোদিত হওয়ায় উচ্ছ্বাস ফেটে পড়েন সরকারপক্ষের নেতারা। বিলে বলা হয়েছে, ওয়েস্টব্যাংকে বসবাসকারী ইহুদিদের ওপর হামলাকারী প্যালেস্তিনীয়দের ফাঁসি দেওয়া হবে। এই বিলের পক্ষে বহুদিন ধরে সরব ছিলেন ইজরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী বেন গভির। বিল নেসেটে অনুমোদিত হওয়ার পর গভির এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমরা ইতিহাস গড়লাম। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমরা পূরণ করছি।' নেতানিয়াহু কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

লাদাখে চেনা ছন্দে সোনম ওয়াংচুক

মানুষের সমর্থনে আপ্লুত

লে, ৩১ মার্চ : ছয় মাস যোধপুর জেলে কাটানোর পর লাদাখে নিজের 'পুরোনো রুটিনে' ফিরে গিয়েছেন বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক। গত ১৪ মার্চ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভস, লাদাখ (এইচআইএএল)-এ কাজকর্ম শুরু করেছেন। স্বাভাবিক জীবনে ফেরার এই প্রক্রিয়াকে 'মন্থর পদক্ষেপে প্রত্যাবর্তন' বলেছেন সোনম।

সেপ্টেম্বরে লে-তে পুলিশের গুলিতে চার বিক্ষোভকারীর মৃত্যুর পর অশান্তি ছড়িয়ে পড়লে সোনমকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে (এনএসএ) গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মুক্তি পেলেও তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর ফোন এবং কম্পিউটার এখনও ফেরত দেয়নি প্রশাসন।

এক ভিডিওবার্তায় ওয়াংচুক বলেন, 'গত ছয় মাসে চরম অন্যায় অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি জানি না ক্ষোভ বা তিক্ততা আমার লড়াইয়ের উদ্দেশ্যকে সফল করবে কি না।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে লাদাখের দুই প্রভাবশালী সংগঠন 'অ্যাপেক্স বডি লে' এবং 'কার্গিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স'-এর আলোচনা এখনও পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সোনম ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখার ওপর জোর দিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'সরকার যখন গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক বিশ্বাস তৈরির কথা বলছে, তখন এটিকে ভুল স্বীকার এবং তা সংশোধনের ইচ্ছা হিসেবে দেখাই ভালো।' সোনম বলেন, 'আমার, গীতাঞ্জলির এবং

> **গত ছয় মাসে চরম অন্যায় অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি জানি না ক্ষোভ বা তিক্ততা আমার লড়াইয়ের উদ্দেশ্যকে সফল করবে কি না।**
>
> **-সোনম ওয়াংচুক**

সর্বোপরি লাদাখের পাশে দাঁড়ানোয় আপনাদের ধন্যবাদ জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।'

লাদাখকে সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছেন সোনম ওয়াংচুক। তিনি জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভালো না হলেও এই মুহূর্তে আলোচনার পরিবেশ নষ্ট করতে চান না। ইদানীং সোনম এইচআইএএল ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোয় মন দিয়েছেন।

নালন্দার মন্দিরে পদপিষ্ট, মৃত ৯ মহিলা

পাটনা, ৩১ মার্চ : মঙ্গলবার মা শীতলা মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ন'জন মহিলার। অন্তত ১২ জন পুণ্যার্থী আহত হয়েছেন। আহতদের সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থল বিহারের নালন্দা জেলার মগরা গ্রাম। ঘটনায় এক পুলিশ অফিসার সাসপেন্ড হয়েছেন। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করেছে বিহার সরকার।

চৈত্র মাসের শেষ মঙ্গলবার বলে মন্দিরে ভক্তদের বিপুল সমাগমের মধ্যে পুজো দেওয়াকে কেন্দ্র করে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ভিড় ও হুড়োহুড়ির মধ্যে পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ আসে। উদ্ধারকাজে পুলিশের সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। কিন্তু কেন এমন হল? ভিড় নিয়ন্ত্রণে গাফিলতি ছিল কি না সে সমস্ত খতিয়ে দেখবেন এসআইটি-র অফিসাররা।

ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে বলেছেন, 'অত্যন্ত বেদনাদায়ক দুর্ঘটনা। যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করছি।' প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে নিহতদের নিকটাত্মীয়দের এককালীন ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও শোকপ্রকাশ করে তাঁর ত্রাণ তহবিল থেকে এককালীন ২ লক্ষ টাকা অনুদান ঘোষণা করেছেন। রাজ্য বিপর্যয় বিভাগও মৃতদের পরিবারের জন্য ৪ লক্ষ টাকা এককালীন সাহায্য ঘোষণা করেছে।

'আমার রাজা ফিরে এসেছে'

ইন্দোর, ৩১ মার্চ : মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে স্ত্রীর হাতে খুন হয়েছিলেন রাজা রঘুবংশী। ঘটনাটি গত বছর মে মাসের। অভিযুক্ত স্ত্রী সোনম ও তাঁর প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা বর্তমানে জেলবন্দি। পুত্রশোকের মধ্যেই রঘুবংশী পরিবারে এবার খুশির হাওয়া। রাজার দাদা শচিনের স্ত্রী জন্ম দিয়েছেন পুত্রসন্তানের। কান্নাভেজা গলায় রাজার মা উমা রঘুবংশীর বলেছেন, 'ও আমাদের রাজা। আমার রাজা আবার ফিরে এসেছে।' সদ্যোজাত নাতির নামও দিয়েছেন 'রাজা'। একাদশীতে খুন হয়েছিলেন রাজা। সেই একাদশীতেই জন্ম হয়েছে নবজাতকের।

কেরলে বিজেপির ফ্রি সিলিন্ডারের প্রতিশ্রুতি

তিরুবনন্তপুরম, ৩১ মার্চ : দক্ষিণ ভারতে জমি শক্ত করতে এবার কেরলকে 'পাখির চোখ' করেছে বিজেপি। ৯ এপ্রিলের মহারণের আগে মঙ্গলবার প্রকাশিত ইস্তেহারে একগুচ্ছ রঙিন প্রতিশ্রুতির ডালি সাজাল গেরুয়া শিবির। তালিকায় সবচেয়ে বড় চমক— বছরে দুটি এলপিজি সিলিন্ডার একেবারে বিনামূল্যে! ওনাম আর বড়দিনে এই উপহার দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, যেখানে ইরান যুদ্ধের জেরে জ্বালানি আমদানিতে নাভিশ্বাস উঠছে দেশের, সেখানে এই 'ফ্রি' সিলিন্ডারের প্রতিশ্রুতি কি আদপে বাস্তবসম্মত? না কি পুরোটাই ভোটের ময়দানে সস্তা চমক?

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন ও রাজ্য সভাপতি রাজীব চন্দ্রশেখরের উপস্থিতিতে প্রকাশিত ইস্তেহারে কেরলে প্রথম 'এইমস' তৈরি, মহিলাদের ৩ হাজার টাকা মাসিক পেনশন এবং গরিবদের জন্য আড়াই হাজার টাকার মুদিখানা কার্ডের টোপ দেওয়া হয়েছে। এমনকি শবরীমালা মন্দিরে সোনা চুরির ঘটনায় সিবিআই তদন্তের তাসও খেলেছে পদ্ম শিবির। তবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কিন্তু অন্য কথা বলছে। হরমুজ প্রণালীতে অস্থিরতার কারণে দেশের ৯০ শতাংশ এলপিজি আমদানি ধাক্কা খেয়েছে। বাজারে রান্নার গ্যাসের আকাল ও আকাশছোঁয়া দামের আশঙ্কায় যখন সাধারণ মানুষ তটস্থ, তখন কেরলে বিজেপির এই 'গ্যাস রাজনীতি' নিয়ে সরব বিরোধীরা।

পাল্টা আসরে নেমেছেন রাহুল গান্ধিও। কান্নুরের জনসভা থেকে তাঁর তোপ, 'সিপিএম আর বামপন্থী নেই, ওরা এখন মোদির নিয়ন্ত্রণে থাকা দল।' রাহুল দাবি করেন, সিপিএম-বিজেপি আঁতাত করে হিংসা ছড়াচ্ছে। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা একে অ্যান্টনিও হুঙ্কার দিয়েছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কেরলে বিজেপির স্থান নেই। সব মিলিয়ে, দক্ষিণের এই রাজ্যে একদিকে বিজেপির 'ফ্রি' প্রকল্পের হাতছানি, আর অন্যদিকে কংগ্রেস ও বামেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই— লড়াইটা এখন সেয়ানে সেয়ানে। শেষ হাসি কে হাসবে, তা সময়ই বলবে।

বিয়ের পিঁড়িতে অঙ্কুশ, ঐন্দ্রিলা

১৫ বছরের সম্পর্ক, দীর্ঘদিন একসঙ্গেই আছেন, বিয়ের কথাও হয়েছে নানাভাবে, কিন্তু বিয়েটা হয়ে ওঠেনি। এবার অঙ্কুশ ও ঐন্দ্রিলার বিয়ের চর্চা শুরু হয়েছে, সৌজন্য অভিনেতার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট। মঙ্গলবার ঐন্দ্রিলার জন্মদিনে অঙ্কুশ দুজনের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, বিভিন্ন আনন্দের মুহূর্ত শেয়ার করেছেন। কিন্তু চোখ টেনেছে অঙ্কুশের লেখা শেষ লাইনগুলো। তিনি লিখেছেন, তাঁদের সন্তানরা জন্মাবার পরই যাতে তাঁদের দাদু-দিদা বলে না ডাকে, তাই আর দেরি করা যাবে না...এই লাইন নিয়েই এখন নেটমহলে আলোচনা চলছে। তাহলে কি চলতি বছরেই দুজন বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন? তাঁদের সম্পর্কের ভিত তাঁদের বন্ধুত্ব। দীর্ঘদিন তথাকথিত সামাজিক দায়বদ্ধতা ছাড়াই নিজের ভালোবাসা, বন্ধুত্বের শক্ত ভিতের ওপর তাঁদের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে আছে। ব্যর্থতা, সাফল্য, আনন্দ, দুঃখ সবই ভাগ করে নিয়েছেন। এত দার্শনিক আলোচনা অবশ্য অনুরাগীরা করছেন না, তাদের কাছে অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার বিয়েটা জরুরি। সেটা কবে হবে, অপেক্ষা তারই।

রাহুলের জায়গায় এআই?

বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে ঘটনাটা আগে কখনও ঘটেনি। এবারে হয়তো রাহুল অরুণোদয়ের জন্যে এটাও ঘটবে। রাহুলের বিকল্প হিসেবে এআই-এর কথা ভাবছেন কেউ কেউ। আসলে এতগুলো অসমাপ্ত প্রোজেক্ট, মানে যে ছবিগুলোর ডাবিং বাকি রয়েছে। সেই ছবির কাজ শেষ হবে কী করে?

রাহুলের টানা ডেট দেওয়া ছিল। না শুটিংয়ে নয়, ডাবিংয়ে। দুটো বা তিনটে ছবির ডাবিং বাকি। মে মাস থেকে পরপর ছবিগুলোর মুক্তি। সৌমাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাই প্রকাশ লাহিড়ীদের ছবিগুলোর তাহলে কী হবে? রাহুলের অংশের শুটিং শেষ। কিন্তু ডাবিং বাকি। কেউ কেউ ভাবছেন এআই-এর কথা। তাহলে রাহুলের ভয়েস ক্লোন করে এআই দিয়ে চালানো হবে! কিন্তু তাতে যে ইমোশন ঠিকঠাক আসবে না।

কেউ কেউ অবশ্য রাহুলকে ট্রিবিউট দেওয়ার কথা ভাবছেন। শুটিং চলাকালীন রাহুলের ল্যাপেলে যে সাউন্ড আছে, সেটাই যতটা সম্ভব ক্লিয়ার করে সিনেমায় ব্যবহার করতে চাইছেন তাঁরা। সেটা সম্ভব হবে? এখনও পরিচালকরা ভাবনার স্তরে। দেখা যাক, রাহুলের স্বর নিয়ে ইন্ডাস্ট্রি ঠিক কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছয়।

রাহুল নেই, এবার গল্প ঘোরানোর পালা

বৃহস্পতির তো তুঙ্গে থাকার কথা। সেই বৃহস্পতিতেও তাহলে গ্রহণ লাগে? 'ঠাকুমার ঝুলি' ওটিটি প্রোজেক্টের বৃহস্পতির ভূমিকায় একেবারে পেটে খিল লাগিয়ে দিয়েছেন রাহুল। ঠাকুমার রহস্য উন্মোচনের পথে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যান বৃহস্পতি, মানে রাহুলের চরিত্র।

রাহুল অরুণোদয় এমনিতেই কী অসাধারণ মাপের অভিনেতা, তা নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই। শ্রাবন্তী বলছিলেন, এই সিরিজে যখন রাহুলের নাম শুনলেন, তখন তাঁর সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়েছিল। রাহুল আছেন মানেই সিরিজটা জমে যাবে। দুজনের একসঙ্গে তো নায়ক-নায়িকা হওয়া হয়নি। শ্রাবন্তী খুব চাইছিলেন রাহুলের সঙ্গে একটা কাজ করতে। কিন্তু হচ্ছিল না। এই সিরিজটা পেয়ে তাঁর আনন্দ হয়েছিল।

পরিচালক অয়ন চক্রবর্তী রাহুলের সঙ্গে 'ঠাকুমার ঝুলি'র দ্বিতীয় পর্বের গল্প নিয়েও চূড়ান্ত আলোচনা সেরে ফেলেছিলেন। দিনকয়েক আগেই কথা হয়েছে তাঁদের। রাহুল নিজেও খুব এক্সাইটেড ছিলেন। বৃহস্পতি নামের উর্দিধারী পুলিশ এর পরে ঠিক কী কী করবে, সে সব ভাবাও হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যেই আচমকা এমন দুঃসংবাদ।

না, সম্ভবত এই সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে আর বৃহস্পতি থাকবে না। কারণ রাহুলের বিকল্প পাওয়া সম্ভব নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন পরিচালক। সেক্ষেত্রে গল্প ঘোরাতেই হবে।

পনেরো মিনিটের রাস্তা এক ঘণ্টায়?

কথার মধ্যে এখনও বিস্তর ধোঁয়াশা। প্রোডাকশনের কেউ বলে, শুটিং শেষ হয়ে গিয়েছিল, কেউ বলে হয়নি। তদন্তে নেমে পুলিশ রীতিমতো তাজ্জব। রবিবার, বিকেল প্রায় ৫টা থেকে ৫.৩০— এই সময়ের মধ্যেই সমুদ্রে তলিয়ে যান রাহুল। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, রাহুল সহ-অভিনেত্রীকে নিয়ে জলের মধ্যে এগোচ্ছিলেন। কেউ বলছেন শ্যুটিং চলছিল, কেউ বলছেন প্যাকআপের পরের মুহূর্ত। পরিচালক শুভাশিস মণ্ডলের দাবি, জলের মধ্যেই একটি দৃশ্যের শুটিং হচ্ছিল। প্রযোজক লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ও সে কথা বলেছেন। পারফেকশনিস্ট রাহুল নাকি ড্রোন শট চেয়েছিলেন। অন্যদিকে প্রোডাকশন টিমের একটা অংশ বলছে, শুটিং শেষ। সব গুছিয়ে নেওয়ার কাজ চলছিল।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে কেউ কিছুই সেভাবে বলতে পারছে না। সাত কিলোমিটার দূরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে খুব বেশি হলে মিনিট পনেরো সময় লাগার কথা। কিন্তু গাড়িতে একঘণ্টা কেন লাগল, সেই উত্তরটাও খুঁজছে পুলিশ। সাড়ে ছ'টার পরে রাহুলকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাহলে এতক্ষণ কী হচ্ছিল? রাস্তায় জ্যাম, নাকি অন্য কোনো কারণে বিলম্ব?

পুনমের বেবি বাম্প, এপ্রিল ফুল?

পুনম পাণ্ডে আবার খবরে। গত ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারি জানা যায়, ক্যানসারে অভিনেত্রী পুনম পাণ্ডের মৃত্যু হয়েছে। চারদিকে শোরগোল পড়ে যায়। পরে জানা যায়, সব বাজে কথা। নিজেই বলেন তিনি বেঁচে আছেন। ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতেই নাকি এই পদক্ষেপ। এর জন্য হেনস্থাও কম হননি। এবার হলুদ টি শার্ট তুলে নিজের পেটের ছবি দিয়ে ইন্সটায় জানিয়েছেন তিনি অন্তঃস্বত্ত্বা। প্রথম ছবিতে এটাই আছে। পরের ছবিতেও এই বক্তব্যেরই ইঙ্গিত। ছবিতে কেউ নেই, আছে গর্ভবতী মহিলা, দুধের বোতল এবং একটি বাচ্চার ইমোজি। এর সঙ্গে আর কোনও ক্যাপশন নেই। এরপরই তাঁকে নিয়ে চর্চা শুরু। নেটমহল বলছে, বাচ্চার বাবা কে। অনেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বটে কিন্তু বেশিরভাগই সমালোচনার দলে। কেউ বলেছে, প্রচারের জন্য সব হচ্ছে। কেউ বলছে এ আই-এর কারসাজি। সামনেই পয়লা এপ্রিল। তিনি এপ্রিল ফুল করছেন নাকি এসব সত্যি? আসল কথা হল, পুনম এখন হিমাচল প্রদেশে ব্ল্যাক উইডো ছবির শুটিং করছেন। তার জন্যই প্রস্থেটিক মেক আপের সাহায্যে বেবি বাম্প লাগিয়েছেন। ছবির প্রচারের জন্যই এত কিছু।

একনজরে সেরা

মন্দিরে মালাইকা

নতুন 'বন্ধু' ১৯ বছরর ছোট হর্ষ মেহেতার সঙ্গে রাজস্থানে ছুটি কাটাচ্ছেন মালাইকা অরোরা। নারলাইয়ের আদিনাথ জৈন মন্দিরে ওঁরা পুজো দেন, উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথা বলেন, ছবি তোলেন। সব সময় হর্ষ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের প্রথম দেখা যায়, মুম্বাইয়ে এনরিকে ইগলেসিয়াসের কনসার্টে, তারপর থেকেই দুজনের প্রেমের গুঞ্জন শুরু।

লীনা বলছেন

ভোলেবাবা পার করেগার প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার লীনা গঙ্গোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত মুখ খুলেছেন। তাঁর কথায়, আমি ওখানে ছিলাম না, যা শুনেছি, বলছি। রাহুল পারফেকশনিস্ট ছিল। ও-ই পরিচালককে ড্রোন শট নেবার জন্য জোর করে, চিত্রনাট্যে ওই দৃশ্য ছিল না। জল থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময়েও রেসপন্ড করছিল, তারপর!

ক্ষতিপূরণের দাবি

রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পিছনে সঠিক সুরক্ষার অভাব, গাফিলতি ইত্যাদি নানা কারণের কথা উঠে আসছে। অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন তাই প্রযোজনা সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে, চ্যানেলকে ব্ল্যাকলিস্ট করা এবং রাহুলের পরিবারকে ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার দাবি করেছে।

রাহুলের মা

দুঃসংবাদ পাওয়ার পর থেকেই রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে। তবু তাঁর খাওয়া-ঘুম চলে গিয়েছে, শোয়ানো যাচ্ছে না তাঁকে, শুধু ছেলেকে খুঁজছেন। চৈতি ঘোষাল, দেবলীনা দত্তরা সব সময় তাঁর কাছে ছিলেন। দেবলীনার কথায়, বুধবার দাদাভাই আসবে, তারপর যদি সামলানো যায়। উল্লেখ্য, রাহুলের দাদা আয়ারল্যান্ডে থাকেন।

আন্তর্জাতিক সম্মান

ষষ্ঠ শ্রীলঙ্কা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা ছবি হল রাজা ঘোষ ও রাজকুমার ভুঁইয়া প্রযোজিত চাবিওয়ালা। একাধিক বিভাগে সেরা পুরস্কার পেয়েছে ছবিটি, যেমন পরিচালনায় রাজা ঘোষ, সেরা অভিনেতা কৌশিক কর, অভিনেত্রী অমৃতা চট্টোপাধ্যায়, সেরা সহ অভিনেতা শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, সেরা মিউজিক নবারুণ বসু।

বাবার মুখাগ্নি করেও সহজ সহজই

কৈশোরে পা দিয়ে মর্মান্তিক আঘাতটা পেল সহজ। অভিনেতা রাহুলের ছেলে। পরিবার, বন্ধুবান্ধব সবার শোক, অসহায়তা, প্রতিবাদের ঝড়ের মধ্যে ছেলের কাছে বাবার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে দেওয়াটাই মা হিসেবে সবথেকে কঠিন কাজ ছিল প্রিয়াংকার। তবু তিনিই আস্তে আস্তে ছেলেকে বোঝান। তিনিই বাবার মৃত্যুসংবাদ দেন সহজকে। আগলে রেখেছিলেন ছেলেকে মিডিয়ার কাছ থেকে, কোনও অসংগত প্রশ্নের হাত থেকে। কেওড়াতলা শ্মশানে বাবার মুখাগ্নির সময়ে যেন কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়েছিল সহজ। চারদিকে ভিড়, কান্না, চিৎকার, মিডিয়া—তার মধ্যেও সে সহজই ছিল। মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে বাবার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। মাথার ওপর ছাদ কি, তা সে বোঝে না, পরে হয়তো বুঝবে। আজ শুধু সে বুঝেছে তার বাবা আর নেই, বাবার সঙ্গে সেদিনের সেই খেলার দিন, খুশির দিন আর ফিরবে না। অভিব্যক্তিহীন মুখে সে বাবার মুখে আগুন দেয়, সহায় সেই মা। তারপর বাবার অস্থি নিয়ে মায়ের সঙ্গেই গাড়িতে ওঠে। কারওর দিকে সে তাকায়নি, চোখে জলও ছিল না তার। তারপর বাবুঘাটে বাবার অস্থি বিসর্জন দেয়। এরপর মায়ের সঙ্গে বাড়ি। মায়ের সঙ্গেই সে থাকে, তবু বাবা ছিল, সে জানত। এবার সে বুঝে যাবে, বাবা আর নেই। সহজভাবেই জীবনকে গ্রহণ করার সহজ শিক্ষা তার বাবা তাকে দিয়ে গিয়েছে, মা তাতে আরও শান দিয়েছে। সে সহজই আছে।

অপর্ণার ইচ্ছে

রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সময় তিনি শহরে ছিলেন না। অনেক দূরে থেকেও তাঁর মৃত্যুতে স্তব্ধ হয়েছেন অপর্ণা সেন। তাঁর ছবি আরশি নগরে রাহুল কাজ করেছিলেন, সঙ্গে প্রিয়াংকা সরকারও ছিলেন। সেই স্মৃতি ছুঁয়ে অপর্ণা পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়, 'রাহুল কেন তোমাকে এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল... অনেক কিছু থেকেই সরে গিয়েছি, নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি, কিন্তু তোমার এভাবে অকালে চলে যাওয়া দূরে থেকেও আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। কিছুতেই মানতে পারছি না তুমি নেই। তোমার পডকাস্টে আসার সুযোগ হয়নি আমার, আশা ছিল কখনও আমাকে ডাকবে। সেও আর হল না।' শেষে লিখেছেন, 'জানি না মরণোত্তর কোনও অস্তিত্ব থাকে কিনা মানুষের। যদি থাকে তুমি নতুন প্রাণ নিয়ে রাজ করো। আমাদের সকলের ভালোবাসা তোমার সঙ্গে রইল।'

রাহুল অরুণোদয় ঘুমের লোভে চিরঘুমে!

রমাপদ পাহাড়ি

ঘুম। রাহুলের কাছে ছিল পি সি সরকারের ম্যাজিক। ট্যারা হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যেস ছিল ওর। ঘুমের গভীরতা ছিল জীবনানন্দের কবিতার চেয়েও বেশি। ইট-পাটকেল ছুড়ে ঘুম থেকে তুলতে হত। একসময় সেই ঘুমটুকুর লোভে গাঁজা, কফ সিরাপ, হেরোইন। এমনকী শুটিংয়েও ডুব। এবং সেই বিপথ থেকে উত্তরণ।

রাহুলের সহজ কথায়, 'সন্ধেবেলায় মা-বাবার নাটকের রিহার্সাল থাকত। ওরা চলে যাওয়ার পর দরজা এঁটে চৌবাচ্চার ফুটো, তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদর, জারণ-বিজারণ, অনুঘটক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কখন যে ট্যারা হয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম দেবা ন জানন্তি। আর সেই ঘুমের গভীরতা জীবনানন্দ দাশের কবিতার চেয়েও বেশি। অন্তত পাঁচবার এমন হয়েছে, পাড়ার দাদা পাইপ বেয়ে দোতলায় উঠে জানালা দিয়ে ইট-পাটকেল ছুড়ে আমাকে ঘুম থেকে তুলেছে। বাবা-মা ঠায় দাঁড়িয়ে ততক্ষণ।

উচ্চমাধ্যমিকের আগে অবধি ঘুমের সঙ্গে আমার হানিমুন পিরিয়ড চলেছে। ঘুম তখনও অবধি আমার কাছে এত সহজ ছিল যে, আমি চোখ বন্ধ করে ঘুমোতে পারতাম। কিন্তু বিপদ হল উচ্চমাধ্যমিকের সময়। পরীক্ষার আগের তিনমাস সিলেবাসের ঠেলায় ঘুমোলাম না।' পরের তিন মাস ঘুম কেড়ে নিল সুবোধ ঘোষ আর নরেন মিত্তির। একটা করে গল্প শেষ করে সজারুর মতো গায়ের লোম খাড়া করে বসে থাকতাম হুব্বা হয়ে। চোখ জ্বালা করত, গলার কাছটা দলা পাকিয়ে যেত। সেটা কাটানোর জন্য আরেকটা গল্প পড়ে ফেলতাম। মোটমাট বাংলা সাহিত্য আর অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি আমার জীবন থেকে অর্গ্যানিক ঘুম কেড়ে নিল। আজীবনের মতো অনিদ্রা রোগ ধরে গেল। এবং যত দিন যেতে লাগল, এই অনিদ্রা রোগ আমার আতঙ্কে পরিণত হল। যত রাগ হত তত আতঙ্ক গ্রাস করত আমায়। মনে হত, আজও ঘুম হবে না। সমাধান দিল এক বন্ধু। আমার জীবনে প্রবেশ করল গাঁজা। দিনের শেষে একটা সিগারেটে ভরে খেয়ে নিলে মনে হত, ব্যস, ঘুম নিয়ে আর চিন্তা নেই। এভাবে বছরখানেক চলার পর গাঁজা স্যাচুরেশন পয়েন্টে চলে গেলে। তখন আর গাঁজা খেলে ঘুম বা নেশা কোনওটাই হত না। বন্ধু নিয়ে এল আরেকটা সমাধান। কফ সিরাপ ঢুকে গেল জীবনে। যদিও আমার সেইসব বন্ধুদের আমি কোনওভাবেই দায়ী করি না। যা করার আমিই সজ্ঞানে করেছি। দিনে তিন-চার শিশি তখন জলভাত। অ্যান্ড আই স্টার্টেড লুজিং ইট মেন্টালি। আমার কথার তাল কাটতে লাগল। কমিটমেন্টের দাম রইল না। সবে কফ সিরাপ ছেড়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। বাবা চলে গেলেন পৃথিবী ছেড়ে। বাবা, আমার কাছে শুধু বাবা ছিলেন না। আমার নাট্যশিক্ষক, ক্রিকেট দেখার সঙ্গী, গোপন কথার রক্ষক-- সবই ছিলেন বাবা। বাবার মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে গেলাম। সেই রাস্তা দিয়ে আমার জীবনে প্রবেশ করল সর্বাধিনায়ক হেরোইন, ব্রাউন সুগার। এবার এক আশ্চর্য ঘুমের সাক্ষী হলাম। হঠাৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখতাম মাঝখানের একটা দিন হাওয়া হয়ে গেছে। পয়লা বৈশাখ চলে গেছে।

আমি টেরই পাইনি। ষষ্ঠীতে ঘুমিয়ে অষ্টমীতে উঠেছি। মাঝখানে সপ্তমী বেপাত্তা। বাইরে পুজো হচ্ছে। ঢাকের শব্দ পাচ্ছি। আমি ঘরে বসে আছি। ঘরভর্তি বিষাদ, শুকনো বমির দাগ, গন্ধ ও পরবর্তী নেশার অপেক্ষা নিয়ে। এই চলতে চলতে একদিন শুটিং-এ পৌঁছতেই পারলাম না। এটা আমার কাছে চরম ধাক্কা ছিল। সেইদিন সিদ্ধান্ত নিলাম, এটা আর চলতে পারে না। ছেড়ে দিলাম। আমাকে কোনও রিহ্যাবে যেতে হয়নি তার জন্য। সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি, কিন্তু নিজের কাছে হারিনি।

আজ আমার আর ঘুমের সঙ্গে একটা সমঝোতা হয়ে গেছে। আমি জানি, রোজ রোজ ঘুম আমার ভাগ্যে নেই, কিন্তু আমার আতঙ্ক কেটে গেছে। আমি এখন রাত উপভোগ করি। রাত আমার কাছে এখন একটা সুযোগ, নতুন বই পড়ার, নতুন সিনেমা দেখার। রাতকে আমি নিজের মনে হোয়াটসঅ্যাপ করি, কিন্তু ব্লু টিক পড়েছে কিনা দেখার জন্য অপেক্ষা করি না। রাত ক্রমশ তরল হতে হতে যখন ঊষার কাছে নতজানু হয়, একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। আমার কানে অত্যাধুনিক ইয়ার পরে বহু যুগ পেরিয়ে গেয়ে ওঠেন শচীন কর্তা, 'ঘুম, ভুলেছি নিঝুম। এ নিশীথে জেগে থাকি। আর আমারই মতো জাগেনি রে দুটি পাখি।'

কোনও এক অজ্ঞাত আসবাবের দোকান থেকে আলনা নিয়ে সার দিয়ে চলে যায় কিছু লোক। পুব আকাশ লালচে করে ভোর হয়। গণশক্তি স্ট্যান্ডের সামনে রথীনদা চায়ের দোকানে স্টোভে পাম্প দিতে দিতে অবাক হয়ে আমার বারান্দার দিকে তাকায়। ভাবে প্রলাপ বকছি। আসলে আমি বিড়বিড় করে বলছি—

অরুণোদয় নেহাত খারাপ নয়। বেশ লাগে দেখতে।' কত কথা, কত লেখা, একসঙ্গে কত পথহাঁটা বাকি রয়ে গেল রাহুল। মাত্র তেতাল্লিশেই... আজ আমার ঘুমনেই চোখে, কারণ তুমি যে চিরঘুমে।

ডিপিএসের ছাত্র কৃথভিক ভাওয়াল পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কনে ভালো। তৃতীয় শ্রেণির এই ছাত্রের প্রতিভায় খুশি শিক্ষকরা।

বছরভর ‘এপ্রিল ফুল’ আমজনতা

পয়লা এপ্রিল। ক্যালেন্ডারের পাতা উলটে নির্দিষ্ট এই দিনটি এলেই আট থেকে আশি সকলেই কৌতুকের সুরে একে অপরকে বোকা বানাতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাস্তবের আঙিনায় মিথ্যের ফানুসে ভর করে সাধারণ মানুষ বছরের প্রতিদিনই বোকা বনে চলেছেন। এনিয়ে অবশ্য সাধারণ মানুষই এখন ঠাট্টা করে বলছেন, রাজনৈতিক নেতারা নাকি সারাবছরই বোকা বানিয়ে চলেছেন। ঠিক সেই কারণেই রাজনীতিবিদদের প্রতিশ্রুতি আজকাল আর কেউ সহজে বিশ্বাস করতে চান না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সভাসমাবেশ থেকে বেরিয়েই অনেকে মুখ টিপে হাসেন। এনিয়ে তাঁদের মত কী? শহরের বিশিষ্টজনেরাই বা কী বলছেন? রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ব্যাখ্যাই বা কী? শুনলেন **নিতাই সাহা**

সাধারণের মতে

২৪ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবীণ নাগরিক নন্দলাল ভট্টাচার্য বলেন, ‘এখন রাজনৈতিক নেতারা বছরভরই এপ্রিল ফুল বানিয়ে চলেছেন। মিথ্যে প্রতিশ্রুতিই এখন রাজনৈতিক পাঠের ব্রত। মিথ্যা কথা বলে মানুষকে বিপথে চালনা করা হচ্ছে। মানুষ যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছেন। সেক্ষেত্রে ১ এপ্রিলে আমরা কত মানুষকে সচেতন করতে পারছি তার ওপরই সমাজের উন্নয়ন নির্ভর করছে।’ ওই ওয়ার্ডের আরেক বাসিন্দা অখিল চক্রবর্তীর কথায়, ‘এপ্রিল ফুল একটা ট্র্যাডিশন হিসেবে চলে আসছে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে আমাদের এপ্রিল ফুল করছে তা অতুলনীয়।’

২৫ নম্বর ওয়ার্ডের তনিমা রায় দত্ত বললেন, ‘আমরা তো রোজই এপ্রিল ফুল হচ্ছি। আসলে যাঁরা আমাদের ফুল করছেন তাঁরা ভাবছেন আমরা বোকা। কিন্তু কিছু ভুল মানুষের জন্য আমাদেরও ভুক্তভোগী হতে হচ্ছে।’ শিলিগুড়ি উত্তর ফাল্গুনি সোসাইটির সম্পাদক প্রবীর ঘোষের অভিজ্ঞতায়, ‘শাসকদল থেকে শুরু করে বিরোধীরা সবাই আমাদের বোকা বানাচ্ছে। সরকার আমাদের ২০১৪ সালে একরকম আশা দেখাল, ২০১৯ সালে একরকম আশা দেখাল। কিন্তু ২০২৬-এ বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিল।’

বিশিষ্টজন বলছেন

খানিকটা ইতিহাস ঘেঁটে অমিতাভ কাঞ্জিলাল বললেন, ‘এপ্রিল ফুল কথাটি মূলত পশ্চিমী রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে এসেছে। সামাজিকভাবে সকলে মজা, ঠাট্টা, তামাশার জন্য এটি ব্যবহার করে আসছেন। তবে, আজ নিঃসন্দেহে সাধারণ মানুষ রাজনীতিবিদদের কাছে এপ্রিল ফুল করার বিষয় হয়ে উঠেছেন। মানুষ এখনও রাজনৈতিক নেতাদের মসিহার পর্যায়ে বিবেচনা করেন। বিশ্বাস করেন, নেতারা সর্বপ্রকার সমস্যার একমাত্র সমাধান দাতা। তাঁদের কাছে রাজনৈতিক নেতারা বা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা প্রায় ভগবানের সমান। কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের হাতে অত ক্ষমতা নেই যে, তাঁরা জনগণের সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। এছাড়াও একশ্রেণির অসাধু রাজনৈতিক নেতারা এসেছেন নিজেদের সম্পদ বাড়িয়ে নিতেই। সেই কারণে জনগণের সামনে তাঁদের প্রতিনিয়ত অভিনয় করতে হয়। আমরা জনগণ এপ্রিল ফুল হওয়ার দেশে বসবাস করছি। সম্ভবত বোকা হয়ে থাকাটাই ভবিতব্য।’

খানিকটা হেসে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈবপ্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক রণধীর চক্রবর্তীর কথা, ‘রাজনৈতিক নেতাদের কাছে প্রত্যেকটি দিনই মানুষকে বোকা বানানোর দিন। তাই বোধহয় সাধারণ মানুষের কাছে এই দিনটির আনন্দ-মজা ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে।’ চিকিৎসক শেখর চক্রবর্তীর কথায়, ‘এপ্রিল ফুল মজার বিষয় হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। মানুষ বোকা বানিয়ে ও বোকা হয়ে খুশি হয়। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের অবস্থান সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা খুবই সিরিয়াস ইস্যু। এটা এপ্রিল ফুলের মজার বিষয় নয়। এপ্রিল ফুল মানুষের আনন্দের জায়গা। আর রাজনৈতিক নেতাদের যাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রক্ষা করছেন না তাতে মানুষ খুশি হন না। দুঃখই পান।’

তাঁহাদের কথা

প্রবীণ সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমরা বামপন্থীরা বলি, যেটা পারব সেটাই বলব। যেটাই বলব সেটাই করব। ব্যক্তিগতভাবে আমি কখনও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিইনি। বরং দক্ষিণপন্থী দলগুলি বহু প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু রাখতে পারে না। চেষ্টাও করে না। আমি এপ্রিল ফুল বুঝি না। তবে বলব এসব প্রতারণার রাজনীতি।’ প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী গঙ্গোত্রী দত্তের কথায়, ‘মানুষকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া এপ্রিল ফুলের সমান। আগে একসময় মজার ছলে এপ্রিল ফুল করা হত। কিন্তু এখন রাজনীতিকরা প্রতিদিন এপ্রিল ফুল করছেন।’ প্রবীণ তৃণমূল কর্মী প্রদ্যুৎকুমার সেনের কথায়, ‘রাজনীতিবিদরা সাধারণের সমর্থন লাভের জন্য অনেক সময় প্রতিশ্রুতি দেন। এর মধ্যে দুটো বিষয় রয়েছে। প্রথমত সদিচ্ছার বিষয়, দ্বিতীয়ত প্রতিশ্রুতির জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া। যাঁরা প্রতিশ্রুতির জন্য প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, সেটা কোনওমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। আমাদের আশা, মানুষের পাশে থাকার সত্যিকারের বার্তা দিয়েই নেতারা রাজনীতি করবেন। শুধু প্রতিশ্রুতির মোড়কে যেন ভোটারদের প্রভাবিত না করা হয়।’

এপ্রিল মাসেই রাজ্যে পালা বদলের ডাক দিয়ে প্রবীণ বিজেপি নেতা গণেশচন্দ্র দেবনাথের কথা, ‘এখন এপ্রিল ফুল বলার সময় নয়। এটা খুব কঠিন সময়। রাজ্যের মানুষ স্থির করে নিয়েছেন, এপ্রিলের নির্বাচনেই সরকার পালটে যাবে। এবার জনগণ তৃণমূলকে বোকা বানাবে।’

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় হতাশ ব্যবসায়ীরা

জমছে না চৈত্র সেলের বাজার

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : বেশ কয়েকদিন ধরে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা চলছে। মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে আকাশের অবস্থা। এমন আবহাওয়ায় শহরের ব্যবসায়ীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। পয়লা বৈশাখকে কেন্দ্র করে বছরের এই সময় চৈত্র সেলের বাজার জমে ওঠে। তবে এবার সেলের কেনাকাটায় যেন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঝড়-বৃষ্টি। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে শিলিগুড়ি শহরের মহাবীরস্থান, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, বিধান মার্কেটের মতো বাজারগুলিতে।

পসরা সাজিয়ে বসলেও কেনাবেচা নেই। শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে।

অন্যবছর এই সময় বাজারগুলিতে চৈত্র সেলের ব্যস্ততা চোখে পড়ে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, এবছর তেমন একটা ব্যবসা নেই। যাঁরা এই সময় ফুটপাথে টেবিল পেতে অস্থায়ী দোকান দেন, তাঁদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়।

মহাবীরস্থানে টেবিল পেতে জামাকাপড়ের পসরা সাজিয়ে বসেছেন পাপন কুমার। তিনি বললেন, ‘আবহাওয়ার যা অবস্থা, বৃষ্টির সামান্য পূর্বাভাস পেলে তড়িঘড়ি সব মালপত্র গুটিয়ে নিতে হচ্ছে। নাহলে জামাকাপড় ভিজে শেষ হয়ে যাবে। যখন-তখন বৃষ্টির জন্য ব্যবসার স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট হচ্ছে। বৃষ্টির জন্য ক্রেতারাও বিশেষ একটা বাজার-দোকানে আসছেন না। যাঁরা আসছেন বৃষ্টির জন্য তাঁরাও বেশিক্ষণ দাঁড়াতে চাইছেন না। ফলে কয়েকদিন ধরে ভালো ব্যবসা নেই।’

পাপনের মতো একই সুর শোনা গিয়েছে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের বস্ত্র ব্যবসায়ী সুব্রত সাহার গলায়। তাঁর মতে, ‘চৈত্র সেলের ব্যবসা জমে ওঠার মুখেই সমস্যা হল। একবার বিক্রি কমতে শুরু করলে ভিড় ফেরানো কঠিন। তবে এখনও কিছুটা সময় রয়েছে। আবহাওয়া ঠিক হলে আশা করছি ব্যবসা আবার জমে উঠবে।’

> **যখন-তখন বৃষ্টির জন্য ব্যবসার স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট হচ্ছে। বৃষ্টির জন্য ক্রেতারাও বিশেষ একটা বাজার-দোকানে আসছেন না।**
>
> **পাপন কুমার**
> *মহাবীরস্থানের ব্যবসায়ী*

পয়লা বৈশাখের আগে নতুন পোশাকের চাহিদা মেটাতে ব্যবসায়ীরা প্রচুর বিনিয়োগ করেছেন। তবে আবহাওয়ার এমন বিরূপ আচরণে লোকসানের ভয় পাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। মহাবীরস্থানে ঘরের নানারকম সরঞ্জাম বিক্রি করেন সুমন আগরওয়াল। তিনি বলেন, কয়েকদিন ধরে মনে হচ্ছিল যেন বর্ষাকাল চলছে। বাজারে এসে সবাই রেইনকোটের খোঁজ করছিল। তারপর মনে হল যেন শীতকাল ফিরে এসেছে। এমন আবহাওয়ায় কেউ প্রয়োজন ছাড়া বাজারে আসতে চায় না। তার ওপর সামনে বিধানসভা ভোট রয়েছে। সেদিকেও অনেকে ব্যস্ত রয়েছে। সবমিলিয়ে এবছর চৈত্র সেলের ব্যবসা নিয়ে একটু চিন্তায় রয়েছি।

চৈত্র সেলের মূল আকর্ষণ হল রাস্তায় ঘুরে ঘুরে জামা-জুতো-ঘরের সামগ্রী কেনাকাটা করা। কিন্তু এই আবহাওয়ার জন্য কেনাকাটা করার সেই আমেজ অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে বলে জানান চম্পাসারির বাসিন্দা অনীতা দাস। তাঁর কথায়, ‘কেনাকাটা শুরু করেছিলাম তারপর বৃষ্টি ও ঠান্ডার জেরে আর বাজারে যাওয়া হয়নি। এখনও সময় রয়েছে, কয়েকদিন বাদে আবার বাজারে যাব।’

ট্রান্সজেন্ডার পার্সনস (প্রোটেকশন অফ রাইটস) সংশোধনী আইনের বিরোধিতা। মঙ্গলবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

ট্রান্সজেন্ডার আইন বিরোধী বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : ট্রান্সজেন্ডার পার্সনস (প্রোটেকশন অফ রাইটস) সংশোধনী আইন ২০২৬-এর বিরোধিতা করে শিলিগুড়ি বাঘা যতীন পার্কের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হলেন উত্তরবঙ্গের এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের মানুষ। এদিন প্রতীকী বিল হাতে নিয়ে তা ছিঁড়ে এবং জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়।

সংগঠনের তরফে জয়িতা মণ্ডল বলেন, ‘আমরা জানতে পেরেছি এই বিলে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করেছেন এবং এটা আইন হতে চলেছে। এটা আইন হলে ট্রান্সজেন্ডারদের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। এই আইন না বদলানো পর্যন্ত দেশজুড়ে আমাদের বিক্ষোভ চলবে। আমরা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাব। এখনই আমরা ভোট বয়কট করছি না। তবে আমাদের বিক্ষোভ-আন্দোলন গোটা দেশজুড়ে চলছে এবং চলবে।’

নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই তরুণের নাম রোহিত শর্মা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা সপ্তাহখানেক আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে উধাও হয়ে যায়। এরপর পরিবারের তরফে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ অভিযানে নামে। সোমবার রাতে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার সহ ওই তরুণকে ভক্তিনগর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। আদালত অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

---

১১ দফা প্রতিশ্রুতিপত্র

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : আসন্ন নির্বাচনে সিপিএমের ভোটব্যাংক বাড়ানোই লক্ষ্য বামেদের। বিধানসভাভিত্তিক কী কী সমস্যা রয়েছে তা শুনছেন প্রার্থীরা। সাধারণ মানুষের সমর্থন পেতে মঙ্গলবার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার প্রার্থী দিলীপ সিং-এর প্রচারপত্রের উদ্বোধন করা হয়। এদিন সিপিএমের জেলা দপ্তর অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। প্রচারপত্রের পাশাপাশি সিপিএমের তরফে ১১ দফা প্রতিশ্রুতিপত্রও প্রকাশ করা হয়। শিলিগুড়ি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকাকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অর্ন্তভুক্ত করা, রেলের জমিতে বসবাস করা মানুষদের পাট্টা দেওয়া সহ আরও কয়েকটি প্রতিশ্রুতি এই পত্রে রয়েছে।

বাজেয়াপ্ত মদ

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : শিলিগুড়ি জংশনে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ সহ বিহারের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃত বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা লালু প্রসাদ। মঙ্গলবার রাতে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায়। সেখানে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে আটক করে তাঁর ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে মদ উদ্ধার হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধৃত ওই মদ শিলিগুড়ি থেকে কিনে বিহারে নিয়ে যাচ্ছিলেন। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : মঙ্গলবার শান্তিনগর পাইপলাইন এলাকায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম স্বর্ণকমল মৈত্র (৪৮)। তিনি ওই এলাকার একটি ভাড়াবাড়িতে একা থাকতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি স্টক মার্কেটের ব্যবসা করতেন। স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত বসাক জানান, এদিন রাতে হঠাৎ করেই স্থানীয়দের একজন ওই ভাড়াবাড়ির পেছনে জানলা দিয়ে ওই ব্যক্তিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তদন্ত করছে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশকে।

---

২ নম্বর ওয়ার্ডের বাঘা যতীন কলোনি এলাকা

স্লোগানের লড়াইয়ে উত্তপ্ত শহর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তৃণমূল এবং বিজেপি কর্মীদের মুখোমুখি স্লোগানে উত্তপ্ত হল শিলিগুড়ি শহরের বাঘা যতীন কলোনি এলাকা। এদিন শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষের ভোট প্রচারের সময় তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে দেখে জয় বাংলা স্লোগান দেন। এর পালটা হিসেবে বিজেপির মহিলা কর্মীরাও হ্যান্ডমাইকে শংকরের নামে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করেন বলে জানা গিয়েছে। দু’পক্ষ সামনাসামনি চলে এলে শুরু হয় স্লোগানের লড়াই। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় দু’পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে এই ঘটনা প্রমাণ করে ভোট এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শহরের রাজনৈতিক উত্তাপ ঠিক কতটা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিষয়টি নিয়ে শংকরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘তৃণমূল প্রার্থী ঠেলায় পড়ে রামের নামে স্লোগান দেন। কিন্তু তাঁর দলের কর্মীরা সেই স্লোগান দিতে ভয় পান। দিশেহারা হয়ে তৃণমূল ছলচাতুরী করার চেষ্টা করছে।’

এই বিষয়ে দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেন, ‘বিজেপি ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করলে মানুষ তো আর চুপ করে থাকতে পারেন না। শহরবাসী বিজেপি প্রার্থীকে চাইছেন না।’

অভিযোগ, এদিন শংকর শিলিগুড়িতে থানা, পুরসভা, হাসপাতাল এবং বিভিন্ন সরকারি অফিসের সামনে পোস্টার সাঁটিয়েছেন। সেইসব পোস্টারে সরকারি কর্মীদের সপ্তম বেতন কমিশনের সুবিধা, স্বচ্ছ নিয়োগ সহ আরও নানা সুবিধা প্রদানের আশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বিধায়ক হিসাবে শংকরের নাম ছিল।

- শংকরকে দেখে তৃণমূল কর্মীরা জয় বাংলা স্লোগান দেন বলে অভিযোগ
- বিজেপির তরফে পালটা শংকরের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া হয়
- শংকর এদিন তৃণমূলের বিরুদ্ধে পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ করেন
- শংকরের বিরুদ্ধে নির্বাচনি বিধি ভঙ্গের অভিযোগ গৌতমের

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের দাবি, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম লঙ্ঘন করার মতো কোনও কাজ করা হলে তাঁরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাবেন। মেয়রের এই বক্তব্যের পরেই ওই পোস্টারগুলি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে বলে শংকর অভিযোগ করেন। তৃণমূলের কর্মীরাই পোস্টারগুলি ছিঁড়েছেন বলে অভিযোগ শংকরের। এই প্রসঙ্গে গৌতম বলেন, ‘সরকারি দপ্তরে রাজনৈতিক দাবি সংবলিত পোস্টার সাঁটানো অনুচিত। এই কাজের ফলে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে।’

শংকর এদিন আরএসএসের উত্তরবঙ্গের সদর দপ্তর মাধব ভবনে যান। সেখানে তিনি সংঘের কর্তাদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ বৈঠক করেন। বৈঠক থেকে বেরোনোর পর বৈঠকে কী আলোচনা হল সে ব্যাপারে শংকর কিছু বলতে চাননি।

সূত্রের খবর, সংঘের কর্তারা শংকরের কাছে শিলিগুড়ির পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চান। সংঘের তরফে শংকরকে কিছু পরামর্শও দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। আরও জোরদারভাবে প্রচার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও বৈঠকে কোনও রাজনৈতিক আলোচনা হয়নি বলে সংঘের তরফে দাবি করা হয়েছে।

গার্ডরেল সরিয়ে রাস্তা পারাপার, বিপদের আশঙ্কা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : দুর্ঘটনা এড়াতে শহরের প্রধান সড়কের ডিভাইডার বরাবর ফাঁকা জায়গাগুলোতে ‘গার্ডরেল’ বসানো হয়েছিল। সাধারণ মানুষ যাতে বিপজ্জনকভাবে ডিভাইডারের ফাঁকা জায়গা দিয়ে পারাপার না করতে পারেন, তার জন্যই নেওয়া হয়েছিল এই যাবতীয় উদ্যোগ। যদিও ওই পরিকল্পনাই এখন পালটা আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিভাইডারের একাংশজুড়ে থাকা গার্ডরেল সরিয়েই রাস্তা পারাপার করছেন একশ্রেণির মানুষ। গার্ডরেল সরিয়ে হঠাৎ করে মানুষজন রাস্তা পার করায় সমস্যার মুখে পড়ছেন যান চালকরা। এমনকি ওই গার্ডরেল সরানোর ফলে সেটি রাস্তার ওপর বিপজ্জনকভাবে সরে আসায় যে কোনওসময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নজরে এসেছে ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের। তাঁর বক্তব্য, ‘বিষয়টি নজরে এসেছে। ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

শহর শিলিগুড়িতে ডিভাইডারের মাঝখানে থাকা ফাঁকা জায়গা দিয়ে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অভ্যাস দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। যদিও বিপজ্জনকভাবে এই যাতায়াতের কারণে বিভিন্ন সময় একাধিক ঘটনাও ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে বিশেষ করে হিলকার্ট রোড ও সেবক রোডের ডিভাইডারের ফাঁকা জায়গাগুলো বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ট্রাফিক প্রশাসনের তরফে। এমনকি সেবক রোডে গাড়ি ঘোরানোর একাধিক টার্নিংয়ের জায়গাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদিও এরপর নিয়মিত নজরদারি রাখা হলেও মাসখানেক ধরে নজরদারির অভাব দেখা দিতেই শুরু হয়েছে গার্ডরেল সরিয়ে রাস্তা পারাপারের চেষ্টা। মঙ্গলবার এয়ারভিউ মোড় দিয়ে সেবক মোড়ের দিকে কিছুটা এগোতেই নজরে পড়ল, গার্ডরেল সরিয়ে দুই তরুণ বিপজ্জনকভাবে রাস্তা পারাপারের চেষ্টা করছেন।

গার্ডরেল সরিয়ে বিপজ্জনকভাবে রাস্তা পারাপার। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

ওই দুই তরুণকে প্রশ্ন করা হল, ‘এমন বিপজ্জনকভাবে গার্ডরেল সরিয়ে চলার কারণ কী?’ প্রশ্নের উত্তরে এক তরুণ বলে উঠলেন, ‘আসলে গার্ডরেল সরিয়ে রাস্তা পার না করলে অনেকটা ঘুরে যেতে হবে। তাতে অনেকটা সময় লেগে যাবে।’ একই ধরনের দৃশ্য বিধান মার্কেট সংলগ্ন ডিভাইডারের অংশেও। সেখানেও দেখা গেল, বিপজ্জনকভাবে গার্ডরেল পেরিয়ে বিধান মার্কেটে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনকি লোহার শিকল লাগানো হলেও সেই শিকলের মধ্যে দিয়েই চলছে ডিভাইডার পারাপার। এদিন এব্যাপারেই ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন বাইকচালক অজিত গোয়েল। তিনি বলেন, ‘প্রশাসনের উচিত ডিভাইডারগুলোর প্রতি নিয়মিত নজর রাখা। নাহলে দুর্ঘটনা এড়ানোর বদলে উলটে আরও দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা তৈরি হয়ে যাবে। গার্ডরেল যেভাবে বেরিয়ে থাকছে, তাতে আমাদের মতো বাইক, গাড়ি চালকদের মধ্যেও আশঙ্কা বাড়ছে।’ সবমিলিয়ে, গার্ডরেলগুলোই এখন হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমস্যার কারণ।

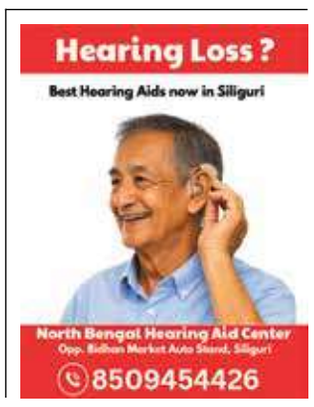

পৃথিবীর পাঠশালা

নিজেকে মৃত ভাবার অসুখ

আমরা বেঁচে আছি সেটা আমরা জানি। কিন্তু যদি এমন কোনও রোগ হয় যেখানে মানুষ নিজেকে মৃত বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে? চিকিৎসাবিজ্ঞানে একে বলে কোটার্ডস সিনড্রোম বা ওয়াকিং কর্পস সিনড্রোম। এই বিরল মানসিক রোগে আক্রান্ত মানুষ মনে করেন যে তাঁর শরীর পচে যাচ্ছে, তাঁর রক্ত শুকিয়ে গিয়েছে অথবা তাঁর কোনও অস্তিত্বই নেই। তাঁরা অনেক সময় খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দেন, কারণ মৃত মানুষের তো আর খাবারের দরকার হয় না। এমনকি তাঁরা দাবি করেন যে তাঁরা নরক বা স্বর্গে আছেন। মস্তিষ্কের এক অদ্ভুত রাসায়নিক গোলমালের কারণে মানুষ নিজেকে জ্যান্ত লাশ ভাবতে শুরু করেন। এটি মনোবিজ্ঞানের অন্যতম বিরল এবং ভয়ের একটি রোগ।

সৈকতে মৃত অজ্ঞাত মানুষ

১৯৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার সোমারটন সৈকতে সুট-টাই পরা এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁর শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না এবং জামাকাপড়ে কোনও লেবেল ছিল না। পুলিশ তদন্ত করতে গিয়ে তাঁর পকেটে একটি গোপন পকেট খুঁজে পায়, যার ভেতর ফারসি ভাষায় তমাম শুদ লেখা একটি ছেঁড়া কাগজের টুকরো ছিল। এর অর্থ হল শেষ বা সমাপ্ত। পরে জানা যায়, কাগজটি রুবাইয়াত নামের একটি বিরল বই থেকে ছেঁড়া হয়েছিল। ওই বইয়ের পাতায় কিছু অস্পষ্ট কোড লেখা ছিল, যার পাঠোদ্ধার আজও হয়নি। ওই ব্যক্তি কে ছিলেন, তিনি কি কোনও গুপ্তচর ছিলেন, নাকি এটি নিছকই এক হত্যা— তা আজও অস্ট্রেলিয়ার পুলিশের কাছে এক সমাধান না হওয়া রহস্য।

শব্দের রং দেখার ক্ষমতা

আপনি কি কখনও কোনও গান শুনে তার রং দেখতে পেয়েছেন? শুনতে অদ্ভুত লাগলেও পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁদের মস্তিষ্ক একসঙ্গে দুই বা তার বেশি ইন্দ্রিয়কে মিলিয়ে দেয়। একে বলা হয় সিনেস্থিশিয়া। এই অবস্থায় মানুষ কোনও শব্দ শুনলে তার রং দেখতে পান, বা কোনও অক্ষর দেখলে তার আলাদা স্বাদ অনুভব করে। যেমন, কারও কাছে হয়তো এ অক্ষরটি লাল রঙের, আবার কোনও নির্দিষ্ট বাঁশির সুর শুনলে তার জিভে চকোলেটের স্বাদ চলে আসে। বিখ্যাত সুরকার মোজার্ট এবং অনেক শিল্পীর মধ্যে এই অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। এটি কোনও রোগ নয়, বরং মস্তিষ্কের স্নায়ুর এক অদ্ভুত সুন্দর সংযোগ, যা দুনিয়াকে দেখার এক নতুন চোখ দেয়।

বিজ্ঞানের ইতিহাসের সেরা জালিয়াতি

১৯১২ সালে ইংল্যান্ডের পিল্টডাউন এলাকায় এক অদ্ভুত মাথার খুলি পাওয়া যায়। খুলির ওপরের অংশ ছিল অবিকল মানুষের মতো, কিন্তু চোয়াল ছিল বানর বা গোরিলার মতো। বিজ্ঞানীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘোষণা করেন, তাঁরা বনমানুষ থেকে মানুষ হওয়ার মধ্যবর্তী লিংক বা মিসিং লিংক খুঁজে পেয়েছেন। চল্লিশ বছর ধরে এই পিল্টডাউন ম্যানকে বিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসেবে বইয়ে পড়ানো হয়। কিন্তু ১৯৫৩ সালে আধুনিক প্রযুক্তিতে পরীক্ষা করে দেখা যায়, এটি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জালিয়াতি। কেউ একজন মানুষের পুরোনো খুলির সঙ্গে একটি ওরাংওটাংয়ের চোয়াল নিখুঁতভাবে জুড়ে রাসায়নিক দিয়ে পুরোনো রূপ দিয়ে মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিল। বিজ্ঞানীরা যে কত সহজে বোকা বনতে পারেন, এটি তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

অশোক অস্ত্রে অভিষেকের বাণ

ভোট উৎসব

বালুরঘাট ও করণদিঘি, ৩১ মার্চ : বালুরঘাটে নির্বাচনি জনসভা করতে এসে বিজেপিকে আক্রমণ করতে গিয়ে সেই বিজেপির বিধায়ককেই হাতিয়ার করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বালুরঘাটের বিধায়ক অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়িকে এবার আর টিকিট দেয়নি বিজেপি। সেই প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন, 'কোনও ভদ্র মানুষ বিজেপি করতে পারে না। পাড়ায় পাড়ায় থাকা নেশাখোর জোচ্চোররাই বিজেপির সঙ্গে আছে। ভালো মানুষ তো থাকেন না। ডঃ অশোক লাহিড়ি একজন অতি উচ্চশিক্ষিত, ভদ্র মানুষ। তাঁকেও বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

মঙ্গলবার বালুরঘাট শহরে টাউন ক্লাব ময়দানে সভা করতে এসেছিলেন অভিষেক। প্রথমে মূলত তপন ও বালুরঘাট বিধানসভা আসনের প্রার্থীদের নিয়ে এই সভা হওয়ার কথা ছিল। ঘটনাচক্রে এই দুটি বিধানসভাই বর্তমানে বিজেপির দখলে। তবে শেষপর্যন্ত এদিন ওই সভায় জেলার ছয়জন তৃণমূল প্রার্থীই উপস্থিত ছিলেন।

বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা বর্তমান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বালুরঘাট শহরের বাসিন্দা। স্বাভাবিকভাবেই বালুরঘাটে নির্বাচনের প্রচারে এসে সুকান্তকেই নিশানা বানালেন অভিষেক। নিজেদের উন্নয়নের ফিরিস্তি শুনিয়ে সুকান্ত মজুমদারকে রিপোর্ট কার্ড প্রকাশের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তিনি। এদিকে, বিজেপির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের প্রাপ্য টাকা বা প্রকল্পের টাকা না দেওয়ার অভিযোগ তোলার পাশাপাশি, অবৈধভাবে বিহার সহ অন্য রাজ্য থেকে ভোটার নিয়ে এসে বাংলার চরিত্র বদল করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তোলেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'সোমবারই ভিনরাজ্যের মানুষদের ভোটার তালিকায় ঢোকানোর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। আর এদিন যখন বাগডোগরা হয়ে বালুরঘাটে আসছিলাম, তখন খবর পাচ্ছি, মেদিনীপুরেও প্রায় ৮০০ জন ভিনরাজ্যের মানুষের নাম ভোটার তালিকায় ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। এভাবেই বিজেপি বাংলার কৃষ্টি-কালচার নষ্ট করে দিতে চাইছে।'

বালুরঘাটে প্রচার করতে এলে যে মেডিকেল কলেজের প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে উঠবেই, সেকথা বিলক্ষণ জানেন অভিষেক। এদিনও তাই ভোটের প্রতিশ্রুতির ঝুলি থেকে মেডিকেল কলেজ নামক বিড়াল বের করলেন তিনি। বললেন, '২০১১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বালুরঘাটে তৃণমূলের বিধায়ক ছিলেন শংকর চক্রবর্তী। যিনি রাজ্য মন্ত্রিত্বও করেছেন। ২০১৬ সালে নির্বাচনের প্রচারের এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে

বালুরঘাটের সভা মঞ্চে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : মাজিদুর সরদার

এবারে বালুরঘাটের তৃণমূল জিতলে মেডিকেল কলেজ করে দেওয়া হবে। দুই পা আপনারা হাঁটুন, দুই পা আমরা হাঁটব। এবারে অর্পিতা ঘোষ এই আসনে জিতলেই মেডিকেল কলেজ করে দেব। আমরা কথা দিলে কথা রাখি।'

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ আটকে রাখার অভিযোগ তুলেছেন এদিন। অভিষেক বলেন, সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালু রেখেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, পানীয় জল, আবাসন ও বার্ধক্য ভাতা সহ সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। এছাড়াও রাজ্যজুড়ে ৫০টি হিমঘর নির্মাণের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, 'তার মধ্যে দুটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।'

এদিন জনসভায় অভিষেক মনে করিয়ে দেন যে বিজেপি রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কথা বারবার বলে, সেই ডাবল ইঞ্জিনের স্বাদ আগেই পেয়েছে বালুরঘাট। এখানে বিজেপিরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সাংসদ রয়েছেন। অভিষেকের অভিযোগ, 'তারপরেও এখানে কোনও কাজ হয়নি। দশ পয়সার বাড়তি কাজ হয়নি। বরং আমরাই সব কাজ করেছি।' আর আশ্বাস দেন, বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রটির উন্নয়নের ভার নাকি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি বলেন, 'আমি যেমন আমার নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের দেখভাল করি, এখন থেকে আমি বালুরঘাটেরও দেখভাল করব। এখানকার যা যা প্রয়োজন, আমার সামর্থ্য অনুযায়ী তা পূরণের চেষ্টা করব।'

বালুরঘাট থেকে তিনি চলে যান করণদিঘি। সেখানে কৃষি বাজার মাঠের বিশাল জনসভা থেকে তিনি সাফ জানান, যারা বাংলার মানুষকে 'ভাতে মারার' চক্রান্ত করেছে, এই নির্বাচনে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিতে হবে। তিনি যোগ করেন, 'যারা বাংলার হকের টাকা আটকে রেখেছে, ব্যালট বক্সে তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার সময় এসেছে।' করণদিঘির সভা থেকে দলীয় কর্মীদের স্পষ্ট নির্দেশ দেন অভিষেক। বলেন, 'বিজেপিকে এরাজ্যে ৫০-এর নীচে নামাতে হবে। আর করণদিঘি থেকে অন্তত ৪০ হাজারের ব্যবধানে জোড়াফুলকে জেতাতে হবে।' এছাড়া করণদিঘিতে হাসপাতাল ও মহিলা কলেজ স্থাপনের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

পুলিশকর্তার বাংলো ও বাড়িতে হানা

কিশনগঞ্জ ও শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : মঙ্গলবার সকাল থেকে বিহার পুলিশের স্পেশাল ইউনিট কিশনগঞ্জের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক-১ গৌতম কুমারের সরকারি বাংলোয় প্রায় নয় ঘণ্টা ধরে তল্লাশি অভিযান চালায়। পাশাপাশি শিলিগুড়িতে মাটিগাড়ার উপনগরীতে গৌতমের একটি বাড়িতে ইডি তল্লাশি অভিযান চালায়। বাড়িটি বন্ধ ছিল। গৌতমের পরিবার মাঝেমধ্যে এই বাড়িতে যাওয়া-আসা করে। ইডি'র আধিকারিকরা এদিন ওই বাড়িতে ঢুকে বেশ কিছু কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে যান। তবে তদন্তকারীরা কেউ কোনও মন্তব্য করেননি।

সূত্রের খবর, ওই পুলিশ আধিকারিকের প্রায় দুই কোটি টাকার বেআইনি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হদিস মিলেছে। যা তাঁর বৈধ আয়ের তুলনায় অনেকটাই বেশি। এনিয়ে ২৯ মার্চ আদালতে মামলা দায়ের হয়। আদালতের নির্দেশেই এদিন ওই পুলিশ আধিকারিকের সরকারি বাংলো ও শিলিগুড়ির বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। পাশাপাশি, মধুবনীতে গৌতমের শ্বশুরবাড়ি, পূর্ণিয়ার মাধবপাড়ায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ি সহ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চলে। তল্লাশি চালিয়ে আরও অনেক সম্পত্তির হদিসের পাশাপাশি বেশ কিছু গয়নাগাটি উদ্ধার করা হয়েছে বলে খবর। তদন্তকারীদের একটি সূত্রে খবর, গৌতমকে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। তবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। পুলিশের এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে এভাবে এত বড় এক অভিযানের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভের আঁচ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৩১ মার্চ : ভোট দোরগোড়ায়, কিন্তু জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক কেন্দ্রে প্রার্থী নিয়ে পদ্ম শিবিরে ক্ষোভের আগুন যেন কিছুতেই নিভছে না। ময়নাগুড়ির প্রার্থী কৌশিক রায়কে তড়িঘড়ি পরিবর্তন করল বিজেপি। তবে টিকিট বণ্টন নিয়ে এখনও মারাত্মক অসন্তোষ বজায় রয়েছে মাল এবং ধূপগুড়ি বিধানসভায়, যা চা বলয়ে গেরুয়া শিবিরের কপালে চিন্তার ভাঁজ চওড়া করছে। একমাত্র ব্যতিক্রম রাজগঞ্জ। সেখানকার নেতারা দাবি করেছেন, প্রার্থী নিয়ে তাঁদের দ্বন্দ্ব মিটে গিয়েছে।

টিকিট প্রত্যাশী স্থানীয় একাধিক শ্রমিক নেতার নাম বাদ দিয়ে শুক্রা মুন্ডাকে প্রার্থী করায় প্রথম থেকেই ফুঁসছে স্থানীয় নেতৃত্ব। ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের মাল ব্লক সভাপতি অনিল ওরাওঁ এবং সাধারণ সম্পাদক পিলাতুস ওরাওঁ এখনও প্রচার থেকে শতহস্ত দূরে।

বেজিংয়ের পুরাতন ভারতীয় দূতাবাসে চিনা শিল্পীরা জিন শানশানের পরিচালনায় রামায়ণের কাহিনী ভিত্তিক নৃত্যনাট্য পরিবেশন করছেন।

ক্ষোভ উসকে দিচ্ছে

প্রথম পাতার পর

তখন সেখান থেকে তাঁদের অনলাইনে আবেদনের পরামর্শ দিয়ে কার্যত দায় ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ওয়াজিদ রহমান বা দিলখুশ খানদের অভিযোগ, অনলাইনে ইংরেজি ফর্মে আবেদন করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। তিনদিন ধরে কাজ বন্ধ করে সরকারি দপ্তরে ঘুরেও সুরাহা মেলেনি। একই ছবি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকাতেও। ১০৬ নম্বর পার্টের হাসেন আলির মতো বহু ভোটার এখনও জানেন না, কীভাবে ট্রাইবিউনালে আবেদন করতে হয়। অনেকের পক্ষেই জলপাইগুড়ি বা দার্জিলিং গিয়ে আবেদন করা কার্যত অসম্ভব।

নাম বাদ পড়া ভোটারদের এই চরম সমস্যাকে ভোটের বাজারে রাজনৈতিক হাতিয়ার করতে দেরি করেনি তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার হাসমি চকে তৃণমূলের তরফে সহায়তা শিবির খোলা হয়। সেখানে প্রায় ১০০০ ভোটারের ফর্ম ফিলআপ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করা হয়। তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের নিলয় দে জানান, তাঁদের কর্মীরা প্রতিদিন এই আবেদনপত্রগুলি দার্জিলিং জেলা শাসকের দপ্তরে পৌঁছে দেবেন। বিক্ষোভে অংশ নিয়ে তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব সরাসরি বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। তাঁর দাবি, 'ট্রাইবিউনালে কীভাবে আবেদন করতে হবে তার কোনও দিক নির্দেশ করা নেই জেলা নির্বাচনি আধিকারিকদের কাছে। বিচারাধীন নামগুলি চোখ বন্ধ করে কেটে দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের কোনও নির্দেশিকা মানা হচ্ছে না। বিজেপির পক্ষে ভোট করানোর জন্য প্রচেষ্টা চলছে। মানুষ এই হয়রানির জবাব দেবে।'

এদিন সবথেকে বড় বিক্ষোভ দেখা যায় ৬ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানকার প্রায় ৮০০ ভোটারের নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে ভেনাস মোড় অবরোধ করা হয়। মিছিলে কোনও রাজনৈতিক ব্যানার না থাকলেও নেতৃত্বে ছিলেন যুব কংগ্রেস নেতা শাহনওয়াজ হোসেন ও তৃণমূল নেতা মেহতাব আলমরা। বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় বসে পড়ায় দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কুশপুতুল দাহ করা হয়। এসিপি (ইস্ট) সোমনাথ দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সাদ্দাম হোসেনের মতো সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের এখন একটাই প্রশ্ন, তালিকায় নাম না থাকলে কি ভবিষ্যতে নাগরিক পরিষেবা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হবেন? এই আতঙ্ক ও ক্ষোভই এখন ভোট রাজনীতিতে তৃণমূলের বড় মূলধন।

বৃষ্টি শেষে শুরু ঘাম ঝরার দিন

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : ঝড়-বজ্রপাত এবং বৃষ্টি, কিছুদিন ধরে চলতে থাকা এমন পরিস্থিতিতে তিতিবিরক্ত উত্তরবঙ্গ। তাপমাত্রার অস্বাভাবিক পতনে বসন্তে 'শীতের ফিরে আসা'য় ঘুম-স্বস্তি মিললেও, জলকাদায় মন ভালো নেই কারও। আপাতত বৃষ্টি বিশ্রাম নিক, চাইছেন সকলেই। কিন্তু বৃষ্টি শেষে কী পারদ উত্থানে ঘাম ঝরবে, প্রশ্নও রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের আগামী তিন মাসের পূর্বাভাসে কিন্তু পূর্ব ভারত এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে তাপপ্রবাহের সতর্কতাই রয়েছে। তবে হিমালয়ের জন্য উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচ জেলায় তেমন প্রভাব পড়বে না। আবহবিদদের বক্তব্য, বৃষ্টি শেষে তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটলেও, আগামী তিন মাস হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে তাপপ্রবাহের তেমন কোনও আশঙ্কা নেই। বরং জুনের শুরুতেই এখানে বর্ষার উপস্থিতি ঘটতে পারে।

মার্চ মাসের শেষ দিনের সকালেও কাঁপন। শিলিগুড়ির সূর্যনগর মাঠে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে তাই জয়লক্ষ্মী দাশগুপ্তের প্রশ্ন, 'সময়টা বসন্ত না শীতকাল বোঝাই যাচ্ছে না। রাতে বৃষ্টি, সকালে ঠান্ডা হাওয়া, এ এক আজব আবহাওয়া।' তিনি যখন এমন কথা বলছেন সতীর্থ প্রাতর্ভ্রমণকারীকে, তখন আবহাওয়া দপ্তরের তথ্যে তাপমাত্রা ১৮.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। পরবর্তী সময়ে আকাশ যত পরিষ্কার হয়েছে, ততই ঝলমলে হয়েছে

- আগামী তিন মাস পূর্ব ভারতের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতে তাপপ্রবাহের আশঙ্কা
- তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা কম হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে, পুড়তে পারে গৌড়বঙ্গ
- বৃষ্টি শেষেই মেঘমুক্ত আকাশ, বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা, থাকবে স্বাভাবিক গণ্ডিতেই

রোদ। অনেকদিন পর। দিনের শেষে শিলিগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৭.৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সন্ধ্যায় আকাশে মেঘের আনাগোনা, বৃষ্টি পরিস্থিতি। এরই মধ্যে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে আগামী তিন মাসের জন্য যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাপপ্রবাহের অশনিসংকেতও রয়েছে। দেশের অধিকাংশ এলাকায় এপ্রিল থেকে জুন মাস স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের চেয়ে কম তাপমাত্রা থাকার কথা বলা হলেও পূর্ব ভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারতে অস্বাভাবিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। কয়েকটি অঞ্চলে তাপপ্রবাহ দেখা দিতে পারে বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে। তবে তার প্রভাব হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে তেমনভাবে পড়বে না বলে মনে করছেন আবহবিদরা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'আকাশ মেঘমুক্ত হলে স্বাভাবিকভাবেই তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটবে। তবে ওপরের পাঁচ জেলায় তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির তেমন আশঙ্কা নেই।' গৌড়বঙ্গের তিন জেলায় স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা হলেও তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটতে পারে বলে জানাচ্ছেন তিনি।

কিন্তু সম্পূর্ণভাবে উত্তরের আকাশ কবে মেঘমুক্ত হবে? আপাতত সেই সম্ভাবনা কিন্তু নেই। আগামী চার-পাঁচদিন ঝড়-বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমলেও, ৬ এপ্রিল থেকে নতুন করে বৃষ্টি শুরু হতে পারে।

প্রশ্নে শিখা

প্রথম পাতার পর

বিজেপির বিধায়ক কার্যত রঞ্জনের জন্য খোলা মাঠ ছেড়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে, বিজেপির এক নীচুতলার কর্মী খানিকটা ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানালেন, তাঁরা প্রচারের সুযোগ পাচ্ছেন না। প্রার্থীর খানিকটা ঢিলেঢালা মনোভাবে লড়াইয়ের তেজ কিছুটা হলেও হারিয়ে যাচ্ছে। তবে এখনও সময় রয়েছে। ডাবগ্রামের এক বিজেপি নেতার বক্তব্য, শিখাদি প্রার্থী হওয়ার পর থেকে একদিনও প্রচারে যাওয়ার জন্য টেলিফোন করেননি। তিনি নিজেও যে প্রচার করছেন, প্রচুর ফ্লেক্স, ফেস্টুন পড়েছে, তেমনটা নয়। বরং এখানকার পরিস্থিতি দেখলে মনে হবে, তৃণমূল এবং কিছুটা সিপিএম ভোটের ময়দানে রয়েছে।

শিখা কি তবে ধীরে চলো নীতি নিয়ে সচেতনভাবেই নিজের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সরে থাকছেন? নীরবে ছেলের জয়ের পথ প্রশস্ত করছেন? নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও অঙ্ক রয়েছে? সেই উত্তরের অপেক্ষায় এখন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার ভোটাররা।

দেশের ভোটার নন

প্রথম পাতার পর

'আমাদের পূর্বপুরুষরাই একটা সময় মুর্শিদাবাদ শহরে হাজারদুয়ারি প্রাসাদ থেকে অন্যান্য নবাবি স্থাপত্য সৃষ্টি করেছিলেন। সবার প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। আজ এসআইআর তালিকা থেকে নাম মুছে আমাদের নাগরিকত্বই কেড়ে নেওয়া হল। বিষয়টি কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না।'

কী কারণে সমস্যা? সূত্রের খবর, মূলত নামের হেরফেরের কারণেই নবাবের বংশধরদের এভাবে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। ভোটার তালিকায় মহম্মদ রেজা আলির মির্জার নামের আগে 'সৈয়দ' শব্দটি ছিল না। ছেলে ফাহিমের ক্ষেত্রে নামের মধ্যে 'মহম্মদ' শব্দটি ছিল না। তালিকায় 'সৈয়দ ফাহিম মির্জা' লেখা ছিল। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে পরে দুজনেই নিজেদের নাম সংশোধন করেন। এসআইআর-এ তাঁদের নাম প্রথমে 'বিচারাধীন' অবস্থায় ছিল। সেই নিয়ম মেনে ছোটে নবাব নিজের অসুস্থ শরীর নিয়েই লম্বা লাইনে দাঁড়ান। তিনি সেখানে গিয়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি জমা দেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁদের নাম 'ডিলিটেড' বা বাতিল তালিকাভুক্ত করা হয়। ছোটে নবাব রীতিমতো হতাশ, 'একসময় আমাদের নবাবি দরবারে সাধারণ মানুষের বিচার করা হত। আজ আমরা নিজেরাই অন্যের বিচারের কাঠগড়ায়!'

ফাহিমরা অবশ্য এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নন, 'এভাবে হেরে যাব না। ট্রাইবিউনালে আবেদনের পথ আছে, আমরা সেখানে আবেদন করব। তবে একটাই আক্ষেপ। এতে যা সময় লাগবে তাতে হয়তো এবারের ভোটটা শেষপর্যন্ত আর দেওয়া হয়ে উঠবে না।'

ফর্ম-৬ নিয়ে ধুন্ধুমার

প্রথম পাতার পর

কিন্তু নির্বাচন কমিশন যাঁকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার করেছে, তিনিই ঠিক নেই।'

শুভেন্দুর কথায়, 'মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে বলেছি। পুলিশ পর্যবেক্ষককে বলেছি। অজয় নন্দ ঠিক নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন না। অথবা বিষয়টিতে ঢুকতে চাইছেন না। এসব কমিশনকে দেখতে হবে।' তৃণমূল অবশ্য গণহারে ৬ নম্বর ফর্ম জমা দেওয়ার অভিযোগে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছে। ওই জমা দেওয়া বেআইনি বলে রাজ্যের শাসকদলের দাবি। ৬ নম্বর ফর্ম জমা নিয়ে সন্ধ্যায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানান, নোয়াপাড়া থেকে দুটি বান্ডিলে ফর্ম ৬ জমা পড়েছে। তবে কে বা কারা জমা দিয়েছেন, সেবিষয়ে তিনি মন্তব্য করেননি। অভিষেক কিন্তু সোমবার তাঁর দপ্তরে গিয়ে নোয়াপাড়া, ব্যারাকপুর, জগদ্দলে বহিরাগতদের নাম ভোটার তালিকায় তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ জানিয়ে এসেছিলেন।

সেই ফর্ম গ্রহণ করতে সিইও-র ওপর বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য চাপ দিচ্ছেন- এমন প্রমাণ তাঁর কাছে আছে বলেও দাবি করেছিলেন অভিষেক। পরে এক্স হ্যান্ডেলে সিইও দপ্তরে ফর্ম জমার একটি ভিডিও আপলোড করেন তিনি। আগামী কয়েকদিন দলের কর্মীদের সিইও দপ্তরে নজরদারির নির্দেশও দিয়েছিলেন অভিষেক। তারপর মঙ্গলবার এই ঘটনা।

মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের যুক্তি, সরকারি অফিসে যে কেউ যে কোনও কাগজ জমা দিতে পারেন। এতে আপত্তির কিছু নেই। এগুলো আবেদন মাত্র। ইতিমধ্যে সেই আবেদন আমাদের রোলে রয়েছে। কেউ হয়তো মনে করেছেন সিইও দপ্তরেও ওই ফর্ম পাঠানো দরকার। মনোজের বক্তব্য, 'আমার অফিস কোনটা দরকার, কোনটা নয় তা দেখে ব্যবস্থা করবে। কে কোথায় কী কাগজ জমা দিচ্ছেন, তা দেখা সম্ভব নয়।'

সিইও একথা বললেও তাঁর দপ্তরে জমা পড়া কাগজ নিয়ে তিনি দায় এড়াতে পারেন না বলে তৃণমূলের দাবি।

হালখাতার স্বাদ বদল

প্রথম পাতার পর

শুধু তো আর দোকানের হালখাতা নয়, নববর্ষের দিন বাড়ির জন্যও প্রচুর মিষ্টি কেনেন সাধারণ মানুষ। গতবছর পর্যন্তও এই দিনটায় ছোট-বড় সব মিষ্টির দোকানে উপচে পড়া ভিড় দেখা গিয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি যদি একইরকম থাকে, তবে সেই বাড়তি মিষ্টির জোগান দেওয়াও একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

শিলিগুড়ি সুইটস শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য সঞ্জীব ঘোষের মিষ্টির দোকান রয়েছে কলেজপাড়ার চিলড্রেন পার্ক মোড়ে। তাঁর আক্ষেপ, 'অনেকেই আমার দোকানে অর্ডার দিতে এসেছিলেন। তাঁদের আরও কয়েকদিন পরে আসতে বলেছি। সিলিন্ডারের সংকট শেষমেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেদিকে নজর রেখেই অর্ডার নিতে চাইছি। আমার দোকানে রোজ তিনটে করে সিলিন্ডার প্রয়োজন হয়। অথচ, কোনওদিনই তিনটে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অর্ডার নিলে তো সরবরাহ করতে হবেই, নয়তো দোকানদার এসে ঝামেলা করবেন। আমার মতো অনেকেই তাই দু'দিন আগে পর্যন্ত পরিস্থিতি দেখে অর্ডার গ্রহণ করতে চাইছেন।'

প্রধাননগরের মিষ্টি ব্যবসায়ী বিজয় ধরের অবস্থা আরও সঙ্গিন। রামনবমীতেও প্রচুর অর্ডার এসেছিল তাঁর কাছে। কিন্তু তিনি বাধ্য হয়েছেন 'না' বলতে। বিজয়ের দাবি, 'নববর্ষের অর্ডার নিচ্ছি না। অর্ডার নিয়ে তারপর সময়মতো সাপ্লাই দিতে না পারলে তো একেবারে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে! প্রয়োজনমাফিক গ্যাস মিলছে না। বাধ্য হয়ে বাড়তি টাকা দিয়ে দুটো ডিজেলচালিত ওভেন কিনেছি। কিন্তু সেই ওভেনগুলো চালালে এত জোরে আওয়াজ হয় যে দোকানে টেকা দায়। পরিস্থিতি এমন থাকলে এবার বড় ক্ষতির মুখে পড়তে হবে।'

মিষ্টির দোকানগুলোর যখন এই বেহাল দশা, তখন শহরের বেকারিগুলোতে রীতিমতো উৎসবের মেজাজ। এবছর নববর্ষের বাড়তি অর্ডার আসতে শুরু করায় বেকারি মালিকদের মুখে এখন চওড়া হাসি ফুটেছে। দেশবন্ধুপাড়ার দোকানি গোবিন্দ সরকার যেমন হাসিমুখে জানালেন, 'প্যাকেটে আমার দোকানের জিনিসের পাশাপাশি শপিং মল থেকে আনা শনপাপড়ি বা বেসনের লাড্ডুও দিয়ে দেব।' অন্যদিকে, হাকিমপাড়ার ব্যবসায়ী ঋষিকেশ মজুমদার তো রীতিমতো হিসেব কষে বসে আছেন। তাঁর বক্তব্য, 'হালখাতার অর্ডার এবার যে আগের তুলনায় অনেকটাই বেশি পরিমাণে আসবে, তা আগেই বুঝেছিলাম। আরও বহু দোকানদার যোগাযোগ করছেন। কিন্তু, আমি দু'হাজারের বেশি প্যাকেটের অর্ডার কোনওমতেই নিতে পারব না।'

গ্যাসের এই অভূতপূর্ব সংকটে এবারের নববর্ষের মিষ্টতা কিছুটা ফিকে হতে চলেছে। পরিস্থিতি বাধ্য করছে চেনা ছক ভাঙতে। তবে বাঙালি তো আর উৎসব ছাড়া থাকতে পারে না! তাই রসে ডোবা প্রথাগত মিষ্টির বদলে এবার হয়তো প্যাটিস আর বেকড খাবারেই সেজে উঠবে পয়লা বৈশাখের উদযাপন।

মেরুকরণ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জটিল অঙ্ক

প্রথম পাতার পর

চেষ্টা যে করেননি, তা নয়। প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জিও জানিয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাতে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর মুখে কুলুপ এঁটে দেন।

অন্যদিকে, বিধায়ক হওয়ার পর কিছুদিন ঠিকঠাক চললেও পরের দিকে চাঁচল ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের সঙ্গে খটাখটি শুরু হয় নীহারের। তিক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানান দলের ব্লক সভাপতি। সেই মনোমালিন্যের মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়নি বলেই কি এবার নীহারকে টিকিট দেয়নি দল?

চাঁচলে পুরসভার দাবিটাই এখন প্রধান সাধারণ মানুষের কাছে। তাঁদের বিশ্বাস, পুরসভা হলে নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কার থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট সহ সামগ্রিক উন্নয়ন হবে। এ তো গেল শহরের ইতিকথা। গ্রামের মনমাঝি কোনদিকে দাঁড় বাইছে? নদীপাড়ের দিয়াগঞ্জ গ্রামে বাঁধের ঢাল বেয়ে জমি থেকে উপরে উঠে এলেন মহম্মদ আলম। দেড় বিঘা জমির মালিক। সাইকেলে এক বস্তা কাঁচা পেঁয়াজ। আলম জানান, ফলন ভালো হয়নি। বাজারে বিক্রি করলে দাম মিলবে না। তাই বাড়িতে খাওয়ার জন্য এই পেঁয়াজ রেখে দেবেন।

ভোটের কথা জিজ্ঞেস করায় আগ বাড়িয়ে আলমের স্ত্রী আঞ্জুরা বিবি বললেন, 'আমরা তো ভোটই দিতে পারব না। নেতাদের প্রচার দেখে কী করব?' ভোটার লিস্টে আলমের নাম থাকলেও স্ত্রী এখনও বিচারাধীন। ওঁদের সঙ্গী পরিবানু বিবির একই সমস্যা। বাঁধ ধরে কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে ঢালাই রাস্তা চলে গিয়েছে দিয়াগঞ্জের ভেতরে। গ্রামের মধ্যিখানে তৈরি হচ্ছে বিশাল কারুকার্যময় রাধাগোবিন্দ মন্দির।

প্রতি বছর এখানে বৈশাখী পূর্ণিমায় রাসলীলা হয়। রাধাগোবিন্দের মন্দিরের পাশে শিবপার্বতীর মূর্তি। তার পাশে বুড়ি মায়ের থান। একটা ছোটখাটো রথও দাঁড় করানো। রাধাগোবিন্দ মন্দির নির্মাণের বাজেট ১ কোটি ১ হাজার ১ টাকা। গ্রামবাসী চাঁদা তুলে নির্মাণের খরচ জোগাড় করছেন। গ্রামজুড়ে হিন্দুদের বাস। সকলেই কৃষ্ণভক্ত।

শুনে মনে হতে পারে, এই গ্রামে বুঝি রামভক্তদের রাজ। ভুল ভাঙল মন্দির কমিটির সদস্য কেশব দাসের কথায়। কেশবের কথায়, 'এখানে ভক্তি ও কৃষ্ণ ভজনার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই।' হয়তো ভুল বলেননি। কারণ, এখানে পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের। খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতটিও। কেশবের অবশ্য আক্ষেপ, 'হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি।' কিন্তু বাঁধের পাড়ে আঞ্জুরা বিবি, শান্তি রবিদাস, তরুণ প্রজন্মের মোকলেশ আলি ও যিশু দাসরা জানালেন, এখানে হিন্দু-মুসলিম মিলেমিশে বাস করে।

তৃণমূলের বিদায়ি বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষের কথা উঠতে কেশব বললেন, 'তেমন কোনও কাজই করেননি। আমাদের গ্রামে একবারই এসেছিলেন। দশ হাজার টাকা চাঁদা দিয়ে ওই যে গেলেন, আর এমুখো হননি।' চাঁচল বিধানসভা এখন তৃণমূলের হাতে। ২৪ আসনের চাঁচল পঞ্চায়েত সমিতিও তৃণমূলের। ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৯টি জোড়াফুলের, বাকি তিনটিতে বিরোধীরা।

চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে উত্তর মালদা কেন্দ্রের অধীন চাঁচলে লিড ছিল কংগ্রেসের। এবার বিধানসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থী রতন দাস। প্রাক্তন আইপিএস প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় চাঁচলে তৃণমূলের দাবার বোড়ে। কংগ্রেস প্রার্থী প্রাক্তন বিধায়ক আসিফ মেহেবুব। ত্রিমুখী লড়াইয়ে চাঁচলে এবার অনুন্নয়ন, মেরুকরণ ও গোষ্ঠীকোন্দলের জটিল অঙ্ক।

ইংল্যান্ড সফরেই বৈভবকে চান ভন

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ : ভারতীয় সিনিয়ার দলে এখনই কি ঢোকানো উচিত বৈভব সূর্যবংশীকে? যে প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত ক্রিকেটমহল। কয়েকদিন আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছেন। পনেরোতম জন্মদিনে আইসিসি-র ন্যূনতম বয়সসীমার দাবি পূরণ। মাইকেল ভনের মতো অনেকের অপেক্ষা সইছে না।

চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে সোমবার বৈভবের বিস্ফোরক ইনিংস (১৭ বলে ৫২) দেখার পর জুলাই মাসে ভারতের ইংল্যান্ড সফরে (সাদা বলের জোড়া সিজ) বৈভবকে পাঠানোর দাবি তুললেন। ভন বলেছেন, 'ভারতীয় দলে কবে বৈভবের অভিষেক ঘটবে? সেই অপেক্ষাতেই বসে আছি। বুঝতে পারছি একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলছি। তবে আমার কাঁধে দায়িত্ব থাকলে অবশ্যই ইংল্যান্ড সফরে বৈভবকে রাখতাম।'

সতর্ক করছেন অশ্বীন

গৌতম গম্ভীরদের উদ্দেশ্যে ভনের পরামর্শ, এটাই উপযুক্ত সময় বৈভবকে সিনিয়ার দলের সঙ্গে যুক্ত করার। তাহলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, সিনিয়ার দলের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সুবিধা হবে। অভিজ্ঞতা পরবর্তী সময়ে কাজে আসবে। আর একটা-দুইটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেলে তো কথাই নেই।

ম্যাচের পর চেন্নাই সুপার কিংসের সরফরাজ খানের সঙ্গে আড্ডায় রাজস্থান রয়্যালসের বৈভব সূর্যবংশী।

> বাইরে কে কী বলল, সংবাদমাধ্যমে কী চলছে, তা নিয়ে বৈভবকে মাথা ঘামাতেও বারণ করা হয়েছে। চাপমুক্ত হয়ে খেলুক, এটুকুই চাই আমরা।
>
> -রিয়ান পরাগ

প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, সিনিয়ার দলে খেলার যোগ্যতা রয়েছে বৈভবের। টেনে আনেন ভারতীয় দলে গত কয়েক বছর ধরে খেলা সতীর্থ যশস্বী জয়সওয়ালকে কার্যত দর্শক করে বৈভবের ঝোড়ো ইনিংসের কথা। ভনের যুক্তি, যশস্বী যেখানে বল দেখে খেলার চেষ্টা করছিল, সেখানে বৈভবের লক্ষ্য সব বলকেই গ্যালারিতে পাঠানো! যে রণংদেহি মেজাজের সামনে ফিকে দেখাচ্ছিল যশস্বীর মতো তারকাকেও।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন যদিও তাড়াহুড়োয় নারাজ। বলেছেন, 'কোনও টার্গেট দেওয়া উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, বৈভব এখনও বাচ্চা। মহেন্দ্র সিং ধোনি ৪৪-এও খেলছে। বৈভব যদি ৪০ পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যায়, তাহলে ওর সামনে এখনও ২৫ বছর রয়েছে। একা থাকতে দিন ওকে। আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করা উচিত সবার।'

রাজস্থান রয়্যালস অধিনায়ক রিয়ান পরাগ আবার নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, ব্যর্থ হলেও গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ খেলবে বৈভব। বলেছেন, 'বাইরে কে কী বলল, সংবাদমাধ্যমে কী চলছে, তা নিয়ে ওকে মাথা ঘামাতেও বারণ করা হয়েছে। চাপমুক্ত হয়ে খেলুক, এটুকুই চাই আমরা। আমি আর ধ্রুব (জুরেল) দুজনে ওর ব্যাটিং দেখতে দেখতে বলাবলি করছিলাম, উইকেট কিছুটা আর্দ্র। বল থমকে থমকে আসছে। তারপরও কীভাবে এরকম ব্যাটিং করছে! দুরন্ত প্রতিভা। সৌভাগ্য প্রতিপক্ষ নয়, বৈভব আমাদের দলের অংশ।'

সিএসকের লোগোতে চুম্বন জাদেজার!

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চ : 'হলুদ নয়, আমার গায়ে এখন গোলাপি রংটাই ভালো মানায়।'

এক যুগের সম্পর্ক ছিন্ন করে এবার হলুদ ব্রিগেড ছেড়ে গোলাপি শিবিরে যোগ দিয়েছেন। প্রথম ম্যাচেই চেন্নাই সুপার কিংসকে হারিয়ে অভিযানও শুরু করেছেন। রাজস্থান রয়্যালসের গোলাপি জার্সি পরে ম্যাচের পর উপরের কথাগুলি বললেও 'চেন্নাই আবেগ' চেষ্টা করেও লুকোতে পারেননি রবীন্দ্র জাদেজা।

বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিংয়ের সময় চেন্নাই ডাগআউট থেকে 'জাড্ডু', 'জাড্ডু' ডাকে জাদেজার চোখের কোণ চিকচিক করে উঠছিল। ক্যামেরায় তা ধরা পড়ার পর নিজেকে আড়াল করে নিলেন। কিন্তু দুই দলের ক্রিকেটারদের সৌজন্য বিনিময়ের সময় সিএসকে-র পেসার খলিল আহমেদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হলুদ জার্সিতে সিএসকে লেখা লোগোতে জাদেজার আবেগঘন 'চুম্বন'!

খলিলও কিছুটা অবাক অপ্রস্তুত হয়ে যান জাদেজার আচরণে। চরম পেশাদারিত্বের যুগেও আবেগ আড়াল করতে পারেননি। আইপিএলে নিজের প্রথম দল রাজস্থান রয়্যালসে ফিরলেও চেন্নাই-প্রেম জাদেজার পক্ষে সহজে কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। গুয়াহাটির দ্বৈরথে সুপার কিংসকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ছাপিয়ে জাদেজার যে ছবিগুলি জিতে নিল ক্রিকেটপ্রেমীদের মন।

জাদেজা রাখঢাক না করে বলেও দেন, ১২-১৩ বছর চেন্নাইয়ে কাটিয়েছেন। শুরুতে এই পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। চেন্নাইয়ের সঙ্গে অনেক স্মৃতি, আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। যার বহিঃপ্রকাশ রাজস্থান-চেন্নাই ম্যাচে। পাশাপাশি স্বীকারও করে নিলেন, ক্রিকেট জার্নিতে এই ধরনের পরিস্থিতি আসবে। মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া জরুরি।

এরপরই গোলাপি শিবিরের মুডে ঢুকে পড়া। ২০০৮ সালে রাজস্থান রয়্যালসের আইপিএল জয়ী দলের সদস্য জাদেজা বলেছেন, 'গোলাপি রং আমার গায়ে ভালোয় মানায়। হলুদ এখন কিছুটা পুরোনো হয়ে গিয়েছে!' এরপরই সংযোজন, পুরোটাই মজা করে বলা। মজা করলেও মনের ভিতরে যে 'যুদ্ধ' চলছে, তা পরিষ্কার।

আরও বলেছেন, 'প্রথমবার যখন আমরা (রাজস্থান) আইপিএল জিতেছিলাম, সেই দলেও ছিলাম আমি। স্মরণীয় যে মুহূর্তগুলি আমার সঙ্গে রয়ে গিয়েছে। রাজস্থানে এসেছি সেই ইতিবাচক মানসিকতা সঙ্গে নিয়েই। নতুন অনেক কিছু যেমন শিখব, তেমনই নিজের অভিজ্ঞতা বাকিদের সঙ্গে ভাগ করে নেব।'

রাজস্থান-সিএসকে ম্যাচে তারকাদের ভিড়ে 'অনুপস্থিত' মহেন্দ্র সিং ধোনি। চোটের জন্য বেশ কিছু ম্যাচ মাঠের বাইরে। গুয়াহাটিতে দলের সঙ্গেও যাননি। ফলে ইচ্ছে থাকলেও প্রিয় 'থালা'র সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়নি। জাদেজা বলেছেন, 'দল বদলের পর এখনও কথা হয়নি। মাহি ভাই ফোন বন্ধ করে রাখে। যখন দেখা হবে প্রচুর কথা হবে।'

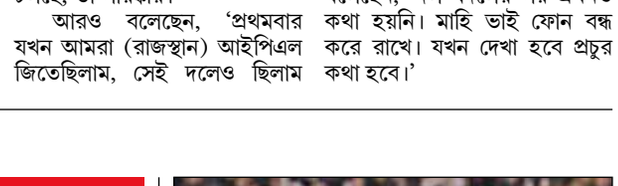

খলিল আহমেদের জার্সিতে সিএসকের লোগোতে চুমু রবীন্দ্র জাদেজার।

গম্ভীররা 'দরজা' বন্ধ করে রাখলেও অবসরে না সামির

নিউ চণ্ডীগড়, ৩১ মার্চ : চোট সারিয়ে স্বমেজাজে ফিরেছেন।

ঘরোয়া ক্রিকেটে বাংলার হয়ে লাল ও সাদা, দুই বলের ফর্ম্যাটে পকেট ভর্তি উইকেট, সাফল্য। ফিটনেস ও ফর্ম-জোড়া পরীক্ষায় সফল হয়েও অবশ্য ভারতীয় দলের দরজা খোলেনি। অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি, হেডকোচ গৌতম গম্ভীরদের মন 'জিতে' নিতে পারেননি।

প্রশ্ন, এরপর মহম্মদ সামির করণীয় কি? অবসরের জল্পনা ডানা মেলছে। যদিও এদিন যে সম্ভাবনা ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন সামি। তারকা স্পিডস্টারের সাফ কথা, যেদিন ঘুম থেকে উঠে মনে হয়ে, আর ক্রিকেট খেলতে ভালো লাগছে না, একঘেয়ে লাগছে, দুইবার ভাববেন না অবসর নিতে। কিন্তু এই মুহূর্তে বল হাতে সাফল্য উপভোগ করছেন। অবসর নিয়ে একেবারেই ভাবছেন না।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের হয়ে আইপিএল অভিযানে নামার আগে গম্ভীর, আগরকারদের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার বার্তা— লড়াইয়ের ময়দান ছাড়ছেন না। জাতীয় দলের ফেলার প্রয়াসে কোনওরকম খামতি থাকবে না। ২০২৫-২০২৬ ঘরোয়া মরশুমে ৬৭টি উইকেট নেওয়া সামি বলেছেন, 'আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ব, সেদিনই সিদ্ধান্ত নেব। কিন্তু এই মুহূর্তে অবসর নিয়ে কিছু ভাবছি না। ক্লান্তি থাকলে ক্রিকেট একঘেয়ে লাগবে। কিন্তু সেরকম কিছু বোধ করছি না। বরং ক্রিকেট উপভোগ করছি।'

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ থেকে এবার ১০ কোটি টাকার বিনিময়ে ট্রেডে সামিকে দলে নিয়ে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার টিম লখনউ। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপের সবাধিক উইকেটের মালিক সামির অবশ্য গত মরশুম ভালো কাটেনি। ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ৯ ম্যাচে মাত্র ৬ উইকেট নেন। এবার নতুন জার্সিতে সাফল্যের ঘোড়া ছোটাতে বদ্ধপরিকর।

সামির কথায়, 'বোলার হিসেবে একশো ভাগ দিতে চাই। দায়িত্বটা ঠিকঠাকভাবে পালন করতে চাই। আশাকরি আমাকে ঘিরে দল, সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণে সমর্থ হব। বাকিটা ভাগ্য, যা আমার হাতে নেই। চেষ্টা করলেও যা বদলাতে পারব না আমি। লখনউ আমার ওপর আস্থা রেখেছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে আস্থার মর্যাদা রাখতে নিজের সবটুকু উজার করে দিতে।'

বাংলার হয়ে সফর মরশুম কাটানোর পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের দাবিটা আরও জোরদার করে নিতে চান আইপিএল-কে কাজে লাগিয়ে। প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁকফোকর রাখেননি। সামির কথায়, বেসিকে জোর দিয়েছিলেন। লক্ষ্য ছিল ছন্দে থাকা। কতগুলি ঘরোয়া ম্যাচ খেললেন বা পরিসংখ্যানের চেয়ে জোর দিয়েছেন প্রক্রিয়াতে। খুশি সবকিছু ঠিকঠাক এগিয়েছে। আশাবাদী আইপিএল নিয়েও।

ঘরোয়া ক্রিকেটের ফর্ম আইপিএলেও বজায় রাখতে মরিয়া মহম্মদ সামি।

ড্র করেও শীর্ষে প্রজ্ঞা

পাফোস, ৩১ মার্চ : ক্যান্ডিডেটস দাবার দ্বিতীয় রাউন্ডে ড্র করেও যুগ্মভাবে শীর্ষ স্থান ধরে রাখলেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ।

প্রথম রাউন্ডে অনীশ গিরির বিরুদ্ধে জয়ের পর দ্বিতীয় দিন চিনের ওয়ে ই-র বিরুদ্ধে কালো ঘুঁটিতে ভালো শুরু করেন প্রজ্ঞা। মিডল গেমে ধীরে ধীরে চাপ তৈরি করেন বিপক্ষের ওপর। তবে চাইনিজ গ্র্যান্ড মাস্টারও ঠান্ডা মাথায় এগোচ্ছিলেন। রাশ কখনও হাতছাড়া করেননি তিনিও। শেষপর্যন্ত ম্যাচ ড্র হয়। দুই রাউন্ড শেষে প্রজ্ঞার ঝুলিতে ১.৫ পয়েন্ট।

অন্যদিকে, মহিলাদের বিভাগে ফের সুযোগ পেয়েও জয়ের দেখা পেলেন না দিব্যা দেশমুখ। প্রথম রাউন্ডে ইউক্রেনের প্রতিপক্ষ আনা মুজিচুকের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে জয়ের সুযোগ হাতছাড়া করেন। আর এদিন রমেশবাবু বৈশালীর বিরুদ্ধেও একটা সময় জেতার জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভুল করে বসেন দিব্যা। বৈশালীও পালটা কুইন বলিদান দিয়ে ড্র ছিনিয়ে নেন। ফলে এককভাবে শীর্ষে ওঠার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেন দিব্যা।

ইস্টবেঙ্গল-পাঞ্জাব ম্যাচ নিয়ে জটিলতা

কেভিনের বল পায়ে অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মার্চ : ছুটি শেষ। চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের মহড়া শুরু ইস্টবেঙ্গলে।

গত এক সপ্তাহ গোটা দল ছুটিতে থাকলেও ব্যাতিক্রম ছিল কেভিন সিবলের ক্ষেত্রে। নিয়মিত যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে রিহ্যাব করেছেন লাল-হলুদের আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার। এরমাঝে চেন্নাইয়ান ম্যাচে খেলার বিষয় আশ্বস্তও করেছিলেন তিনি। কথা মতো মঙ্গলবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে দেখা গেল কেভিনকে।

এদিন ঘন্টা দেড়েক মাঠে গা ঘামালেন মহম্মদ বসিম রশিদ, মিগুয়েল ফিগুয়েরা, পিভি বিষ্ণুরা। প্রথম আধঘন্টা বাকিদের সঙ্গেই প্রস্তুতি সাড়লেন কেভিন। বল পায়ে অনুশীলনেও দেখা গেল তাঁকে। সিচুয়েশন প্র্যাকটিসে অবশ্য অংশ নেননি। ওই সময় সাইডলাইনে ফিজিওর তত্বাবধানে অনুশীলন করলেন সিবলে। তবে ১১ এপ্রিল চেন্নাইয়ান ম্যাচে তাঁর খেলার বিষয় আশাবাদী টিম ম্যানেজমেন্টেও।

এদিকে নির্বাচনের আবহে ২৪ এপ্রিল যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গল-পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ আয়োজন নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়েছে। ওই ম্যাচের জন্যও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। এই পরিস্থিতিতে ম্যাচটি এগিয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। যদিও পুর্ব-নির্ধারিত সময়ের আগে ম্যাচ খেলতে নারাজ ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচ পিছোনোর আবেদন জানিয়েছে তারা। এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোকেই।

দ্বিতীয় গোল করে ঘানার বিপক্ষে জার্মানির জয় নিশ্চিত করেন ডেনিজ উনদাভ।

বিশ্বকাপের আগে সাত জয়ে স্বস্তিতে জার্মানি

স্টুটগার্ট, ৩১ মার্চ : ছুটছে জয়রথ। টানা সাত জয়ে বিশ্বকাপের আগে স্বস্তি জার্মান শিবিরে। তবে জুলিয়ান নাগেলসম্যানের চিন্তার কারণ হতে পারে দলের ভঙ্গুর রক্ষণ।

ভারতীয় সময় সোমবার রাতে প্রীতি ম্যাচে ঘানাকে ২-১ গোলে হারাল জার্মানি। ম্যাচে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে পেনাল্টি থেকে গোল করে জার্মানিকে এগিয়ে দেন কাই হাভার্জ। শেষবেলায় অপর গোলটি করেন ডেনিজ উনদাভ। মাঝে ৭০ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফিরিয়েছিল ঘানা। গত সপ্তাহে সুইৎজারল্যান্ডের বিপক্ষেও ৪ গোলের পালটা তিনটি গোল হজম করতে হয়েছিল জার্মানিকে।

নিয়মিত গোল হজম নিয়ে ম্যাচ শেষে কড়া ভাষায় সমালোচনার সুর চড়ালেও খুব চিন্তিত দেখাল না নাগেলসম্যানকে। জার্মানির হেড কোচ বলেছেন, 'নিজেরাই ম্যাচটা কঠিন করে ফেলেছিলাম। যেভাবে গোল হজম করেছি তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। দলের প্রত্যেকে বুঝতে পারছে আরও স্থিতিশীল হতে হলে কী করতে হবে। তবে উন্নতির পথে একধাপ এগিয়েছি আমরা।' গত দুইটি বিশ্বকাপে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল জার্মানি। এবার তুলনামূলকভাবে ভালো ফল আশা করা হচ্ছে ফ্লোরিয়ান রিৎজ, লেরয় সানেদের থেকে। তবে ফেভারিট তকমা নিয়ে নামতে চাইছেন না নাগেলসম্যান। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'আমরা খেতাবের দাবিদার কি না তা জানি না। তবে পরিকল্পনামাফিক এগোলে কিছুই অসম্ভব নয়।'

এদিকে জার্মানির কাছে এই হারের পর বরখাস্ত হলেন ঘানার হেড কোচ অটো আদ্দা। যদিও বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র ৭২ দিন আগে কোচ ছাঁটাই আফ্রিকার দেশটির জন্য খুব একটা ভালো ইঙ্গিত নয়।

নাসিমকে বাঁচিয়ে দেন নকভি!

ইসলামাবাদ, ৩১ মার্চ : ফখর জামান, নাসিম শা, শাহিন শা আফ্রিদির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপই করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিতর্কে শাস্তির মুখে পড়লেন তাঁরা। নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও পিএসএলের ম্যাচে বল বিকৃতির অভিযোগে দুই ম্যাচের জন্য নির্বাসিত হলেন ফখর। নাসিমকে ২ কোটি টাকা (পাকিস্তানি টাকা) জরিমানা করা

হতে পারত দুই বছরের নির্বাসন

হয়েছে। সূত্রের খবর, তাঁর দুই বছর নির্বাসন শাস্তির দাবি উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। নাসিমের কেরিয়ারের কথা মাথায় রেখে দুই বছরের নির্বাসন আটকে দেন। বদলে আর্থিক জরিমানা।

নাসিমের বিতর্ক অবশ্য ক্রিকেট বহির্ভূত। লাহোর-হায়দরাবাদের মধ্যে পিএসএলের উদ্বোধনী ম্যাচের প্রধান অতিথি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মারিয়াম নওয়াজকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বিতর্কিত পোস্ট করে সমালোচনার মুখে পড়েন নাসিম। প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফের ভাইজি মরিয়ামের স্পেশাল নিরাপত্তা নিয়ে কটাক্ষ করে নাসিম লিখেছিলেন, 'ও কি লর্ডসের রানি? সেরকমই আচরণ করা হচ্ছে ওকে নিয়ে!'

পরিস্থিতি ঘোরালো হওয়ার পর নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েও নিতে বাধ্য হন নাসিম। যদিও সরকারের রোষানলে পড়ে নির্বাসন শাস্তি মাথার ওপর ঘুরছিল। পিসিবি এক শীর্ষ আধিকারিক দাবি করেন, বছর তেইশের নাসিমের উজ্জ্বল কেরিয়ারের কথা ভেবে শেষ মুহূর্তে নির্বাসন আটকান নকভি। ওর কথাতেই নাকি নির্বাসনের বদলে দুই কোটির জরিমানা করা হয়।

জরিমানা হয়েছে শাহিনেরও। পিএসএল চলাকালীন নিয়ম ভেঙে টিম হোটেলে বহিরাগত ঢোকানোর জন্য ১০ লক্ষ পাকিস্তানি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে টিম সতীর্থ সিকান্দার রাজার পরিচিত চারজন বহিরাগতকে নির্দেশ উপেক্ষা করে জোর করে হোটেল নিয়ে যান শাহিন। প্রায় ঘণ্টা তিনেক রুমের মধ্যেই কাটান তাঁরা।

নবাবের শহরে হারানো ছন্দের খোঁজে ঋষভ

লখনউ, ৩১ মার্চ : মেজাজটাই আসল রাজা।

বাইশগজে বরাবর যে মুডে পাওয়া গিয়েছে তাঁকে। বাঁয়ে হাত কা খেল, প্রতিপক্ষ বোলারদের 'খুন' করা। সময়টা যদিও একেবারেই ভালো যাচ্ছে না ঋষভ পন্থের। বেশ কিছুদিন ধরেই চোটআঘাতের সঙ্গে হারানো ফর্ম হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। উত্তাপের আঁচ ভালো মতো টের পাচ্ছেন।

আগামীকাল নবাবের শহরে যে চাপ মাথায় নিয়ে খেলতে নামছেন ঋষভ। প্রতিপক্ষ প্রাক্তন দল অক্ষর প্যাটেলের নেতৃত্বাধীন দিল্লি ক্যাপিটালস। লখনউ যেখানে দল গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, সেখানে মিচেল স্টার্ককে শুরুর দিকে না পেলেও দিল্লি টিম অনেক বেশি সংঘবদ্ধ। গতবারের চেয়ে এবার দলের শক্তিও বেড়েছে।

দুই শিবিরে অবশ্য রসদের অভাব নেই। বুধবার সম্ভবত ফিরছেন লখনউয়ের এক্সপ্রেস গতির মায়াঙ্ক যাদবের। হেডকোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার জানিয়েছেন মায়াঙ্ক ম্যাচ ফিট। নির্বাচকদের ফের জবাব দিতে মরিয়া মহম্মদ সামির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ আইপিএল। সামিদের সঙ্গে আনরিচ নর্তজে, আবেশ খানের মধ্যে একজন। দিল্লির পেস ব্রিগেডে সেখানে লুঙ্গি এনগিডি, থঙ্গরাসু নটরাজনের সঙ্গে বাংলার মুকেশ কুমার।

নজরে আইপিএল-অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা জম্মু ও কাশ্মীরের পেসার আকিব নবি দারও। ৮.৪ কোটির বিনিময়ে স্পিডস্টারকে এবার দলে নিয়েছে দিল্লি। স্টার্কের অনুপস্থিতিতে আকিবের দুইদিকে সুইং করানোর ক্ষমতা ঋষভদের পরীক্ষার মুখে ফেলবে। যা সামলানোর দায়িত্বে তিন বিদেশি মিচেল মার্শ, আইডেন মার্করাম, নিকোলাস পুরান।

গত লিগে তিনজনই চারশোর বেশি রান করেছেন। যেখানে লখনউয়ের সমস্ত ভারতীয় ব্যাটারের রানের যোগফল ছিল ৮৩৫! স্বভাবতই পুরোনোদের পুরোনো ফর্মের প্রার্থনা থাকবে থিংকট্যাংকের। একই সঙ্গে ঋষভকে ছন্দে ফেরানোর তাগিদ। টিম সূত্রে খবর, তিন নম্বরেই সম্ভবত অধিনায়ক ঋষভ। বাড়তি সময়, দেখেশুনে ইনিংস গড়ার সুযোগ।

অপরদিকে দিল্লির মাথাব্যথা টপ অর্ডার। লোকেশ রাহুলের সঙ্গে পাথুম নিশাঙ্কার সম্ভবত ওপেনিংয়ে। তিনের লড়াই অভিষেক পোড়েল, নীতীশ রানার মধ্যে। মিডল অর্ডারে দক্ষিণ আফ্রিকার দুই তারকা ট্রিস্টান স্টাবস, ডেভিড মিলার। মাঝে মিলারদের সঙ্গে শাহবাজ আহমেদ-দিগবেশ রাঠির স্পিন জুটির দ্বৈরথে ম্যাচের ভাগ্য অনেকাংশে গড়ে দেবে।

অনুশীলনের ফাঁকে দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে খুনশুটিতে ঋষভ পন্থ।

নোটবুক সেলিব্রেশনে গত লিগে চর্চায় ছিলেন রাঠি। আম্পায়ারদের শাস্তির মুখে পড়েও দমে যাননি। যদিও রাঠির দাবি, এবার তার সেলিব্রেশনের সংখ্যা ও মাত্রা আরও নাকি বাড়বে! প্রথম তিন সাক্ষাৎকারে লখনউ জিতলেও শেষ চারে দিল্লির একবগ্গা দাপট ছিল। যে দাপটে ব্রেক লাগাতে কথা আর কাজের মধ্যে রাঠি কতটা মেলবন্ধন ঘটাতে পারেন, চোখ থাকবে সেদিকেও।

আইপিএলে কর্মীর মৃত্যু

মুম্বই, ৩১ মার্চ : আইপিএলে কাজ করতে এসে মৃত্যু ব্রিটিশ প্রৌঢ়ের। সম্প্রচারকারী সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে এসেছিলেন ৭৬ বছরের জ্যান উইলিয়াম ল্যাংফর্ড। মুম্বইয়ে ছিলেন। সংবাদসংস্থা সূত্রের খবর, সোমবার হোটেলের ঘর থেকে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই প্রৌঢ়কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রের খবর, ময়নাতদন্তে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। তবুও গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইডেনে হল ফিটনেস পরীক্ষা

নেটে বোলিং শুরু কামিন্সের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মার্চ : এলেন। দেখলেন। বল হাতে নেটে ঘাম ঝরালেন। সঙ্গে জল্পনা উসকে দিলেন প্যাট কামিন্স।

চোট ছিল। সেই চোটের কারণে দীর্ঘসময় তিনি ক্রিকেটের বাইরে। টি২০ বিশ্বকাপের সময়ও অস্ট্রেলিয়া দলে ছিলেন না তিনি। তবে আইপিএলের আসরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সংসারে রয়েছেন কামিন্স। তাঁর পিঠের চোট পুরো সেরেছে কি না, এখনও স্পষ্ট নয়। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে চলতি আইপিএলের প্রথম ম্যাচে খেলেননি অজি অধিনায়ক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে কামিন্সকে কি দেখা যাবে হায়দরাবাদের প্রথম একাদশে?

এখনও স্পষ্ট জবাব নেই। কিন্তু অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে বলা যেতে পারে কামিন্স প্রায় ফিট। মঙ্গলবার সন্ধ্যার ইডেনে সানরাইজার্সের অনুশীলনের সময় ফিটনেস পরীক্ষা হয়েছে কামিন্সের। আর ফিটনেস পরীক্ষার পরই নেটে বল হাতে অন্তত আধ ঘণ্টা বোলিং করেছেন কামিন্স। রাত প্রায় ৮টা১০ নাগাদ যখন হায়দরাবাদ দল অনুশীলন শেষ করে ইডেন থেকে বেরিয়ে টিম বাসে উঠছিল, তখনও কামিন্সকে দারুণ মেজাজে দেখা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, তিনি বৃহস্পতিবার খেলতে পারেন।

বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে আইপিএলের প্রথম ম্যাচে ২০১ রান করেছিল হায়দরাবাদ। কিন্তু তারপরও ম্যাচ জিততে পারেননি ঈশান কিষানরা। প্রথম ম্যাচ হারের পর স্বাভাবিকভাবেই জয়ের সরণিতে ফিরতে মরিয়া হয়ে রয়েছেন ঈশানরা। আজ সন্ধ্যার ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনে অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, হেনরিচ ক্লাসেনদের মধ্যে জয়ে ফেরার তাগিদ দেখা গিয়েছে। যদিও বৃহস্পতিবারের প্রতিপক্ষ কেকেআরের মতোই হায়দরাবাদের বোলিংও বড্ড দুর্বল। হর্ষল প্যাটেল, জয়দেব উনাদকাতদের দিশাহীন বোলিংয়ে একজন আদর্শ নেতার বড্ড অভাব। কামিন্স কি পারবেন সেই অভাব পূরণ করতে? জবাব দেবে সময়। কিন্তু তার আগে হায়দরাবাদের অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে কামিন্সের ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

বৃহস্পতিবারের ম্যাচে শেষ পর্যন্ত কামিন্স ফিরলেই হায়দরাবাদ জয়ের সরণিতে ফিরবে কি না, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু কামিন্স ফিট হয়ে প্রথম একাদশে ফিরতে পারলে নিশ্চিতভাবেই একজন নেতাকে পেয়ে যাবে সানরাইজার্স। হয়তো বর্তমান অধিনায়ক ঈশান ও তাঁর ডেপুটি অভিষেক শর্মারাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন।

বোলিং শুরুর আগে স্প্রিন্ট টানলেন প্যাট কামিন্স। কলকাতায়। ছবি : ডি মণ্ডল

দীর্ঘ ব্যাটিং সাধনায় গ্রিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ মার্চ : বেড়েই চলেছে বিতর্ক। আপাতত থামার কোনও ইঙ্গিত নেই।

মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে হার্দিক পান্ডিয়া, রোহিত শর্মাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই ম্যাচের পর থেকেই দলের ২৫.২০ কোটি টাকার ক্রিকেটার ক্যামেরন গ্রিন কেন বোলিং করেননি, তা নিয়ে তুলকালাম বিতর্ক চলছে। ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে নাইট অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে বিবৃতি দিয়েছিলেন। তার পালটা এসেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফেও। আজ গ্রিনের সমর্থনে ব্যাট ধরেছেন অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড। অজি সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেছেন, 'গ্রিনকে নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রত্যাশা স্বাভাবিক। অস্ট্রেলিয়া দলেও ওকে নিয়ে প্রচুর প্রত্যাশা রয়েছে। কিন্তু ক্রিকেটীয় বিচারে বুঝতে হবে গ্রিনের মতো ক্রিকেটারকে ফিট হওয়ার জন্য ভারসাম্য রেখে চলতে হয়।'

রোভমানকে নিয়ে জল্পনা

নাইট সংসারের বিদেশিদের মধ্যে গ্রিন দলের অটোমেটিক চয়েজ। তাঁকে বাদ দিয়ে প্রথম একাদশ ভাবাই যায় না। এমন ধুন্ধুমার বিতর্কের মাঝে মঙ্গলবার সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআর অনুশীলনে সবার নজর ছিল গ্রিনের দিকে। কেকেআর অনুশীলনে তিনি নেটে দীর্ঘসময় ব্যাটিং করেছেন আজ। ব্যাট হাতে গ্রিনকে রীতিমতো সাবলীল দেখিয়েছে। পাশাপাশি বল হাতেও আজ তাঁকে কেকেআর নেটে দেখা গিয়েছে। যদিও তিন-চারটির বেশি ডেলিভারি করেননি তিনি। গ্রিনের বোলিং করার ঘটনায় ইঙ্গিত স্পষ্ট, তিনি দ্রুত ফিট হচ্ছেন। কেকেআরের অন্দরের খবর, ৯ এপ্রিল ইডেনে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচ পর্যন্ত তাঁর বল করার সম্ভাবনা বেশ কম। হয়তো তার পরের ম্যাচে বল হাতে গ্রিনকে দেখা যাবে।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মতোই প্রথম ম্যাচে ২২০ রান করেছিল কেকেআর। তারপরও রোহিত শর্মাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ হার হয়েছে। দলের বোলিংয়ের কঙ্কাল সামনে এসেছে। এমন অবস্থায় বৃহস্পতিবারের ইডেনে অভিষেক শর্মা, ঈশান কিষান, ট্রাভিস হেড, হেনরিচ ক্লাসেনদের বিরুদ্ধে বৈভব অরোরাদের ফের করুন দশা হবে কিনা, জল্পনা চলছে। এমন জল্পনার মধ্যে দলের ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার রোভমান পাওয়েলের নামও উঠে এসেছে। রোভমানকে কি বৃহস্পতিবারের ইডেনে দেখা যাবে? জবাব আপাতত নেই। কিন্তু আজ নাইটদের নেটে দীর্ঘসময় রোভমানের ব্যাটিং-বোলিং চর্চার পর প্রশ্নটা উঠেছে। মাথিশা পাথিরানাকে নিয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট খবর নেই। নাইটদের অন্দরের একটি সূত্রের দাবি, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের শেষে তিনি দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন।

এমন অবস্থায় নাইটদের বোলিংয়ের বেহাল দশা কীভাবে কাটবে, আদৌ কাটবে কিনা, জোরদার জল্পনা চলছে। সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তীদেরও আজ নেটে অনেকটা সময় বল করতে দেখা গিয়েছে। দলের সহকারী কোচ শেন ওয়াটসন ও বোলিং কোচ টিম সাউদিরা দীর্ঘসময় আলাদাভাবে কেকেআরের দুই রহস্য স্পিনারের সঙ্গে কথা বলেছেন। বৃহস্পতিবারের ইডেনে বরুণ-নারায়ণদের বোলিংয়ে রহস্য ফেরত আসে কিনা, সেটাই এখন দেখার।

প্রস্তুতির ফাঁকে আড্ডায় ক্যামেরন গ্রিন, প্যাট কামিন্স, ডেভিড পেইন ও ফিন অ্যালেন। মঙ্গলবার ইডেন গার্ডেন্সে ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

আড়াই বছর পর জয়ে ফিরল ভারত

ভারত-২ (রায়ান ও আকাশ)
হংকং-১ (এভার্টন)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ মার্চ : কিছু কিছু নিয়মের নমনীয়তায় বদলে যেতে পারে একটা দল! তেমনি গোল চেনা কোনও ফুটবলারের উপস্থিতিও বদলে দিতে পারে একটা দলের শরীরী ভাষায়।

এদিনের ম্যাচ যেন এই দুইয়ের সঠিক উদাহরণ হয়ে থাকল। এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ভারতের কাছে শেষ ম্যাচ ছিল শুধুই নিয়মরক্ষার। কারণ আগেই তিন ম্যাচ হেরে ও জোড়া ড্র করে ভারত ছিটকে গিয়েছে টুর্নামেন্ট থেকে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ঘরের মাঠে এদিনের ম্যাচ ছিল কিছুটা সম্মান ফেরানোর এবং ভারতীয় ফুটবলকে অক্সিজেন জোগানোর ম্যাচ। দেখা গেল এক অস্ট্রেলিয়ান অ্যাটাকিং মিডিয়োর সংযুক্তিতেই বদলে গেল খালিদ জামিলের ভারতীয় দল। তাঁর জন্যই বাকিরাও উজ্জীবিত ফুটবল খেললেন। প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্টে ইগর স্টিমাকের কোচিংয়ে ২০২৩ সালের ১৬ নভেম্বর কুয়েতের বিপক্ষে জেতার প্রায় আড়াই বছর পর জয় ভারতের। এদিন কোচির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে হংকংয়ের বিপক্ষে ভারতের জয় ২-১ গোলে। দুইটি গোল হল দুই অর্ধের শুরুতে। প্রথম গোল অস্ট্রেলিয়া থেকে এসে ভারতীয় নাগরিকত্ব নেওয়া রায়ান উইলিয়ামসের। দ্বিতীয়ার্ধের গোল আকাশ মিশ্রর।

দিন কয়েক আগেই রায়ান বলছিলেন, ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে অভিষেকের জন্য তাঁর তর সইছে না। এদিন তিনি সত্যিই স্বপ্নের অভিষেক করলেন। বেঙ্গালুরু এফসি-র অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের গোল মাত্র ৪ মিনিটে। মনবীর সিংয়ের ক্রস নিখুঁত দক্ষতায় ডান পায়ে ঠেলে দেন হংকংয়ের জালে। আগুয়ান মনবীরকে বল নিয়ে তরতর করে উঠে আসতে দেখেই রায়ানের গতি বাড়ানোই বলে দেয় তাঁর গোলের গন্ধ পাওয়ার ক্ষমতা। ম্যাচের পর রায়ান নিজে বললেন, 'পাঁচ মাস ধরে অপেক্ষা করেছিলাম এই দিনটার জন্য। দারুণ লাগছে প্রথম ম্যাচেই গোল করতে পেরে। বেঙ্গালুরুর হয়ে প্রতিপক্ষ হিসাবে এই মাঠে আসতাম। এদিন ভারতীয় দলের হয়ে এরকম দর্শক সমাগমের সামনে খেলা অসাধারণ অনুভূতি।' তাঁর গোল কোনও অভিষেককারীর দ্রুততম গোল। প্রথমার্ধে ভারত আরও অন্তত দুইটি গোল করতে পারত। কিন্তু লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের ব্যর্থতায় হয়নি। ৫০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল। রাহুল ভেকের লম্বা থ্রো বক্সে পড়লে প্রতিপক্ষের মাথায় লেগে চলে আসে আকাশের কাছে। তিনি কোনাকুনি শটে হংকং গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন। এই অর্ধেও লিস্টন এবং বিশেষ করে ছাঙ্গতে একটা দারুণ সুযোগ পেয়েও তা গোলে রাখতে পারেননি।

বরং ৬৫ মিনিটে হঠাৎই কাউন্টার অ্যাটাকে উঠে এসে এভার্টন কামারগো গোল করে ম্যাচ প্রায় জমিয়ে দিয়েছিলেন। তবে শেষপর্যন্ত বড় ক্ষতি হয়নি। এদিনের ম্যাচ প্রমাণ করে, 'নিউট্রালাইজ' বা বিদেশি ফুটবলারদের নাগরিকত্ব দিলে খেলায় উন্নতি হবেই। যে পদক্ষেপ আরও আগে করা উচিত ছিল ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের। যা আগে নিলে হয়তো ২০২৭ সালের এশিয়ান কাপ থেকে এরকম বিশ্রী পারফরমেন্স করে ভারতকে ছিটকে যেতে হত না।

ভারত ঃ গুরপ্রীত, রাহুল, আনোয়ার (জিকসন), সন্দেশ, আকাশ (রোশন), মনবীর, অভিষেক, আপুইয়া, লিস্টন, লালিয়ানজুয়ালা (বিজয়) ও রায়ান (আশিক)।

রায়ান উইলিয়ামসের গোলের পর উচ্ছ্বসিত আকাশ মিশ্র। পরে গোল পেলেন তিনিও। কোচিতে মঙ্গলবার।

গান্ধিধামে চ্যাম্পিয়নশিপের স্বাদ পেল শ্রেয়াও

ক্যাডেটে জাতীয় সেরা শিলিগুড়ির দয়িতা

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : গান্ধিধামে কেরিয়ারের দ্বিতীয় ন্যাশনাল খেলতে নেমেছিল শালুগাড়া কেন্দ্রীয় বিদ্যাপীঠের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী দয়িতা রায়। মঙ্গলবার ৮৭তম আন্তঃ রাজ্য সাব-জুনিয়ার ও ক্যাডেট টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে দয়িতা ১১-৭, ১১-৮, ৯-১১ ও ১১-৭ পয়েন্টে হারিয়ে দেয় হরিয়ানার মোক্ষকে। ক্যাডেটে নতুন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বাবার দেওয়া চকোলেট উপহার হাতে নিয়ে গান্ধিধাম থেকে দয়িতা বলে দিয়েছে, 'খুব ভালো লাগছে আজ। কোচ মৃন্ময় চৌধুরী থেকে শুরু করে সবাই অভিনন্দন জানাচ্ছে। প্রতিযোগিতায় আসার আগে কেন, ফাইনালে নামার সময়ও আমি ভাবিনি চ্যাম্পিয়ন হতে পারব। সব কয়টা ম্যাচই আরও একটা খেলার সুযোগ ধরেই নেমেছি।'

দয়িতা নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে না পারলেও মৃন্ময়ের আশা ছিল ছাত্রী অন্তত ফাইনাল খেলবেই। তিনি বলেছেন, 'হতে পারে ও ২০২৪ সালের পর প্রথমবার ন্যাশনাল খেলতে গিয়েছে। কিন্তু মাঝের সময়ে দয়িতা অনেকটা উন্নতি করেছে। যা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল রাঁচিতে ওর জোনাল প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ ও নয়াদিল্লিতে রুপো জয়ে। তাই আশা ছিল ফাইনালে ওকে দেখব।' গত বছর পারফরমেন্স ভালো না থাকায় মৃন্ময়ই অবশ্য তাকে নির্দেশ দিয়েছিল ন্যাশনালে না নামার। মাঝের সময়টা দয়িতা কাজে লাগিয়েছে স্কিলের উন্নতিতে। দয়িতা বলেছে, 'বিবেকানন্দ ক্লাবের তিস্তা তোর্ষা টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে দুইবেলা প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা অনুশীলন করেছি। স্বস্তিক (সাহা) স্যারের কাছে শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে ফিটনেস ট্রেনিং করেছি। মৃন্ময় স্যারের থেকে আমি ফোরহ্যান্ড-ব্যাকহ্যান্ডের নতুন টেকনিক রপ্ত করেছি। যা এই টুর্নামেন্ট আমার খুব কাজে দিয়েছে।' আর ৩ বছর ধরে দয়িতাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সুবাদে মৃন্ময়ের পর্যবেক্ষণ, 'গরিব পরিবার থেকে উঠে এলেও টেবিল টেনিস নিয়ে ওর প্যাশন মারাত্মক, আর খুব পাংচুয়াল। এটাই ওর সাফল্যের রহস্য।'

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে দয়িতা রায়।

> **দয়িতা অনেকটা উন্নতি করেছে। যা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল রাঁচিতে ওর জোনাল প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ ও নয়াদিল্লিতে রুপো জয়ে। তাই আশা ছিল ফাইনালে ওকে দেখব।**
>
> **-মৃন্ময় চৌধুরী**
> দয়িতা রায়ের কোচ

তিস্তা তোষরি জন্য সুখবর এনেছে শ্রেয়া ধরও। একই প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে টিম ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলের সদস্য ছিল শ্রেয়া। ফাইনালে তারা ৩-১ ব্যবধানে হারিয়ে দেয় মহারাষ্ট্রকে। সিঙ্গলস ও ডাবলসে তার দৌড় শেষ হয় কোয়ার্টার ফাইনালে।

অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে টিম ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলের সঙ্গে শ্রেয়া ধর।

আইপিএল আবির্ভাবেই পাঞ্জাবের নায়ক কনোলি

গুজরাট টাইটান্স-১৬২/৬
পাঞ্জাব কিংস-১৬৫/৭
(১৯.১ ওভারে)

নিউ চণ্ডীগড়, ৩১ মার্চ : প্রাক্তন স্ত্রী ধনশ্রী ভার্মার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ক্রিকেট থেকে মন অনেকটাই উঠে গিয়েছিল তাঁর। যুযবেন্দ্র চাহাল স্বীকার করেই নিয়েছিলেন, নিয়মিত মদ্যপান করতেন। কিন্তু এবারের আইপিএলের কথা মাথায় রেখে গত ছয় মাস মদ ছুঁয়েও দেখেননি চাহাল। ফলে অনেক বেশি তরতাজা দেখাচ্ছে তাঁকে। নতুনভাবে ক্রিকেটকে ফিরে পাওয়া চাহালের স্পিন ও বিজয়কুমার ব্যশকের পেসের জাঁতাকলে গুজরাট টাইটান্স আটকে যায় ১৬২/৬ স্কোরে। কিন্তু সেই রানটাও তুলতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে পাঞ্জাব কিংসকে। আইপিএলে এদিনই অভিষেক হওয়া কুপার কনোলি ৪৪ বলে অপরাজিত ৭২ রানের ইনিংসটা না খেললে ফল উলটে যেতেই পারত।

টি২০ বিশ্বকাপের দলে জায়গা হয়নি শুভমান গিলের। ফলে এবারের আইপিএল ভারতের টেস্ট ও ওডিআই অধিনায়কের সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে পায়ের তলার জমি শক্ত করার মঞ্চ। হাতে বাহারি শট থাকলেও টি২০-তে গিলের মূল সমস্যা স্ট্রাইক রেট। মঙ্গলবার ৩৯ রান করতে তিনি নেন ২৭ বল। যার ফলে স্ট্রাইক রেট ১৫০ পেরোল না শুভমানের। নিজের দ্বিতীয় ওভারে চাহাল (২৮/২) তুলে নেন শুভমানকে। পরে ফিরিয়ে দেন জস বাটলারকেও (৩৮)। সুবিধা করতে পারেননি শুভমানের ওপেনিং পার্টনার বি সাই সুদর্শনও (১৩)। মাঝের ওভারে গুজরাট ব্যাটিংয়ের মিডল অর্ডারকে ভেঙে দেন ব্যশক (৩৪/৩)। তিনি সাজঘরে ফেরান গ্লেন ফিলিপস (২৫), ওয়াশিংটন সুন্দর (১৮) ও শাহরুখ খানকে (৪)। যার ফলে অর্শদীপ সিং ৪ ওভারে ৪২ রান খরচ করলেও গুজরাটকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রেখে দেয় পাঞ্জাব।

রানতাড়ায় নেমে দ্বিতীয় ওভারে ধাক্কা খেয়েছিল পাঞ্জাবও। প্রিয়াংশ আর্যকে (৭) ফিরিয়ে দেন কাগিসো রাবাদা। তবে সেই ধাক্কা প্রভসিমরান সিংকে (২৪ বলে ৩৭) নিয়ে সামলে দেন কনোলি। রশিদ খান (২৯/১) সেই জুটি ভাঙার পর বেশিক্ষণ টেঁকেননি শ্রেয়স আইয়ারও (১৮)। তবে পাঞ্জাবকে চাপের মুখে ফেলে দিয়েছিলেন প্রসিধ কৃষ্ণা (২৯/৩)। ১৫ নম্বর ওভারে শশাঙ্ক সিং (৪) ও মার্কাস স্টোয়িনিসকে (০) এক বলের ব্যবধানে তুলে নেওয়ার আগে শ্রেয়সের উইকেটটিও প্রসিধের দখলে যায়। শেষপর্যন্ত অবশ্য কনোলি মাথা ঠাণ্ডা রেখে দলকে ১৯.১ ওভারে ১৬৫/৭ স্কোরে পৌঁছে দেন।

অর্ধশতরানের পর পাঞ্জাব কিংসের কুপার কনোলি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
কুমারহাট-এর এক বাসিন্দা

04.01.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83B 58176 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতার পর থেকে আমার আর্থিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির সহায়তায় আমার ভাগ্য পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। আমি আমার বন্ধু এবং আত্মীয়দের ডিয়ার লটারিতে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য সুপারিশ করতে চাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, কুমারহাট - এর একজন বাসিন্দা রাশিদুল গাজী - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরের খেলা

এনবিইউয়ের কোচ পলাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : পুরুলিয়ার সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২-৬ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ছেলেদের খো খো প্রতিযোগিতায় নামবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)। ১২ জনের দলে সুযোগ পেয়েছেন-প্রিতম রায়, রকি দাস, সমীর রায়, কৌশিক রায়, রাজীব সিংহ, জিৎ রায়, সঞ্জু দাস, আলামিন মুস্তাফি, বিভাস রায়, অন্নকুমার পাসোয়ান, ঋজু মণ্ডল ও রাকেশ বর্মন। দলের সঙ্গে যাবেন কোচ পলাশ পাল ও ম্যানেজার শুভম সাহা। ২ এপ্রিল প্রথম ম্যাচে এনবিইউয়ের প্রতিপক্ষ এমজি কাশী বিদ্যাপীঠ।

মিত্রর ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন সুবোধ-রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ মার্চ : মিত্র সম্মিলনীর শ্যামাদেবী ভার্মা ও এসপি ভার্মা ট্রফি মুক্ত অকশন ব্রিজে চ্যাম্পিয়ন হলেন সুবোধ অধিকারী-রতন সাহা। মঙ্গলবার ফাইনালে তাঁরা ২১ পয়েন্টে অমল বসাক-দেবব্রত বসুকে হারিয়েছেন। তৃতীয় হয়েছেন পূর্ণেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়-সুজয় জোয়ারদার। তাঁরা স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ৩৯৭ পয়েন্টে মৃগাঙ্ক রায়-অভিজিৎ দত্তর বিরুদ্ধে জয় পান। পুরস্কার তুলে দেন মিত্র সম্মিলনীর কার্যনির্বাহী সভাপতি সুদীপ রাহা, সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য, উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান সুজিত রাহা, ইন্ডোর গেমস সচিব অমলেন্দু রাহা, ট্রফি ডোনার মৃত্যুঞ্জয় ভার্মা প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেওয়া হচ্ছে সুবোধ অধিকারী ও রতন সাহার হাতে। মিত্র সম্মিলনীতে মঙ্গলবার।